ধারানগরীর অধীশ্বর ভোজবংশীয় নৃপতিগণ অতি প্রাচীন-কাল হইতে সংস্কৃতভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত। কেহ বলেন "উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসনসময়ে ধারানগরীর * ভোজবংশীয় নরপতিগণও অতিশয় সমৃদ্ধ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদেরও বিদ্বৎসমিতি ছিল, খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ ঐ সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেন। রাধানাথবাবুর শ্রুত হইলাম "তিনি রেসিডেন্টের সহিত মফস্বল ভ্রমণে প্রাচীন ও নূতন ধারানগরী সন্দর্শন করিয়াছেন। ধারে-শ্বর প্রাচীন রাজধানী পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। তত্রত্য অসা-ধারণ কারুকার্য্যময় মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা ও সুদীর্ঘ জলাশয়সকল এক অপূর্ব্ব দর্শনীয় পদার্থ।"

১৫ই রবিবার প্রাতঃকালে স্নানান্তে মহারাজ হলকারের উদ্যান সন্দর্শন করিতে গেলাম, নানাবৃক্ষ, লতা, পুষ্প, মনোজ্ঞ অট্টালিকা, বিমল বারিপূর্ণ জলাশয় প্রভৃতিতে এই উদ্যান নন্দন কাননের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়া আছে। ইহার নির্ম্মাণে মহারাজের প্রভূত বিত্ত ব্যয়িত হইয়াছে। অপরাহ্নে রাধানাথ বাবুর মধ্যম পুত্র ও অন্যান্য দুই একটী সঙ্গীর সহিত ভ্রমণে বহি-র্গত হইলাম। আমেরিকার খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদের ইন্দোররাজ্যে অত্যন্ত প্রভাব, ইহারা মহারাজের নিকট হইতে বিনা রাজস্বে বহুল পরিমাণে ভূমি চাহিয়া লইয়া তাহাতে ক্যানেডিয়ান্-

* কেহ কেহ বলেন "বিক্রমাদিত্যের পুত্র জিতপাল ধারানগরীতে রাজ-শাসন করেন।" কাহারও মতে "বিক্রমাদিত্য অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু-গত হন, তাঁহার ভগিনী লীলাবতীর গর্ভে গোপীচন্দ্র নামে এক পুত্র ঐ গোপীচন্দ্রই ধারেশ্বররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা"। গোপীচন্দ্র একজন ... ছিলেন।

মিশান্‌কলেজ, ভজনালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানকার মিশনরী কলেজটী নবনির্ম্মিত ও বেশ উন্নত, শুনা গেল হলকাররাজের কলেজ অপেক্ষা ইহার ফল ভাল হয়। ভজনালয়টী ও অত্যন্ত স্থায়িবন্দোবস্তে গঠিত হইতেছে। আমরা ভজনালয়ের সন্নিহিত হইলে তত্রত্য খৃষ্টপুরোহিত বসিবার জন্য আহ্বান করিলেন, আমরা কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দী বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম। এখানে শ্রোতাদের জন্য উৎকৃষ্ট চেয়ার ও টানাপাখার ব্যবস্থা আছে। দারুণ গ্রীষ্মে সুখসেব্য বায়ু ও... হিত হওয়ায় ধর্ম্মার্থীদের অধিকাংশই কাষ্ঠাসনে নিদ্রামগ্ন। আ... সেখান হইতে নির্গত হইয়া ধীরে ধীরে সায়ংকালে ব... আসিলাম।

সন্ধ্যারপর রাধানাথবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আর্য্যধ... সংক্রান্ত গল্প হইল। সকলেই জানেন উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত ব্রহ্মর্ষি দয়ানন্দসরস্বতী বেদ ও শাস্ত্রের অভিনবব্যাখ্যা এবং আর্য্যধর্ম্মনামে একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিগত ন্যূনাধিক শত বৎসরের মধ্যে এই ধর্ম্মের বিস্তার নিতান্ত অল্প হয় নাই। বাঙ্গালার ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অপেক্ষা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অনেক অধিক। রাধানাথবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট দয়ানন্দসরস্বতী-প্রণীত "সত্যার্থপ্রকাশ" ও অন্যান্য কয়েক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিলাম। সত্যার্থপ্রকাশ পাঠে জানা গেল, দয়ানন্দস... তী বেদের সায়নাচার্য্যকৃত টীকা ও মনুসংহিতার মেধাতিথি ...বং কুল্লুকভট্ট প্রভৃতির ব্যাখ্যা সকলস্থলে অঙ্গীকার করেন ... তাঁহার প্রচারিত নূতনব্যাখ্যা সকলের অনুমোদিত না হই... তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে আধুনিক উচ্চ-শিক্ষা ও বি...

রুচির অনুরূপ যে অনেক তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন ইহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে অনেক আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইন্দোরনগরেও একটী আর্য্যসভা আছে। রাধানাথবাবুর বৈঠকখানায় মহাত্মা দয়ানন্দসরস্বতীর একটী তৈলচিত্রিতছবি দেখিলাম। তাঁহার প্রসন্নবদনও সৌম্য-মূর্ত্তি যথার্থই শান্তির উদ্দীপক। ইন্দোরনগরে রাধানাথবাবু ব্যতীত আর একজন বাঙ্গালী কবিরাজ ও কতিপয় বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন।

ইন্দোর ত্যাগ।

১৬ই বৈশাখ সোমবার ১॥ টার সময় রাজপুতানা-মালব রেল-পথের ইন্দোর-ষ্টেসনে বাষ্পশকটে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় ফতেয়াবাদ জংসন অতিক্রম করিয়া রতলাম অভিমুখে চলিলাম। ফতেয়াবাদ-ষ্টেসন ত্যাগ করিলেই একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর সেতুর উপরদিয়া বাষ্পশকট চলিল, এই নদীটীর নাম গম্ভীরা, কালিদাস মেঘদূতে * গম্ভীরা নদীর যেরূপ বিমল সলিলের বর্ণনা করিয়াছেন, অদ্যাপি ইহার জলের সেইরূপ প্রসন্নতা বিদ্যমান। ইহার বিশদসলিলে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া রজতপ্রবাহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কিছু দূর গিয়া

---

* গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশং।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা
ন্মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি ॥
(মেঘদূত)

চম্বলষ্টেসনে রেলশকট উপস্থিত হইল। ইহার নিকটেই সেই প্রাচীন কালের চর্ম্মণ্বতী * নদী প্রবাহিত। কথিত আছে দশপুরনগরের অধিপতি মহারাজ রন্তিদেব গোমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই যজ্ঞে আহুতিপ্রদত্ত গোসমূহের শোণিত ধারা হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছিল। কালিদাস মেঘদূতে চর্ম্মণ্বতী নদীর বর্ণনা করিয়াছেন।

যখন ফত্তেয়াবাদষ্টেসনে গাড়ী থামিয়াছিল সেই সময় একটী মহারাষ্ট্রীয় বৃদ্ধব্রাহ্মণ এবং মহারাষ্ট্রীয়া প্রৌঢ়া এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা আমাদের গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছিলেন; এতক্ষণ ঐ ব্রাহ্মণ মহিলাটী একটী সংন্যাসীর সহিত হিন্দীভাষায় কথোপকথন করিতেছিলেন। হঠাৎ মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকের মুখে হিন্দীভাষা শুনিয়া ঐদিকে মনোযোগ করিলাম। সর্ব্বত্যাগী সংন্যাসিবর যে তুচ্ছ বাসনাও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই ব্রাহ্মণকন্যা তাহাই সুন্দর যুক্তিসহকারে বুঝাইয়া দিতে ছিলেন, সমুদয় আরোহী নীরবে তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছিল। ইতিমধ্যে আমি বলিলাম "এই কি সেই কালিদাস-বর্ণিত চর্ম্মণ্বতী নদী?" একটী ব্রাহ্মণ বলিলেন "হাঁ," ব্রাহ্মণকন্যা আমার কথা শুনিয়াই

---

* হিন্দুস্থানীভাষায় চর্ম্মণ্বতীর অপভ্রংশ চম্বল শব্দ ব্যবহৃত হয় তজ্জন্য সাধারণ লোকে চর্ম্মণ্বতীকে চম্বলনামে অভিহিত করে।

† আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতো-মূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্॥
(মেঘদূত)

একটী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, উহার মর্ম্ম এই * "গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী, সরযু, মহেন্দ্র-তনয়া, চর্ম্মবতী, বেদিকা, শিপ্রা, বেত্রবতী, মহাসুরনদী, জয়া, গণ্ডকী প্রভৃতি স্রোতস্বতীগণ সমুদ্র সহিত পবিত্র জলে পরিপূর্ণ হইয়া মঙ্গল করুন"। আমি সংস্কৃত ভাষায় বলিলাম "এই শ্লোকটী কোন গ্রন্থের?" তিনি হাসিয়া সংস্কৃতে উত্তর করিলেন "ইহা একটী আশীর্ব্বাদের শ্লোক"। আমি শ্লোকটী লিখিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি সম্মুখের বেঞ্চিহইতে উঠিয়া ঠিক আমার পার্শে বসিলেন এবং আমি পেন্সিল দ্বারা সঙ্গের ক্ষুদ্র খাতায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে মনোযোগ সহকারে উহার প্রত্যেকবর্ণ দেখিতে লাগিলেন। লেখা শেষ হইলে অনেকক্ষণ সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন হইল। এই স্ত্রীলোকটী বেশ প্রতিভা-শালিনী, সংস্কৃত, হিন্দী ও মহারাষ্ট্রিভাষায় ইহার বিশেষ অধিকার। একবৎসর হইল ইহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, সন্তান হয় নাই বন্ধ্যা সুতরাং নিজেই স্বামীর শ্রাদ্ধ করিবার জন্য অবন্তীতীর্থে গিয়াছিলেন। মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে চওড়া লালপেড়ে গেরিকবসন, উজ্জলগৌরবর্ণ এবং স্থূলদেহ কিন্তু এই প্রৌঢ়বয়সেও বালিকার ন্যায় সরলস্বভাব। ইনি সকলের সঙ্গেই হেঁসে হেঁসে কথা বলিলেন। বড়নগরষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিলেই ইঁহারা এখানে অবতরণ করিলেন। আমাকে সংস্কৃত-

---

* গঙ্গা সিন্ধু সরস্বতী চ যমুনা গোদাবরী নর্ম্মদা,
কাবেরী সরযূ মহেন্দ্রতনয়া চর্ম্মণ্বতী বেদিকা।
শিপ্রা বেত্রবতী মহাসুরনদী খ্যাতা জয়া গণ্ডকী
পূর্ণাঃ পুণ্যজলৈঃ সমুদ্রসহিতা কুর্ব্বন্তু সদা মঙ্গলম্॥

ভাষায় বলিলেন "মহানুভব! এখানে অবতরণ করুন, এখানেও ভ্রমণকারীর অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় আছে"। আমি বলিলাম "আমাকে সত্বর দেশে ফিরিতে হইবে অতএব একপ সমুদয় স্থলে অবতরণ করিলে অনেক কালবিলম্ব হইবে।" তাহার পর তিনি অতিশিষ্টতা সহকারে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বড়নগর বেশ সুন্দর ষ্টেসন, ইহার সমীপে একটী বিমলসলিলা নদী প্রবাহিত। রেলপথের বামপার্শ্বে অনতিদূরে গোয়ালিয়রের মহারাজের প্রাসাদ, বেনার্সিযান ও উচ্চ উচ্চ কতিপয় দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া গেল।

রতলাম ষ্টেসন।

দেশের পর দেশ, প্রান্তরের পর প্রান্তর, অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে রতলাম ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। রতলাম একটী জংসন, এখান হইতে রাজপুতানা-মালব-রেলপথের মালবশাখা আজমীড়ে রাজপুতনা মালব রেলপথের সহিত মিলিত হয়েছে। একটী শাখারেলপথ আনন্দ-ষ্টেসনে বড়োদাবোম্বাইসেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছে—ইহাকে রতলাম-গোদরাশাখা-রেলপথ বলে। এই ষ্টেসনটী বেশ বড়; বহুসংখ্য আরোহীর সহিত আমি এখানে অবতরণ করিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। আমি যে বাঙ্গালী বাবুর বাসায় থাকিব স্থির ছিল, অনুসন্ধানে জানিলাম তিনি ষ্টেসনের নিকট হইতে সহরে গিয়া অবস্থান করিতেছেন কিন্তু তাঁহার বাসা কোথায় কেহই জানে না, আমিও এক রাত্রি

আজ রতলামে থাকিব সুতরাং ভাবিলাম কোন একটী দোকানে নিশা যাপন করিয়া পরদিন চলিয়া যাইব। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের ন্যায় এদেশে কোন দোকানে বিদেশীর আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা নাই, কয়েকটী দোকানে শুধু থাকিবার স্থানের জন্য এক টাকা পর্য্যন্ত দিব বলিলাম, কেহই স্থান দিতে স্বীকৃত হইল না, সকলেই পান্থশালা * প্রদর্শন করিল। অগত্যা একটী ভারবাহী বালকের নিকট ব্যাগটী দিয়া পান্থশালায় চলিলাম। বালকটী পথে যাইতে-যাইতে তাহার ভাষায় বলিল "মহারাজ সাবধানে থাকিও, সরাইতে অনেক বদ্‌মায়েস্ থাকে, পরদেশী লোককে একাকী দেখিলে অনেক রাত্রিতে টাকা কড়ি কাড়িয়া লয়।" বালকের কথায় আমার মনে সন্দেহ হইল, তথাপি পান্থশালায় উপস্থিত হইলাম। নগর প্রবেশের রাজপথের দক্ষিণপার্শ্বে এক জনশূন্য অংশে পান্থশালা, উহার দরজায় দুইজন দ্বারবান্ আছে, ভিতরে গিয়া দেখিলাম, ঘরগুলি অতিশয় অপরিষ্কার, একটী ঘরের বারান্দায় কয়েকটী যুবা পথিক লোক গল্প করিতেছে। অন্যপার্শ্বে একটী ঘরের বারান্দায় দুই একটী নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক কি যেন আহার করিতেছে অধিকন্তু দরজার বাহিরে কয়টী গ্রাম্যকুক্কুট বিচরণ করিতেছিল। নানা কারণে আমার এখানে অবস্থানের প্রবৃত্তি হইল না, ঐ বালকের সহিত পুনরায় ষ্টেসনে গেলাম। এইরূপে অনুসন্ধান ও যাতায়াতে প্রায় দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। আর একখানি ট্রেণ আসিল, অবতীর্ণ আরোহীরা পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল, গাড়ী, এক্কা প্রভৃতি সমুদয়ই

---

* পান্থশালার চলিত নাম সরাই বা মোসাফেরখানা।

গিয়াছে। একজন একা গাড়ীর কোচম্যান্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ! সহরে যাইবে?" আমি কথা না বলিতে আমার ভারবাহী বালক সংক্ষেপে সমস্ত বলিল। কোচম্যান্ বলিল "হাঁ আমি সেই বাঙ্গালী বাবু সাহেবের বাসা চিনি কিন্ত কয়েক দিন হইতে ত ঐ বাসা বন্ধ দেখিতেছি বোধ হয় বাবু সাহেব বাহিরে আছেন।" আপনি চলুন অবশ্য চাকরের আছে আপনার থাকার স্থানের অভাব হইবে না।" আমি যাই কি না ভাবিতেছি ইত্যবসরে কে একা ডাকিল, একাওয়ালা একটী স্ত্রীলোককে একায় তুলিয়া সহর অভিমুখে ধাবিত হইল, যাইবার সময় আমাকে বলিল "মহারাজ! যাইবে ত এস! আর গাড়ী নাই, সহরে না যাও সরাইতে পৌছাইয়া যাইব" ৮টা বাজিয়াছে ১০টার সময় সরাই বন্ধ হইয়া যাইবে। আমি বলিলাম "তোমার একায় স্থান কোথায়"? স্ত্রীলোকের গা ঘেঁসিয়াত বসা যায় না, কোচম্যান্ একা হইতে নামিয়া বলিল "আসুন আমি বসাইয়া দিতেছি।" আমি নিকটে গিয়া দেখি অতি স্থূলাঙ্গী, মোটামল পায়ে, এক প্রকাণ্ড স্ত্রীলোক, একার ষোল আনা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আমি ফিরিয়া আসিতেই স্ত্রীলোকটী বলিলেন "মহারাজ! যাইতেছ কেন? এস তুমি ত আমার লেড়কার বয়সী, এখানে পড়িয়া থাকিলে কষ্ট পাইবে।" এই কথা কয়টী আমার নিকট বড় মিষ্ট বোধ হইল, ভাবিলাম সংসারে ভার্য্যা ব্যতীত সকলকেই মাতা ও ভগিনীর ন্যায় দেখিতে হইবে, অতএব এই ভদ্রমহিলাটী যখন লেড়কা বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন কেনই বা সঙ্কুচিত হইতেছি। অনন্তর ৵০ আনা দিয়া ভারবাহীকে বিদায় করিয়া

একারূঢ়া ভদ্রমহিলাটী কিঞ্চিৎ সরিয়া বসিলে একায় আরোহণ করিলাম। কোচম্যান্ সহরের একটী বড়বাড়ীতে একারূঢ়া বণিকগৃহিণীকে নামাইয়া দিয়া যথাসময়ে আমাকে সেই বাঙ্গালী বাবুর বাসায় পৌঁছাইয়া দিল। এই বাসাটী যাঁহার তিনি এক-প্ন আঃ ইঞ্জিনীয়ার মফস্বলে একটী সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, সুতরাং তিনি সপরিবারে সেখানে আছেন, তাঁহার বাসায় যে বাবুটী আছেন, তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিলেন এবং নানাগল্পের পর আহারান্তে নিরুদ্বেগে নিশা যাপন করিলাম।

রতলাম রাজধানী।

অবন্তিদেশের একাংশ রতলাম রাজ্য। পুরাকালে এই রাজ্যটী অবন্তির অন্তর্গত এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার বংশধরগণের শাসনাধীন ছিল। তাহারপর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান্ সম্রাটের অধীন হয়। তদনন্তর মরুদেশের অধীশ্বর* রাঠোর-কুলসম্ভূত মল্লদেবের বংশীয় মহাবীর রতন অবন্তির† একাংশে এই নূতন রাজ্যটী স্থাপন করেন,। মহারাজ রতনের নামানুসারে এই রাজ্য ও রাজধানী রতলাম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই রাজ্যের লোক সংখ্যা ৮৩,৮০৭ ইহাতে নানাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাজপুত, মালবকায়স্থ, বণিক্, নবশাক, শূদ্র, অতিশূদ্র ও মুসলমান্ প্রভৃতির বাস আছে। অধুনা এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ রতনের বংশধর H H রাজা স্যার্ রণজিৎ সিংহ K C I E মহারাজ কুমার সাহেব-পলিটিকাল্-এজেন্টের পরামর্শ অনু-

* মরুদেশ—মারোয়ার রাজ্য।

† অবন্তির বর্ত্তমান নাম মালব।

সারে এই রাজ্য শাসন করিতেছেন। এই রাজবংশের সম্মানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ১১ তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই রাজবংশ রাঠোরকুল হইতে উৎপন্ন সুতরাং ইঁহাদের বিবাহাদি রাজপুতানার ক্ষত্রিয় বংশের সহিত হইয়া থাকে। রাজপুতানা-আলোয়ারের মহারাজ ৮ মঙ্গলসিংহ বাহাদুর রতলামের রাজকুমারী পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রতলামের রাজ-প্রাসাদ অতি সুন্দর প্রণালীতে নির্ম্মিত, দূর হইতে এই অট্টালিকা অতি মনোহর দেখায়। রতলামের মহারাজের উদ্যানটী আরও মনোজ্ঞ, এই উদ্যানবাটিকার মধ্যে যে একটী উৎকৃষ্ট সৌধ ও জলাশয় আছে উহা দর্শক মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করে। সহর হইতে ষ্টেসনে যাইবার রাজপথের দক্ষিণদিকে এই উপবনটী অবস্থিত সুতরাং ইহার সুষমা সকলেরই নেত্র গোচর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অত্রত্য দেবমন্দির প্রভৃতিও বেশ সুদৃশ্য।

বড়োদাঅভিমুখে যাত্রা।

১৭ই বৈশাখ স্নান সন্ধ্যা ও আহারাদি শেষ করিয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময় রতলাম ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, এখানে প্রতিদিনই অত্যন্ত জনতা হয়, কয়েকটী স্থানে টিকিট বিক্রয় হইতেছে। আমি ট্রেন্ ছাড়িবার অনেক পূর্ব্বে টিকিট পাইলাম এবং রতলাম-গোদরাশাখা রেলপথের উপরিভাগে সজ্জিত বাষ্পশকটের একটী উত্তমস্থান মনোনীত করিয়া বসিলাম। রতলামগোদরা শাখা-রেলপথ, রাজপুতানামালব-রেলপথের প্রায় দ্বিগুণ প্রশস্ত, গাড়ীগুলি যেমন বৃহৎ তেমনই সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ইহার তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ীগুলি ইষ্টারন্ বেঙ্গল-রেলের মধ্যম-শ্রেণীর গাড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যথাসময়ে বহুসংখ্য যাত্রী লইয়া বহুদূরব্যাপিনী শকটমালা দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইল, কিছুদূর গেলেই রেলপথের উভয়পার্শ্বে কেবল পর্ব্বতমালা ও শালবন-সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল। এই পথে অনেক কৃষ্ণসার মৃগ দেখিলাম, মধ্যে মধ্যে গাড়ীর শব্দে ইতস্ততঃ লম্ফপ্রদান করিয়া কৃষ্ণসার মৃগদল আরোহিগণের কৌতূহল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এইরূপ কোথায়ও পর্ব্বতশ্রেণী, কোন স্থানে শালবন কুত্রাপি বা তৃণগুল্মবিহীন পার্ব্বত্য ভূভাগ, এক এক স্থলে প্রকৃতির এক এক প্রকার বৈচিত্র সন্দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। আমাদের গাড়ীতে স্ত্রীপুরুষে অনেকগুলি আরোহী, সকলেই প্রায় রতলাম হইতে মনোমত স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে সুতরাং কাহারও স্থান লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, সকলে নিরুদ্বেগে বেশ আনন্দে যাওয়া যাইতেছে। মথুরা ও মধ্যপ্রদেশের কয়টী ভদ্র-লোক আমার নিকট বসিয়াছিলেন, কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের সঙ্গে বেশ আলাপ ও সৌহৃদ্য হইল।

একটা ষ্টেসনে গাড়ী থামিল, ইহার নিকটে অথবা যতদূর দৃষ্টি যায় ইহার মধ্যে মানবের বসতি নাই, কেবল ছোট বড় শৈলশ্রেণী শালবনে আচ্ছাদিত হইয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। আট দশ ক্রোশের মধ্যে অবশ্য লোকালয় আছে নতুবা এখানে গাড়ী থামিবে কেন? আমাদের গাড়ীর স্ত্রীপুরুষে দুই তিনটী লোক এখানে অবতরণ করিয়া সেই প্রখরসূর্য্যকিরণে দগ্ধ হইতে হইতে সরু একটী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতমালার গাত্র দিয়া পশ্চিমা-ভিমুখে যাইতে লাগিল। পূর্ব্বেই একখানি বেশ বড় ঘেড়া মহি-

ষের গাড়ী আসিয়া ছিল, একটী বৃদ্ধ ও একটী গৃহস্থবধূ ছেলে-কোলে পরিচারিকা সহিত আমাদের গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। আমাদের গাড়ীখানি ঠিক ক্ষুদ্র ষ্টেসনটীর সম্মুখে লাগিয়াছে সুতরাং আরও ২।১টী লোক উঠিল, যথেষ্ট স্থান আছে কেহ বারণ করিল না। সেই গৃহস্থবধূর পরিধের বস্ত্রখানি জেল্লা জাঁকাল, গহনাগুলি আবার ততোঽধিক চাক্‌চিক্যশালী কেবল সুবর্ণ ও রৌপ্য পিটিয়া এই অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহাতে বিশেষ কোন কারুকার্য্য দেখিলাম না। গৃহস্থমহিলা-টীর বয়স অনুমান ২৩।২৪ বৎসরের অধিক হইবে না, গুজরাটী ধরণে কাপড় পরিয়াছেন, ঘোমটা সীমন্ত পর্য্যন্ত। এই নবীনা আরোহিণী গাড়ীতে উঠিয়া অবধি মুখফিরাইয়া বসিয়া আছেন, কেন যে ঐরূপ বৈমুখ্য অবলম্বন করিয়াছেন তাহা কেহই জানে না, জানিবার আবশ্যকই বা কি? তাহার পর তিনি চাকরাণীর নিকট চুপে চুপে কি যেন বলিলেন, চাকরাণী বেচারী নিতান্ত বর্ব্বর, সে আমাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তিনি পুনরায় নিকটস্থ আর একটী স্ত্রীলোককে আবার কি বলিলেন, সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার নিজের ভাষায় বলিল "মহারাজ। পাগড়ী মাথায় দিয়া বোস"। বলা বাহুল্য আমরা যতগুলি পুরুষ আরোহী একত্র বসিয়াছি ইহার মধ্যে আমি ভিন্ন কেহই উষ্ণীষশূন্য নহে সুতরাং আমি উত্তর করিলাম "আমার পাগড়ী নাই। কিন্তু নবাগত স্ত্রীলোকটী আমার কথায় বিশ্বাস করিল না, পুরুষের পাগড়ী নাই ইহাকি কখনও সম্ভব হইতে পারে? যদি কেহ বলে আমার মস্তক নাই তাহার কথায় কে আস্থা করে।

আবার তাহারা পরস্পরে কি বলাবলি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার পাগড়ী পড়িয়াগিয়াছে না কি ?" আমি উত্তর করিলাম "আমার পাগড়ী ছিল না।" ইহাতে তাহারা আরও বিস্মিত হইল এবং কিছু চটিয়া বলিল "তোমার পাগড়ী বেচিয়া খাইয়াছ ?" পাগড়ী বেচিয়া খাওয়া নাকি হিন্দুস্থানীদের একটা গালি সুতরাং আমি ধীরভাবে বুঝাইয়া বলিলাম "আমরা বাঙ্গালী আমরা পাগড়ী মাথায় দেই না"। এই গাড়ীতে অন্য যে সকল স্ত্রী পুরুষ ছিল, তাহাদের কেহ কেহ বাঙ্গালীর বিষয় অনেকটা জানে, কেহ কেহ কিছুই জানে না। এক জন বলিল "তোমরা যখন কোন বিবাহে কিংবা নিমন্ত্রণে যাও তখনও কি এইরূপ লেঙ্গাশিরে থাক, কুটুম্বস্ত্রীরা তোমাদিগকে উগারা-শির দেখিয়া থাকে ?" আমি এক কথায় বলিলাম "হাঁ" তখন তাহারা হাসিতে লাগিল কিন্তু যে স্ত্রীলোকটী জাঁকাল পরিচ্ছদ ও গহনা পরিয়া শেষে উঠিয়াছিল ঐ স্ত্রীলোকটি আমার উষ্ণীষহীন হইয়া থাকাটা বড় বেয়াদবী মনে করিতে লাগিল, অন্ততঃ আমি চাদরেরও একটা পাগড়ী করিয়া মাথায় দিয়া বসি ইহা তাহার একান্ত ইচ্ছা। মথুরার ভদ্রলোকটা বলিলেন এই সকল দেশীয় রাজাদের রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে, উহাতে কারবারী মহাজনেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজকর্ম্মচারীরা রাজস্ব আদায় করিয়াই ক্ষান্ত কিন্তু বেণে মহাজনেরা পল্লীর লোকদের অসময়ে টাকা ধার দেয়, শস্য যোগায়, সুতরাং গ্রামের সমস্ত লোক মহাজনদের কথা শুনে। আপনি এই মহাজনবধূর কথা শুনিতেছেন না, উহা উহার পক্ষে বড় বিরক্তিকর বোধ হইতেছে, বিশেষ উহারা ত কোথায়ও যায় না,

পল্লীগ্রামের লোক ভাবিতেছে গাড়ীর লোকগুলাও যেন উহাদের কথা শুনিতে বাধ্য, আপনি ত আর উহার খাতক নহেন সুতরাং চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন। এই গাড়ীতে একটী গৈরিকবস্ত্রধারী সাধু ছিলেন তিনি মহাজন বধূর মনস্তুষ্টির জন্ত বলিলেন "মহারাজ! বাইজী আপনাকে ভাল উপদেশই দিতেছেন।" আমি উত্তর করিলাম সাধু মহারাজ! পাগড়ী মাথায় দিলে কোন পুণ্য সঞ্চয় হইবে বলিতে পারেন? সাধু বলিলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা কর, স্বচ্ছন্দে উগারাশিরে বিরাজ কর"।

তাহার পর যাইতে যাইতে ভৈরবগড় ষ্টেসনের নিকট গাড়ী পৌঁছিল, ইহার নিকটবর্ত্তী স্বচ্ছসলিল-বিশিষ্ট মহীসাগর নামক নদটী বেশ রমণীয় দেখাইতে লাগিল। কতিপয় ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া দোহদ নামক একটী ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইল। এখানে কতকগুলি সুদৃশ্য বাঙ্গলো আছে, এরূপ পরিষ্কার এবং মনোহর বাঙ্গলো বাঙ্গালা-দেশের কোথায়ও নাই। তাহার পর বহু দেশ ও প্রান্তর এবং শৈলমালা অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে আনন্দ-জংসনে গাড়ী পৌঁছিল। অনেক লোকের সহিত আমি অবতরণ করিলাম, এখানে খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এই স্থানের আর একটী বিশেষত্ব আছে এই বালুকাময় ভূমির জল অতি সুপেয় ও অমৃতোপম। ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কতকগুলি বালিকা "ব্রাহ্মণাচা-পানীয়া, ব্রাহ্মণাচা-পানীয়া" বলিয়া জল বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। এইবার আমরা বড়োদা-বোম্বাই-সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলে আরোহণ করিব। এখনও গাড়ী আসে নাই যথেষ্ট সময় আছে সুতরাং হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে উৎকৃষ্ট পানীয় জল ও কিছু মিষ্টান্ন আহার করিয়া এক বৃক্ষতলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম

করিলাম। একটী ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতেছি ইত্যবসরে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। এই গাড়ী দিল্লী হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গমন করে সুতরাং যাত্রীতে পরিপূর্ণ। যে গাড়ীর নিকটে যাই তাহাই আরোহিপূর্ণ, শেষে একটী গাড়ীতে লোক অল্প দেখিয়া আরোহণ করিলাম, উক্ত গাড়ীর আরোহীরাও বিশেষ কোন আপত্তি করিলেন না। এই গাড়ীখানি কতকগুলি মাড়োয়ারী ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ, ইহারমধ্যে বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ, পরীক্ষার্থী হইতে এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র পর্য্যন্ত আছেন। ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ হইল এবং ইহারা অগ্রেই শিষ্টাসম্ভাষে বলিলেন যে "আমরা সমুদয় বন্ধু মিলিত হইয়া এক সঙ্গে যাইতেছি আমাদের কথোপকথনে কোন বেয়াদবী হইলে মাপ করিবেন"। আমি তদুত্তরে বলিলাম "আপনারা শিক্ষিত লোক বেয়াদবীর কি সম্ভাবনা আছে"? তাহারপর এই মাড়োয়ারী ভ্রাতাদের প্রহসনের অভিনয় আরম্ভ হইল। একে মাড়োয়ারী ভাষা দ্বিতীয়তঃ প্রহসন, ছাত্রগণের অভিনয়কৌশল ও বেশ হাস্যোদ্দীপক সুতরাং ইহাদের সহিত মহা-আমোদে যাইতে যাইতে রাত্রি ১১ টার সময় বড়োদা-ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় এক ক্রোশ, বড়োদার মহারাজের নির্ম্মিত পান্থশালা ব্যতীত ষ্টেসনে থাকিবার অন্য স্থান নাই। আমি এত রাত্রে সহরে যাইবার অভি প্রায় পরিত্যাগ করিয়া পান্থশালার অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও তাঁহার দৌহিত্রীপান্থশালায় যাইতে ছিলেন, তাঁহাদের সহিত পান্থশালায় নিশাযাপন করিয়া পরদিন ১৮ই বৈশাখ বুধবার বড়োদা সহরে উপস্থিত হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুর্জ্জরদেশ ও বড়োদারাজ্য।

* প্রাচীন গুর্জ্জর প্রদেশের কিয়দংশ লইয়া বর্ত্তমান বড়োদা-রাজ্য গঠিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্গ, গুর্জ্জরদেশ সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তখন ইহার ভূমির পরিমাণ ৪০০ ক্রোশ মাত্র ছিল। তদানীং বিংশতিবর্ষীয় এক ক্ষত্রিয় নরপতি এই রাজ্য শাসন করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চাপোৎকটবংশীয় বনরাজ অনহিলপত্তনে রাজধানী স্থাপন করিয়া গুর্জ্জর বা গুজরাট-রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ৯৯৮ সংবতে গুর্জ্জররাজ্য চৌলুক্যরাজগণের হস্তগত হয়, ১৩০২ সংবতে বাঘেলাবংশীয় বিশালদেব গুর্জ্জর প্রদেশের অধিকার লাভ করেন। উক্ত বংশীয় অর্জ্জুনদেব, সারঙ্গদেব ও কর্ণদেব সর্ব্বসমেত ৫৪৮ বৎসর গুর্জ্জরের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাহার পর গুর্জ্জর রাজ্য মুসলমান নৃপতিগণের হস্তগত হয়। উদ্রেখাঁ নামক মুসলমান্ নরপতি ২৫ বৎসর, সুলতান্ মুজাফর ১৮ বৎসর, সুলতান্ আহম্মদ ৩২ বৎসর ৭ মাস ৭ দিন গুর্জ্জর রাজ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন, শেষোক্ত নৃপতি স্বীয় নামে বর্ত্তমান আহম্মদাবাদ স্থাপন করেন। তাহার পর সুলতান দাউদশাহ ৩৬ বর্ষ (১৫১৮ সংবৎ) সুলতান্ সেকেন্দার ৮দিন (১৫৮২ সংবৎ) বাদসাহ মামুদ ১ বৎসর ১০ দিন, বাহ-

* বিশ্বকোষ দেখ।

সাহ বাহাদুর ১০ বর্ষ গুজরাটে স্বাতন্ত্র করিয়াছিলেন। বাদসাহ হুমায়ূন ৮ মাস গুর্জ্জরে অবস্থান করেন, তাহারপর বাহাদুর সাহ গুজরাট অধিকার করেন। কথিত আছে বাহাদুর সাহের সমুদ্রে মৃত্যু হয়। ১৫৯৩ সংবতে বাদসাহ মহম্মদ গুজরাটে রাজা হন, ১৭ বর্ষ রাজ্য শাসন করেন এবং ঘাতুকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৬১৭ সংবতে মুজাফরসাহ গুজরাটের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, ইহাঁরই সময়ে প্রসিদ্ধ মুসলমান সম্রাট্ অকব্বরসাহ গুজরাটে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় নৃপতি পেশওয়াবংশের অবনতিকালে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত নৃপতিগণের অধস্তন কর্ম্মচারী সর্দ্দার্ পিলারাও গাইকোঁয়ার স্বীয় বাহুবলে এই রাজ্য স্থাপন করেন। গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া ও ইন্দোরের হুলকার্ নৃপতিগণের ন্যায় পিলারাও গাইকোঁয়ারেরা বংশধরগণ বড়োদারাজ্য শাসন করিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে গাইকোঁয়ার্ নৃপতিগণ একজন ইংরেজ রেসিডেন্টের পরামর্শে ও স্বকীয় ব্যয়ে রক্ষিত একদল ইংরেজসেনার সাহায্যে বড়োদারাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গাইকোঁয়াররাজ বিষপ্রয়োগদ্বারা ইংরেজ রেসিডেন্টের প্রাণনাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং বিচারে তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হন। এখন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পিলারাও গাইকোঁয়ারেরই অন্যতম বংশধরগণ বড়োদারাজ্য শাসন করিতেছেন।

এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ২১৮৫০০৫। বড়োদারাজ্যে ৮৪ প্রকার গুর্জ্জর ব্রাহ্মণ বাস করে। নিম্নে ঐ সকল ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নাম লিখিত হইতেছে যথা;—অক্ষমালা, অগস্ত্য-

বাল*, কনৌজিয়া, অনবলা, ইন্ডাবাল, উনেবাল, উত্তরা, কম্বো-লিয়া, কপিলা, করথেলিয়া, কড়োরা, কলিঙ্গা, খরয়তা, খেড়া-বাল, গোর্ব্বাল, চতুর্ব্বেদী, গোড়, চবেশ, চিত্রোবা, জম্বু, ঝারোলা, তৎনোরিয়া, তলিঙ্গা, তিলোককনৌজিয়া, তিলোকীয়উদীচ্য দ্রাবিড়া, নরসাম্পড়া, নাদোদরা, নাপাল, নার্ম্মদিক, নিরুকানা, পগোরা, পর্ব্বালিয়া, পল্লীবাল, পুড়বাল, পুস্করণা, প্রেক্তবাল, ভড়মেবাব, মন্নোরিয়া, ভরটানা, মরোবা, মালবী, মাক, মেবৎ-বাল, মোৎনৈত্রা, মোডালা, যাজ্ঞিকবাল, রাজবাল, রায়পুরা, রায়কোবাল, রোরগল, লনাঠ, বড়নগর, বিশ্‌নগর, বয়রা, বড়-কারা, বলোদরা, বাল্মীক, বিষণোদরা, শিরোহাউদীচ্য, সনো-রিয়া, সজোদ্ররা, সথোদরা, সহচোরা, সহস্রউদীচ্য, সারস্বত, সিদ্ধবাল, শ্রীগৌড়, শ্রীমালী, সোমপরা, সোরথিয়া, ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন নাগবংশীয় ক্ষত্রিয়, ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় আছে। এ দেশে কায়স্থকে প্রভু বা কায়স্থ বলে, এখানে কায়স্থ অপেক্ষাকৃত অল্প। নানাশ্রেণী বণিক্, নবশাক শূদ্র এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণী হিন্দুগণ বড়োদারাজ্যে বাস করে। পারসীকদিগের ভারতবর্ষীয় একটী আদিম বাসস্থান নৌসরী, ইহাও বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত। এই রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যা ও নিতান্ত অল্প নহে।

এই প্রদেশের বর্ত্তমান অধীশ্বর His Highness ফার্জ্জাণ্ড ই খাস্ ই দৌলৎ ই ইংলিসিয়া মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর স্যার্ সয়াজীরাও গাইকোওয়ার্ সেনাখাস্ খাইল্ সামসার্ বাহা-দুর্ G. C. S. I. ইনি ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

* অগস্ত্য মুনিই প্রথমে দক্ষিণাপথে আগমন করেন বোধ হয় তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণ শ্রেণী অগস্ত্য বাল নামে অভিহিত হুইয়াছে।

মিত্ররাজগণের মধ্যে একজন শিক্ষিত নরপতি। ইঁহার মন্ত্রি-সভা, সৈন্যবিভাগ, শান্তিরক্ষাবিভাগ, নিম্ন, মধ্য ও উচ্চতম বিচারালয়, কারাগৃহ, রাজস্ববিভাগ, পূর্ত্তকার্য্যবিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, ও শিল্পবিভাগ, বাণিজ্যবিভাগ প্রভৃতি যাবতীয় রাজ-কীয় কার্য্যপরম্পরা বিদ্যমান আছে। এই রাজবংশের সম্মানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ২১ তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

---

* বড়োদানগরী।

বড়োদানগরী দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাপী, ইহার সমুদয় পথগুলি তত প্রশস্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে, কিন্তু ষ্টেসন হইতে নগর প্রবেশের রাজপথ ও রাজভবনের চতুর্দ্দি-কের রাজপথ সকল যেমন সুপ্রশস্ত তেমন পরিষ্কৃত। এই নগরে প্রাচীন ও আধুনিক রাজপ্রাসাদ, রাজকার্য্যালয় প্রভৃতি ব্যতীত স্থানীয় ধনিকগণের অনেকগুলি সুন্দর অট্টালিকা আছে। রাজভবনের পশ্চিমভাগে অনতিদূরে বিমলসলিলা একটী দীর্ঘিকা বিদ্যমান। মহারাজের অর্থব্যয়ে এখানে জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং রাজপথ-সমূহে দিবা আলোক প্রদানের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক রাজপথে শান্তিরক্ষক প্রহরি সকল ভ্রমণ করিতেছে। এখানে বড়োদার মহারাজের নামাঙ্কিত তাম্রমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ও সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত।

১৮ই বৈশাখ প্রত্যূষে পান্থশালা হইতে বহির্গত হইয়া মহা-

---

* মহোমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী বলেন "বরদা" এরূপ বর্ণ-বিন্যাস ভ্রমসঙ্কুল এই নগরীর "বড়োদা" এইরূপ বর্ণবিন্যাস হইবে," তদনু-সারে সর্ব্বত্র বরদা স্থলে বড়োদা লিখিত হইল।

রাজের সংস্কৃত পাঠশালায় গমন করিলাম এবং তত্রত্য অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজারাম শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও সংস্কৃতভাষায় অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। তিনি একটী দেবালয়ে আমার থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখানে ব্রাহ্মণেরা তৈলমর্দ্দন করেননা, স্নানের পূর্ব্বে মস্তকে কিঞ্চিৎ ঘৃত লেপন করিয়া স্নান করিবার ব্যবস্থা, এতদ্ভিন্ন আহারের পূর্ব্বে কার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ক্ষৌমবসন পরিধান পূর্ব্বক আহার করিবার নিয়ম। বলা বাহুল্য আমি অতিসাদরে এই পবিত্ররীতির অনুসরণ করিলাম। ঐ দিন অপরাহ্নে আর কোথায়ও বহির্গত হইলামনা কারণ নিয়ত রেলপথ পরিভ্রমণে শরীর ক্লান্ত ছিল। ১৯শে বৈশাখ ২টার সময় পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসায় গেলাম, তিনি ও এক দেবালয়ে অবস্থান করেন। এই বাটীর নিম্নতলায় এক কথক মহারাষ্ট্রীয়ভাষায় পুরাণব্যাখ্যা করিতেছেন, অনেক ভদ্রমহিলা অতিনিবিষ্টচিত্তে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন। এই শ্রোত্রীগণের মধ্যেও অনেক বিদুষী রমণী আছেন। আমি যখন দোতলায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিলাম, সেই সময় কোন শাস্ত্রজ্ঞ রমণী কথকের নিকট একটী প্রশ্ন করিলেন। এই পূর্ব্বপক্ষ শ্রবণে শাস্ত্রী মহাশয় সকলকে নীরব হইতে বলিলেন এবং আমরা সকলেই মনোযোগ সহকারে কথকের সহিত বিদুষী রমণীর তর্ক বিতর্ক শুনিতে লাগিলাম। কথকমহাশয় উক্ত ভদ্রমহিলাটীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিতে সমর্থ না হইয়া কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধচিত্তে নানা কষ্ট কল্পনা আরম্ভ করিলেন, পরে আর একটী স্মরণশক্তিসম্পন্না বুদ্ধিমতী রমণীর সহিত বহুক্ষণ তর্কের পর এই

ঐতিহাসিক প্রশ্নের মীমাংসা হইল এবং কুলবধূদের মধ্যে একটু হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল। পুনরায় কথক মহাশয়ের যথাপূর্ব্ব পুরাণব্যাখ্যা চলিতে লাগিল।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বড়োদারাজ্যের সংস্কৃতশিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক কথোপকথন হইল। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী মহাশয় অতি বহুদর্শী দার্শনিক পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের সহচর তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, শিষ্টতা ও যথেষ্ট আছে। তিনি সংস্কৃত-ভাষায় আমাকে একখানি "প্রতিষ্ঠা-পত্র" প্রদান করিলেন আমি সাদরে উহা গ্রহণ করিয়া সায়ংকালে দেবমন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। ২০ শে বৈশাখ ৯টার সময় সৈনিককার্য্যালয়ে গিয়া সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সেনাপতি মহারাজের ভ্রাতা, ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত আনন্দরাও। সৈনিককার্য্যালয়ের বাড়ীটী অতি বৃহৎ, ইহার তেতলায় সেনাপতি মহোদয়ের বসিবার স্থান, ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে ইংরেজী পদ্ধতি-অনুসারে নাম লিখিয়া পাঠাইতে হয় এবং একজন কর্ম্মচারী আসিয়া লইয়া যায়। আগন্তুদের বসিবার জন্য একটী গৃহ ও অনেকগুলি উত্তম কাষ্ঠাসন আছে; কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করিবার পরই একজন কর্ম্মচারী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল এবং সেনাপতি মহাশয় আমাকে অতি সাদরে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করিলেন। মহারাজের নামে পরিচয়-জ্ঞাপক একখানি পত্র ছিল, আমি উহা সেনাপতি মহাশয়ের হস্তেই প্রদান করিলাম। তিনি বলিলেন ৪।৫ দিন গত হইল মহারাজ নীলগিরিতে গ্রীষ্মবাসের জন্য গমন করিয়াছেন, কয়েক দিন পূর্ব্বে আসিলেই সাক্ষাৎ হইত। সেনাপতি মহাশয় বিশেষ

সভ্য এবং সদালাপী, অল্প সময় আলাপেই আমি তাঁহার শিষ্টতা দেখিয়া মোহিত হইলাম, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব কি ক্ষমতার অভিমান কিছুমাত্র ইহাতে লক্ষিত হইল না। আমার আহার ও অবস্থানের কি প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে উহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আপনি বড়োদানগরীতে যে কয়দিন থাকিবেন একবার একবার আমার সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিবেন।"

সেনাপতির নিকট হইতে বাসা অভিমুখে প্রত্যাগমন কালে বড়োদারাজ্যের শিক্ষাবিভাগের প্রধান কার্য্যালয়ে গমন করিলাম, সেখানে পরীক্ষাসমূহের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল মোড়ে বি, এ মহোদয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ বিষয়ে আলাপ হইল। এদেশের সংস্কৃতশিক্ষার একটী বিশেষত্ব এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও সংস্কৃত ভাষায় এক প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, তবে আত্মনেপদী ধাতুর পরস্মৈপদে প্রয়োগ কিংবা ক্লীবলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গে ব্যবহার ইত্যাদি যে সকল অশুদ্ধি বটে উহা বর্ত্তব্য নহে। কেন না এল্-এ, কিংবা বি,এ পরীক্ষার পাঠ্য বিবিধবিষয়ের মধ্যে ২।৩ খানি সংস্কৃত কাব্য পড়িয়া সংস্কৃত ভাষায় অভিপ্রায় প্রকাশ কিংবা গল্প করা বিশেষ প্রশংসার কথা। ২১শে বৈশাখ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে মধ্যাহ্নে মন্ত্রিসভায় গিয়া মহারাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মণিভাইর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের লোকের নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা ও আসন প্রদান করিলেন। প্রায় ১০ মিনিট তাঁহার সহিত কথোপকথন হইল। মণিভাই একজন বিচক্ষণ

মন্ত্রী, ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, বোম্বাই হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। বাসায় আসিবার সময় বড়োদারাজ-কলেজের পারসীয়ান্ প্রোফেসর্ মুন্সী করিম্-উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। মুন্সীজী অতি ভদ্র লোক, ইহার জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশে, প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের অধিক বড়োদা-নগরীতে আছেন। ইনি বড়োদারাজ্যের ইতিহাসের ইংরাজী হইতে পারস্যভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। ইনি বলেন "বড়োদারাজ্য দিল্লীর সম্রাট্দিগের অধীনস্থ বাবীবংশীয় নবা-বের ছিল, শেষে নবাববংশ স্বাধীন হইয়াছিল। তাহার পর মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়া রাজগণ বলপূর্ব্বক নবাবের নিকট হইতে এই রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেশওয়াগণের অবনতি কালে উক্ত বংশের একজন অধস্তন কর্ম্মচারী ও সর্দার পিলা-রাও গাইকোঁওয়ার্ এই বিস্তৃত রাজ্য আত্মসাৎ করেন, বর্ত্তমান মহারাজ তাঁহারই বংশধর।" মুন্সী সাহেবের অকৃত্রিম বন্ধুবৎ ব্যবহারে ও কয়েকদিনের পর তাঁহার সহিত বাঙ্গালা-ভাষায় কথোপকথনে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। ২২শে বৈশাখ অপরাহ্ণে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত রাজারামশাস্ত্রী মহাশয় বড়োদা হাইকোর্টের অন্যতম প্রসিদ্ধ জজ্ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সার্ঙ্গপাণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। জজ্ বাহা-দুরের বাসা শাস্ত্রী-মহাশয়ের বাসস্থলীর সন্নিহিত। আমি নাম লিখিয়া পাঠাইলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রেরিত লোক আসিয়া আমাকে উপরে লইয়া গেল, বোধহয় জজ্ বাহাদুর পূর্ব্বে কোন প্রকার জানিতে পারিয়াছিলেন। আমি উপস্থিত হইবা মাত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় অভ্যর্থনা, স্বাগতপ্রশ্ন ও কথোপকথন

আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ে গল্প হইল, আমি তাঁহার নিকট যতক্ষণ ছিলাম, তিনি উত্তরোত্তর অতি আগ্রহসহকারে আমার সহিত কথোপকথন করিলেন এবং সংস্কৃতভাষার আলাপ করিয়া অতিশয় আমোদ অনুভব করিলেন। তাহার পর তিনি প্রশ্ন করিলেন "যদি কেহ না জানিয়া সগোত্রা কন্যার পাণিগ্রহণ করে পরে জানিতে পারিলে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে এবং স্বামী পরিত্যাগ করিলে ঐ কন্যা অন্য পাত্রসাৎ করা যাইতে পারে কি না এবিষয়ে বঙ্গদেশে কিরূপ ব্যবহার প্রচলিত? আমি বলিলাম "আমাদের দেশের স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাপক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতে * একবার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে উক্ত কন্যার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না ঐ পরিণীতা রমণীর মরণ পর্য্যন্ত ভরণ পোষণের জন্য পরিণয়কর্ত্তাই দায়ী, তবে তিনি পরিণীতা সগোত্রা বধূর সহিত দাম্পত্য ব্যবহার করিবেন না, উহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রায় ঘটেনা কারণ কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ পূর্ব্বে পরস্পরের গোত্র প্রবর জানিয়াই তবে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন"। জজ্ বাহাদুর একখানি ইংরেজী-ভাষার লিখিত আইন বাহির করিয়া একটী স্থল পাঠ করিলেন তাহাতে ও এই মর্ম্মে অনেক কথা লিখিত আছে, আর মাতৃবৎ ব্যবহার না বলিয়া তিনি বুঝি পিতৃস্বসৃবৎ ব্যবহার করিবে এইরূপ বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাসায়

* বৌধায়নঃ। সগোত্রাঞ্চেদ্ মত্যা উপগচ্ছেন্মাতৃবদেনাং
বিভৃয়াদিতি আচারমাধবীয় মদনপারিজাতয়োরাপস্তম্বঃ ॥
(উদ্বাহতত্ত্ব)

আসিয়াম এবং শুনিলাম সগোত্রা কন্যার পাণিগ্রহণ বিষয়ক একটী অভিযোগ বড়োদার প্রধানতম ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত আছে। পণ্ডিত সাপ্রপাণি চিত্তপাবন ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত, দক্ষিণাপথের চিত্তপাবন ব্রাহ্মণেরা সকলেই গৌরাঙ্গ সুতরাং ইনিও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি এবং সুগঠিত দেহ, ইহার মধুর ব্যবহারে সকলেই প্রায় ইহাকে প্রশংসা করে।

২৩ শে বৈশাখ পূর্ব্বাহ্নে প্রথমে বড়োদানগরীর পুরাতন রাজপ্রাসাদ সন্দর্শন করিলাম। এই রাজপ্রাসাদটী প্রায় নগরীর মধ্যস্থলে অবস্থিত, ন্যূনাধিক ৫০ বিঘা ভূমির উপরিভাগে এই সুবৃহৎ অট্টালিকা লোহিতবর্ণের বহুসংখ্য উড্ডীয়মান পতাকা মস্তকে ধারণ করিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। এই বাটীর একাংশে দেবমন্দিরে বিবিধ দেবমূর্ত্তি, অন্য অংশে অন্তঃপুর, এখানে রাজমহিলারা ও তাঁহাদের আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা অবস্থান করেন। অন্যসমুদয় অংশে দোতলা তেতলা ও চারিতলায় নানাবিভাগের রাজকার্য্যালয়। সমুদয় দিকেই প্রকাণ্ডদ্বার, উহাতে সশস্ত্র বহুসংখ্য প্রহরী বিদ্যমান।

লক্ষ্মীবিলাস রাজপ্রাসাদ।

বড়োদা রাজকার্য্যালয়ের নিকট দিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিঞ্চিদূন অর্দ্ধমাইল গমন করিলে রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রান্তর মধ্যে বড়োদার বর্ত্তমান মহারাজের অভিনব নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মীবিলাস নামক প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন রাজকর্মচারী বলিলেন "ইহার নির্ম্মাণে কোটি টাকার অধিক ব্যয়িত

হইয়াছে। সুরপুরী অমরাবতী কিংবা যক্ষপুরী অলকায় যে প্রাসাদসকল বিদ্যমান, স্বর্গবাসী না হইলে কেহ তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন না, যাঁহারা মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছেন তাঁহারাই ইংলণ্ডের প্রাসাদসমূহের সহিত ইহার শোভার তারতম্য বুঝিতে পারেন। আমাদের ভারতবর্ষই একমাত্র গম্যস্থল, সেই ভারতভূমির যতদূর নিরীক্ষণ করিয়াছি তাহাতে ইহা অপেক্ষা রম্যতম প্রাসাদ নেত্রগোচর করি নাই। বিশ্বকর্ম্মার যে সকল সন্ততি কর্ম্মফলে ইংলণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন ইহা তাঁহাদেরই শিল্পচাতুরীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। যিনি প্রথমে ইহার অবয়ব কল্পনা করিয়াছেন তাঁহার প্রতিভাকে ধন্যবাদ, তিনি দেবশিল্পীর অবতার বিশেষ। ইহা দেখিলে মনে হয় কে যেন অলৌকিক কান্তিময় স্বর্গপুরীর এক খণ্ড এখানে স্থাপন করিয়া গিয়াছে অথবা ইহার মেঘস্পর্শী চূড়া সকল নভোমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া ত্রিদশালয়কেও উপহাস করিতেছে। এই প্রাসাদটী আয়তনে অতি বৃহৎ, ইহার সমুদয় অংশ লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত এবং বিবিধ বর্ণে চিত্রিত। ইহার মধ্যভাগ ও সোপান শ্রেণী উৎকৃষ্ট মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত সুতরাং দোতলায় কিংবা তেতলায় উঠিবার সময় দর্শকের সমুদয় অবয়ব প্রতিবিম্বিত হইয়া যায়। এই প্রাসাদের উপরিভাগে স্নানাগার, শয়নাগার, বিশ্রামগৃহ ক্রীড়াগৃহ প্রভৃতি অতি প্রশস্ত ও পারিপাট্যরূপে নির্ম্মিত। বহুমূল্য প্রস্তর, নানাপ্রকারের চিত্রিত ছবি, শোভাময়ী শয্যা, রমণীয় আসন ও নানাজাতীয় মণিমাণিক্য হীরক প্রভৃতি দ্বারা গৃহগুলি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া আছে। মহারাজের প্রথমা-

মহিষী বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার অনন্যসাধারণ লাবণ্যময় দেহের তৈল-চিত্রিত ছবি রহিয়াছে। বর্ত্তমান রাজ্ঞীর এবং মহারাজের ও রাজকুমারগণের তৈলচিত্র ও ফটো এখানে আছে। নিম্নে একতলার পুস্তকালয়টী ও বেশ সুন্দর, ইহাতে সংস্কৃত, ইংরেজী, লাটিন্, গ্রীক্, পারসী, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি নানা-ভাষার গ্রন্থনকল স্বর্ণাক্ষরে মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় পুষ্পলতা ও পুষ্প বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে কিন্তু মৃত্তিকার গুণে অথবা অন্য কারণে তরুগুল্ম গুলি তত তেজস্বী বলিয়া বোধ হইল না। রাজপথ হইতে প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে একটী প্রধান দ্বার আছে, সেখানে সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরিগণ দ্বার রক্ষা করিতেছে। এই প্রাসাদ দেখিতে হইলে "অনুমতিপত্র" আবশ্যক, স্বয়ং মহারাজ ও তাঁহার কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি অনুমতিপত্র প্রদানের ভার আছে।

২৪ শে বৈশাখ পূর্ব্বাহ্নে মহারাজের সোণার কামান ও রূপার কামান দেখিয়া বাসায় আসিয়াছি এমন সময় এক বাঙ্গালী পরিব্রাজক তথায় উপস্থিত। তিনি কখন গিরি কখনও পুরী কখন বা ভারতী কোন সময় সরস্বতী বলিয়া আপনাকে পরিচিত করেন, তাঁহার পরিধেয় ও উত্তরীয় গৈরিক বসন, হস্তে একটী কমণ্ডলু ও আছে। আহারান্তে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াই বুঝিলাম লোকটীর সংসারবৈরাগ্যের তুলনায় বিষয়-বাসনা অত্যন্ত অধিক। তিনি আমাকে ভবনগর লইয়া যাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন কিন্তু বিষ্ণুশর্ম্মার সঙ্কলিত পঞ্চতন্ত্রের

গল্পগুলি পড়াইয়া আমাদের কি এক প্রকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সহজে এই শ্রেণীর লোকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয় না, সুতরাং আমি তাঁহার প্রতি তত আনুগত্য দেখাইতে পারিলাম না। আমি মিশিলাম না দেখিয়া সাধু ধীরে ধীরে কোথায় প্রস্থান করিলেন।

শাস্ত্রী বন্ধুগণ।

অপরাহ্ন ৪টা হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় বড়োদানগরীর নবপরিচিত বন্ধুগণ উপস্থিত হইলেন। ইহারা সকলেই প্রায় শাস্ত্রজ্ঞ, ইঁহাদের সহিত সংস্কৃতভাষায় কথোপকথনে বেশ আনন্দে সময় কাটাইতাম। আমি যে দেবালয়ে ছিলাম, ইহা রাজপথ হইতে অনেক উচ্চ একটী সমতল ভূমিখণ্ডের উপরিভাগে অবস্থিত। দেবমন্দির প্রস্তর-নির্ম্মিত, উহার উত্তরেই একটী কাঠের নাটমন্দির, ঐ নাটমন্দিরের পূর্ব্ব পশ্চিমে দ্বিতল-গৃহে মন্দিরের অধিকারী একটী শাস্ত্রী সপরিবারে বাস করেন। উত্তরভাগে অনেকটা স্থান আছে, উহার এক পার্শ্বে জলের কল এবং নানাবিধ লতা ও পুষ্পবৃক্ষ। অপরাহ্নে জলসেকের পর ভূমি শীতল হইলে জলের কল ও পুষ্প বৃক্ষের নিকটে কয়েকখানি চৌকী ও খাটিয়া পাড়া হয়। উহাতে উপবেশন করিয়া বন্ধুগণের কেহ উচ্চৈঃস্বরে কালিদাসের কবিতা, কেহ বেদান্ত, কেহ বা উদাত্তস্বরে বেদ পাঠ করেন, মধ্যে মধ্যে উহার ব্যাখ্যা ও সমালোচনা হইতে থাকে। নাসিকের একটী কোকনস্থ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এখানে থাকেন, ইহার

ন্যায় নিরীহলোক আমি কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। ব্রাহ্মণের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর, বর্ণটী পাকা আমের মত টুকটুকে, কেশ শুভ্র, কিছুতেই বিরক্তি নাই। ঋগ্বেদটী বৃদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয়ের কণ্ঠস্থ, যখনই বলা যাইত, তখনই ত্রিবিধস্বরে বেদপাঠ আরম্ভ করিতেন। আমি অবিশ্রান্ত দুই ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা কাল ইঁহার মুখে বেদ আবৃত্তি শুনিয়াছি।

সোমযাগ।

অন্ত কোননস্থ বৃদ্ধ শাস্ত্রী সোমযাগের মন্ত্র আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, বালক এবং যুবারাও সমস্বরে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় সকল মন্ত্রের অর্থ জানেন না, তবে মধ্যে ২ ২।৪টী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় সোমযাগের গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি সংস্কৃত-ভাষায় উহা বলিতে অনুরোধ করিলাম। বৃদ্ধ শাস্ত্রী তখন সরল সংস্কৃত ভাষা বলিতে লাগিলেন;—সোম একপ্রকার লতা, যজ্ঞকালে উহার নির্য্যাস বাহির করা হইত এবং মেষলোম-নির্ম্মিত চালনী দ্বারা ছাঁকিয়া দুগ্ধ সহ বর্ষত্রয় ব্যাপী সোমযজ্ঞাবসানে উহা পান করিবার ব্যবস্থা ছিল। সোমের মাহাত্ম্য কি বলিব, ঋষিগণ ও সোমের মহিমাকীর্ত্তনে সম্যক্ সমর্থ হন নাই। স্বয়ং ইন্দ্র সোম পান করিয়া আহ্লাদিত হইতেন, তাঁহার উচ্চারিত ঋকগুলির একটীর মর্ম্ম এই—* "উভয় পানপাত্র হইতে নিঃসৃত সোমপান করিবার নিমিত্ত

---

* "সোমমস্ত উপাসদং পাতবে চম্বোঃ সুতং।
করংজমস্য ইচ্ছতি॥২॥
(ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৪৯ সূক্ত)

একজন (ইন্দ্র) উপবিষ্ট হন, অন্যজন (পূষা) সোমসিক্ত পিষ্টক ভক্ষণ করেন"। কোকনস্থ শাস্ত্রী কয়টী সোমযোগে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সোমরস পান করিয়াছেন, আর তিনি বলেন "এখন সোম দুর্লভ হইলেও একান্ত অপ্রাপ্য নহে, হিমালয়, বিন্ধ্য, নীলগিরি, মলয়, সহ্য প্রভৃতি শৈলরাজি সর্ব্ববিধ বনৌষধির আকর, ঐ সকল পর্ব্বতে অনুসন্ধান করিলেই সোম প্রাপ্ত হওয়া যায়"। একজন বলিলেন "সোম না পাইলেও সোমযাগের ব্যাঘাত হয় না। শ্রুতিতে আছে * যদি সোম না পাওয়া যায় তাহার পরিবর্ত্তে পূতিকা গ্রহণ করিতে পারি"। কোকনস্থ শাস্ত্রী বলেন এই শ্রুতিটী শেষের রচিত হইবে। তাহারপর আমরা নানা কথায় এই জ্যোৎস্নাসমুদ্ভাসিত গ্রীষ্মরজনীর প্রথম ভাগ অতিবাহিত করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম।

মহারাষ্ট্রীয়ভোজ।

১৮শে বৈশাখ জেবালয়ের অধিকারী শাস্ত্রীর পুত্রের অন্নাশন দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই নানা উদ্‌যোগ হইতেছিল। অগ্য অন্নাশনের বৈদিক আচার পূর্ব্বাহ্নেই শেষ হইয়া গেল, প্রভে-

---

তয়োঃ অধিষবণফলকয়োঃ স্থতমভিষুতং সোমমস্মঃ অনয়ো রেকতর ইন্দ্রঃ পাতবে পাতুনুপ অসদৎ উপসীদতি উপগচ্ছতি।
অন্য একতরঃ পূষা করম্ভং ঘৃতসিক্তং সক্ত্বাত্মকং হবিঃ ভক্ষয়িতুমিচ্ছতি।
(সায়নাচার্য্যকৃত টীকা)

* "যদি সোমং ন বিন্দেত তর্হি পূতিকা
মালভেরম্ ইতিশ্রুতিঃ।"

দের মধ্যে আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ করিতে দেখিলাম না। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে একটী ভোজ হইবে, সমবেত মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ-মহিলারা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালী রমণীদের অপেক্ষা পরিশ্রমী, পুরুষদের প্রায় কিছুই দেখিতে হয় না, গৃহিণীরা কোমর বাধিয়া সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কুলবধূদের পর্য্যন্ত মাথায় ঘোমটা নাই, বেশ নিরুদ্বেগে দেখিয়া শুনিয়া সমুদয় সম্পন্ন করিতেছেন। বাঙ্গালী রমণীদের মধ্যেও পরিশ্রমী মেয়ে মানুষ না আছেন এমন নহে, তবে অনেক সহরবাসিনী কুলললনাই মোমেরপুতুল, আবার তাঁহাদের কাছা নাই, দ্রুত যাইতে পায়ে কাপড় জড়াইয়া যায়, তাহার উপর আপাদ-লম্বিত ঘোমটা সুতরাং ৪।৫ জন একসঙ্গে কার্য্য করিতে হইলে কখন কখন পরস্পর মহা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, অতএব এ সকল স্থলে মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী জাতির সভ্যতা অনুকরণ করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না। ইঁহাদের কোন বিঘ্ন নাই, ইঁহারা যখন পোষাক করিয়া নিমন্ত্রণে যান, তখন কাছা বেশ ঢিলে করিয়া দেন কিন্তু রন্ধন বা পরিবেশনের সময় নিয়ম মত কাছা দিয়া থাকেন, সুতরাং নিমেষের মধ্যে সিঁড়ী সকল অতিক্রম করিতে কিংবা দ্রুতগতিতে অন্য কার্য্য করিতে কষ্ট হয়না, বিশেষ পুরুষদের নিকট বাহির হইতে ইঁহাদের আপত্তি নাই।

ভোজনের প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আহারের স্থান হইল, নাট মন্দিরের মধ্যভাগে সমসূত্রপাতে পীঁড়িগুলি সজ্জিত করা হইল একটি পংক্তিও বাঁকা হইল না। পীঁড়ি সাজান হইলেপী ড়িগুলির সম্মুখে একখানি করিয়া শালপাত পাড়া হইল। অনন্তর গৃহকর্ত্রীরা পিত্তলের কয়েকটী চোঙ্গার মত বাহির করিলেন, উহার দুই

দিকে সূতো ঝুলান, ঐ চোঙ্গার গায়ে লতা ও ফুলকাটা ছিদ্র, উহার একটীর মধ্যে শাদা গুঁড়া, একটীর মধ্যে হরিদ্রাবর্ণে গুঁড়া, অন্যটীর ভিতরে লাল গুঁড়া পূর্ণ করিয়া ঐ চোঙ্গাগুলি যথাক্রমে পাতের চৌদিকে টানিয়া লওয়ায় পাতগুলির চারিধারে লাল,হরিদ্রা ও শাদা রঙের সুন্দর লতাফুলে শোভা পাইতে লাগিল। তাহার পর পীড়ির বামভাগে পিতলের পিলসুজের উপরে একটা করিয়া মসৃণ পিত্তলনির্ম্মিত অগুরু চন্দন ও ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইল। একটী প্রবীণা গৃহিণী কর্পূরের ন্যায় শুভ্র একহাতা করিয়া আতপান্ন প্রত্যেক পাতায় উপরে রাখিয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী অল্প বয়স্কা বধূ কোমল হস্তে ঐ অন্নগুলি গুছাইয়া বেশ সাজিয়া রাখিয়া গেলেন। পরে প্রায় ৩০।৪০ প্রকারের ব্যঞ্জন পাতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরিবেশন করা হইল, দুই তিনটী বাটিতে ডাইল, একটী খুড়াতে দধি এবং লাড্ডু, কলাকন্ ও অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইল। তাহার পর ব্রাহ্মণেরা কার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া গরদের ধুতি পরিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। অন্ন ব্যঞ্জন নিবেদিত হইবার পূর্ব্বে একবার ঘৃত দেওয়া হইল, অনন্তর ভোক্তারা সমস্বরে একটী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভোজনে ব্যাপৃত হইলেন। তাহার পর এক যোগে ৪।৫টী মহিলা ঘৃতসিক্ত সুকোমল রোটিকা ও কুশীতে করিয়া ঘৃত প্রদান করিতে লাগিলেন। ইঁহারা ঘৃতকে “তুপ” বলেন, কুলবধূরা ভোজনারম্ভের অব্যবহিত পরে এত অধিক তুপ দিতে লাগিলেন যেন তুপের এক প্রলয় বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের বঙ্গদেশের পদ্ধতি এই যে কার্য্যকর্ত্তা একবার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নিকটে

গিয়া করযোড়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করেন, এ দেশে সে রীতি নাই, কার্য্যকর্ত্তা স্বয়ংই ভোজন করিতে বসিলেন। আদর অভ্যর্থনার ভার গৃহিণীদের উপরে, তাই বলিয়া যে অনুরোধ উপরোধের ত্রুটী হইল তাহা বলিতে পারা যায় না। ক্রমেই পরিবেশনকারিণীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, ১০।১১ বৎসরের নব পরিণীতা বালিকা ও বধূ হইতে প্রবীণা গৃহিণীরা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভোজনসামগ্রী লইয়া সাধিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইঁহাদের কাতরতা দেখিলাম না সকলেই হাসিমুখে বেশ্ মিষ্ট কথায় বারংবার যাতায়াত করিয়া ভোজন করাইতে লাগিলেন। বিশেষ ইঁহাদের কোন কপটতা নাই, অমুক দ্রব্যটা ভাল হইয়াছে বা অমুক দ্রব্যটা মন্দ হইল উঁহারা স্বয়ংই বলিয়া দিতে লাগিলেন। দেশবিশেষে দ্রব্যের আস্বাদ-বিষয়ে রুচি বিভিন্ন হইলেও ইহা অপরিচিত ভোজনকারীর পক্ষে অনেক সুবিধাজনক। এ দেশের নিয়ম এই যতক্ষণ ভোজনকারী "পুরে পুরে" বলিবেন ততক্ষণ পরিবেশনকারিণীরা দিতে থাকিবেন, কারণ পুরে এই শব্দের অর্থ যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু একবারে অনিচ্ছা প্রকাশ নহে। আর যখন ভোজনকারী "নাকো নাকো" বলিয়া পাতের উপর উপুড় হইয়া পড়েন তখন পরিবেশনকারিণীরা বিরত হন। ভোজনান্তে আচমন ও মুখশুদ্ধি করিয়া সকলেই গৃহে প্রস্থান করিলেন, আমি পূর্ব্ব দিনই বোম্বাই অভিমুখে যাইব স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু যাঁহার পুত্রের অন্নাশন তাঁহারই অনুরোধে একদিন বিলম্ব করিতে হইল, এখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বড়োদা ত্যাগের পূর্ব্বে বড়োদারাজ্যের অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

বড়োদার সাধারণ-অবস্থা।

আর্থিক-অবস্থা——একজন বলিলেন "বড়োদা-রাজ্যের আয় প্রায় চারি কোটি টাকারও অধিক। এইরাজ্যে বেশ শস্য জন্মে, প্রজারা তত দীন নহে, বাণিজ্য ব্যবসায়ীরাও করভারে নিপীড়িত নয়, তাহাদের অবস্থা সচ্ছল। ইংরাজী-শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশই মহারাজের চাকুরী করেন, মহারাজ বৃত্তি দিয়ে ২।৩টী লোককে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা দেশে ফিরিয়া সূতার কল প্রভৃতি চালাইতেছেন। সকলেই জানেন ভারতবর্ষের মধ্যে বড়োদারাজ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্পাস জন্মে। মহারাজের শিল্পবিভাগের কর্ম্মচারীরা কার্পাস ক্রয় করিয়া কলে সূতা প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, মহারাজের প্রকাণ্ড সূতার কল এবং ইঁহার নিজের রেলপথও নাকি আছে, ডাকঘর-সংক্রান্ত আয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত আছে। দেশীয় সৈন্য ব্যতীত বড়োদারাজকে নিজ ব্যয়ে একদল য়ুরোপীয় সৈন্য রাখিতে হইয়াছে। ইহারা সহরের বাহিরে ষ্টেসনের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে মহারাজের নব নির্ম্মিত মনোহর উদ্যানের নিকট অবস্থিতি করে। বড়োদার মহারাজ কাঠিয়াবার রাজ্যের বহুসংখ্য রাজপুত নরপতির নিকট কর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নৈতিক-অবস্থা——বড়োদার বর্ত্তমান মহারাজ ইংরেজি-ভাষায় শিক্ষিত, ইনি ইংলণ্ডপ্রভৃতি দেশে কয়েকবার গিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব মহারাজের সময় সংস্কৃতশিক্ষা ও অধ্যাপক

পণ্ডিতগণের দানে প্রায় বার্ষিক ৪০০০০০ টাকা ব্যয়িত হইত, বর্ত্তমান মহারাজ সংস্কৃতশিক্ষার ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছেন। এখন সংস্কৃতশিক্ষায় বার্ষিক ৯০০০০ সহস্র টাকার অধিক ব্যয় হয় না। ইঁহার আদেশ অনুসারে সংস্কৃত পাঠশালা-সমূহে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, বেদ স্মৃতি, জ্যোতিষপ্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত এক ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ান হয়। মাষ্টার-মহাশয় এক স্থানে বসিয়া থাকেন, ছাত্রেরা স্ব স্ব শ্রেণী হইতে উঠিয়া গিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টায় ইংরেজী পড়িয়া আসে। মহারাজের নাকি ধারণা ইংরেজী ভাষা না জানিলে সংস্কৃত-বিদ্যার উন্নতভাব সকল সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার ক্ষমতা জন্মে না। সংস্কৃতশিক্ষার রীতিমত পরীক্ষা করা হয় এবং বৃত্তি ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা আছে। মহারাজের সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগসত্ত্বেও বুদ্ধিমান ছাত্রের অধিকাংশই ইংরেজীশিক্ষার জন্য যত্ন করে সুতরাং ইংরাজীশিক্ষার্থী অপেক্ষা সংস্কৃতশিক্ষার্থী অনেক অল্প। মহারাজ একটী ইংরেজী-কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এখানে এণ্ট্রান্স, এল্ এ, বি, এ এবং এম্, এ পড়া হয়। কলেজটী বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। এখানে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করে, দেশের অধিকাংশ লোকই ইংরেজী শিক্ষায় মনোযোগী।

সামাজিক-অবস্থা——বড়োদানগরীতে পূর্ব্বোক্ত বহু শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সত্ত্বেও দেশস্থ ও কোকনস্থ ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বই অধিক। নাগপুরের রাজবংশ যে কুলসম্ভূত, বড়োদার মহা-রাজও সেই কুলোৎপন্ন। বড়োদার রাজবংশের সহিত নাগ-পুরের রাজবংশের বিবাহাদি হইয়া থাকে কিন্তু ইন্দোর ও

গোয়ালিয়রের রাজ-বংশের সহিত হয় না। নাগপুরের রাজারা বোধ হয় সামাজিক প্রতিপত্তি-কিছু অধিক লাভ করিয়াছিলেন, ক্ষত্রোচিত বিধানেই ইঁহাদের বৈধকার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু বড়োদায় তাহা হয় না। একটী শাস্ত্রী বলিলেন "আমাদের রাজা যোদ্ধ্‌জাতি-সম্ভূত সুতরাং ক্ষত্র নামে পরিচিত কিন্তু আমরা ইঁহাদের বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ করাই না, ইঁহাদের আচার অনুষ্ঠান সমুদয় পুরাণ সম্মত"। মহারাজ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কোনই কথা বলিতে সাহসী হন নাই, পূর্ব্ববৎ ব্যবহার অক্ষুন্ন আছে। যাহা হউক য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াও মহারাজ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত নহেন, পণ্ডিতেরা বলিলেন "ইনি চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গোদানাদি * করিয়া থাকেন"।

বড়োদাত্যাগ।

বড়োদা ত্যাগের পূর্ব্বদিন পরীক্ষা-সমূহের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল মোড়ে মহোদয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলিলেন "সেনাপতি মহাশয় মফস্বলের সৈন্যাবাস সকল পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, বোধ হয় ১০।১২ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবেন। তিনি বলিয়াছেন যাওয়ার কালে তাঁহার সহিত যেন সাক্ষাৎ হয়"। আমি অতদিন এখানে থাকায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, আর শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী মহাশয় পুণার

---

* গোদান—স্বর্ণময় ধেনুমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উৎসর্গ করা।

একটী পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করিয়াছেন, পরীক্ষার দিন অতি সন্নিহিত ইহা জানাইলে, তিনি বলিলেন "বেশ্‌, আপনি যান্‌ বোম্বাই যাওয়ার কালে নৌসরীতে অবতরণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। অন্য পত্রে জানিলাম সেনা-পতি মহাশয় গতকল্য রাত্রিতে নৌসরী পৌঁছিয়াছেন, ষ্টেশন হইতে রাজপ্রাসাদ অতি নিকট"। অবশেষে তাহাই স্থির করিয়া ভোজনান্তে যেমন শাস্ত্রীবন্ধুরা প্রস্থান করিলেন, আমিও ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত ট্রেণ্‌ আসিবার বহুক্ষণ পূর্ব্বে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। অপরাহ্ণ তিন টার সময় ট্রেণ ছাড়িল, বড়োদা নগরী অতিক্রম করিলেই বিশ্বামিত্রনদের উপরিভাগে একটী সেতু সন্দর্শন করিলাম। এখান হইতে বড়োদানগরীর সৌন্দর্য্যটী সুন্দররূপে নয়নে প্রতিভাত হইতে লাগিল। বড়োদা রাজ্যের ভূমি অতি উর্ব্বরা, রেলপথের উভয় পার্শ্বে নানা শস্যক্ষেত্র দেখিলাম, তন্মধ্যে কার্পাসের ক্ষেত্রই অধিক।

ভৃগুস্থান।

ক্রমে গমন করিতে করিতে অপরাহ্ণে ভরোচ্‌ নামক ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিল, ভরোচের প্রাচীন নাম ভৃগুস্থান বা ভৃগুক্ষেত্র। কথিত আছে এখানে মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম ছিল, ভার্গব বংশীয় ব্রাহ্মণেরা এই দেশে বাস করিতেন। ইহার অনতিদূরে পুণ্যতোয়া নর্ম্মদা নদী সমুদ্রের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন। পূর্ব্বে ঠিক নর্ম্মদা ও সমুদ্রের সঙ্গম স্থলেই ভৃগুস্থান বিদ্যমান ছিল, এখন সাগর কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়াছে তথাপি বোধ হয়, দুই এক ক্রোশের অধিক হইবে না। ঋষিরা এই রূপ রমণীয় স্থান নির্ব্বা-

চন করিয়াই আশ্রম নির্ম্মাণ করিতেন, অদ্যাপি এই স্থান হিন্দুজাতির একটী তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিগণিত। নর্ম্মদা সেতুর উপরিভাগ হইতে আমরা রেবাকূলস্থ মনোহর ভরোচসহরসন্দর্শন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। এ দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়োদারাজ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভরোচ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সমুদ্রের অনতিদূর দিয়া রেলপথ গিয়াছে, রেলপথের উভয়পার্শ্বের মৃত্তিকার বর্ণ অন্যরূপ, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতমালা প্রান্তর ও তালবন দৃষ্ট হইতে লাগিল।

সৌরাষ্ট্রজনপদ ও সৌরাষ্ট্রনগরী।

যাইতে যাইতে সায়ংকালে সুরাটষ্টেসনে গাড়ী থামিল, সুরাটের প্রাচীন নাম সৌরাষ্ট্রনগরী, সৌরাষ্ট্রজনপদের নামানুসারেই সুরাটনগরের নামকরণ হইয়াছে। মহাভারতে লিখিত আছে—রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির সহদেবকে দক্ষিণদিক্‌জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সৌরাষ্ট্রদেশের নরপতিকে বশীকৃত করিয়াছিলেন। * ইহার অনতিদূরে তাপ্তীনদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর তীরেই সৌরাষ্ট্রনগরী বা সুরাট বন্দর অবস্থিত। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশ এক সময় সৌরাষ্ট্রজনপদের অন্তর্গত এবং পাণ্ড্যনরপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তাপ্তীনদীর প্রকৃত নাম তাম্রপর্ণী, পুরাকালে তাম্রপর্ণী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে উৎ-

---

* বশে চক্রে মহাবাহুঃ সুরাষ্ট্রাধিপতিং তদা।
সুরাষ্ট্রবিষয়স্থশ্চ প্রেষয়ামাস··· । (মহাভারত সভাপর্ব্ব)

ক্লষ্ট মুক্তাসকল প্রাপ্ত হওয়া যাইত। * যখন সূর্য্যবংশীয় সম্রাট্ রঘু দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত এই দেশে আগমন করেন, তদানীং পাণ্ড্যনৃপতিগণ তাম্রপর্ণী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থল হইতে উৎপন্ন মুক্তাসকল তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর বলভী নগরীতে † সৌরাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হয়, শ্রীধরস্বামীর পুত্র মহাকবি ভট্টি এই বলভীরাজ নরেন্দ্রসেনের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি রাজকুমারগণের সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্পাদনের নিমিত্ত ভট্টিনামক যে রামচরিত মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, উহাতে বলভীর অধীশ্বর রাজা নরেন্দ্রসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উক্ত কাব্যের দ্বাবিংশতিসর্গের শেষে লিখিয়াছেন। ‡ "আমি নরেন্দ্রসেন

---

* দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥
তাম্রপর্ণীসমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ।
তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃস্বমিব সঞ্চিতম্ ॥

(রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ)।

† "অস্তি সৌরাষ্ট্রেষু বলভী নাম নগরী।

(হিতোপদেশ)

কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে যেখানে বলভীনগরী ছিল, এখন সেখানে আহম্মদাবাদ সহর অবস্থিত উহা ঠিক কিনা বলা যায় না।

‡ কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্ ॥

(ভট্টি ২২শ সর্গ ৩৫ শ্লোক

নৃপতিকর্ত্তৃক পরিপালিত বলভীনগরীতে অবস্থান করিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম, অতএব এই কাব্য প্রণয়নের যশঃ সেই রাজারই হউক, যেহেতু তিনি প্রজা পুঞ্জের হিতকামনায় নিরত।" কেহ কেহ বলেন "অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জ জনপদের কুশাবতী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজর্ষির আদেশে পুনরায় বহুকালের পরিত্যক্ত প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যার জীর্ণসংস্কার করিয়া পুনরায় উহার সিংহাসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা কুশাবতীতে অবস্থান করেন, তাঁহারা যবনগণের আক্রমণে বিত্রস্ত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই বলভীনগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া সৌরাষ্ট্র-রাজ্য শাসন করেন ও ৫৪৬ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজকর্ত্তৃক বলভীনগরী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাহার পর বলভীরাজগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, তদানীং চিতোরনগরীতে মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতে ছিলেন। এই বলভীরাজবংশের অন্যতম ভূপতি মৌর্য্যবংশীয় এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইরাজনন্দিনীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম বাপ্পারাও *। এই বাপ্পারাও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বলপূর্ব্বক চিতোরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন।" তিনিই চিতোরের

* উদয়পুরের মহারাণার বর্ত্তমান ঐতিহাসিকপণ্ডিত ও মীবাররাজ্যের ইতিবৃত্ত লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামলদেব ভট্ট (রাজকীয় ভাট) বলেন "বাপ্পারাওর প্রকৃত নাম কালভুজাদিত্য, বাপ্পারাও তাঁহার উপাধি।"

সুপ্রসিদ্ধ রাণাকুলের প্রতিষ্ঠাতা, মহাবীর হামীর, প্রতাপসিংহ-প্রভৃতি জগৎপ্রসিদ্ধ যোদ্ধৃগণ; এই বংশকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। অধুনা এই রাণাবংশীয় নৃপতিগণ মীবাররাজ্যের রাজধানী উদয়পুরে রাজত্ব করিতেছেন, প্রাচীন চিতোরনগরী এই রাজ্যের অন্তর্গত।

নৌসরী।

সৌরাষ্ট্র নগরী পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পশকট পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইল এবং রাত্রি ১০ টার সময় নৌসরী পৌঁছিল। এই ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া শুনিলাম এখান হইতে সহর প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আঃ ষ্টেসন্-মাষ্টার বলিলেন "ষ্টেসনের পূর্ব্বভাগে মহারাজের ডাকবাঙ্গালা আছে ঐ খানে থাকিতে পারেন"। গিয়া দেখিলাম একজন ইংরেজ তাঁহার দলবল সহ সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন, দরজায় কতকগুলি লোক এক প্রকার জন্তু আগুনে ঝল্‌সাইয়া ভোজন করিতেছে, তাহার দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়াইবার সম্ভাবনা নাই। ষ্টেসনে যে দুই একখানি মুদী দোকান আছে অধিক পয়সা দিয়া সেখানে থাকিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কেহই স্থান দিতে স্বীকৃত হইল না। মুটে ডাকিলাম কিন্তু সে সময় দৈববশতঃ ভারবাহীও মিলিল না, অগত্যা একাকী রাজপথ অবলম্বন করিয়া সহর অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম বটে কিন্তু প্রান্তরমধ্যস্থ সেই তালবৃক্ষের শব্দে মনে এক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হইল, বিশেষ ব্যাগের ভারে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি-

গাম না, পুনর্ব্বার ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তখন নৈশ-ষ্টেসন-মাষ্টার্ ও শয়ন করিতে গিয়াছেন। বহু অনুসন্ধানের পর একটী ভারবাহী সংগ্রহ করিয়া সহরে চলিলাম, রাত্রি প্রায় ১১॥ টার সময় একক্রোশ দূরস্থ সেই সহরে উপস্থিত। জ্যোৎস্নাবিধৌত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সহরবাসী অসংখ্য গৃহস্থদম্পতী শয়ন করিয়া আছে, রাজপ্রাসাদের বহির্দ্বারে সশস্ত্র প্রহরিসকল বিদ্যমান। তাহারা অতিবিনীত ভাবে বলিল "সেনাপতি এখানে আসেন নাই, এই বাটীর মধ্যস্থ গৃহসকল বন্ধ আছে, আপনি শিবমন্দিরে কিংবা সরাইতে থাকিতে পারেন"। তাহারপর সে স্থান হইতে নির্গত হইয়া ভারবাহী সহ কিঞ্চিদ্ দূরস্থ এক শিবমন্দিরে গমন করিলাম। এই স্থানটী সহর অতিক্রম করিয়া এক প্রান্তে, নিকটে লোকালয় নাই চতুর্দ্দিকে তমাল ও অন্যান্য কতকগুলি বড় বড় বৃক্ষে স্থানটী আচ্ছন্ন। রাজপথ হইতে বামভাগে নামিয়া শিবমন্দিরের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলাম, দক্ষিণদ্বারী মন্দিরে শিবমূর্ত্তি, পূর্ব্বদ্বারী একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা, উহার দোতলায় একটী ঘর আছে। ঐ স্থান হইতে এক সাধু নামিয়া আসিলেন, তিনি "বলিলেন হাঁ এই ঘরের বারান্দায় কিংবা উপরে পরমানন্দে বিরাজ কর। অনন্তর জল আনয়নের নিমিত্ত দড়ি লোটা দিলেন এবং বলিলেন এই রাজপথ দিয়া কিছু দূর দক্ষিণে গমন করিলে দক্ষিণ ভাগে ক্ষুদ্র সমুদ্রের আকার বহুদূর ব্যাপী জলাশয় দেখিতে পাইবে, উহার বিষাক্ত জল মুখে দিওনা, বামভাগে একটী স্থানে তিনটী ইদারা আছে, উহার পূর্ব্ব-ভাগের ইদারার জল সুমিষ্ট, অপর দুইটীর জল অতি লবণাক্ত।

আমি ভারবাহীর নিকট ব্যাগটী স্থাপন করতঃ জুতা ও জামা ছাড়িয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম। পূর্ব্বকালে সমুদ্র ঠিক নৌসরী নগরীর সন্নিহিত ছিল, এই সুদূরব্যাপী জলাশয় দেখিয়াই উহা অনুমান করা যায়। এই জলাশয়টী সমুদ্রের অংশ, ইহার এক প্রান্ত নৌসরীর নিকটে অপর প্রান্ত বহু দূরে, আমি কূপ হইতে জল তুলিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও এক প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া সন্ধ্যা করিলাম। শিবমন্দিরে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি ভারবাহী যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিলাম। যখন সিকিটী খুলিয়া ভারবাহীকে দেই, তখন সংন্যাসী সস্পৃহভাবে আমার কোমরের টাকার গেঁজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। আলাপ করিয়া বুঝিলাম এই সাধু ২।৩ দিন এখানে আসিয়াছেন, এখানে কোন সাধু স্থায়িরূপে অবস্থান করেন না, তাঁহার সঙ্গে আরও এক সাধু আছেন। ইঁহারা উভয়েই যুবা আমাকে বলিলেন, "যদি ইচ্ছা হয় উপরে গিয়া বিরাজ কর, এই দেব মন্দিরে সকলেরই তুল্য অধিকার"। আমি বলিলাম "আমি নীচেই থাকি আপনারা বিশ্রাম করিতে যান," সাধুরা উপরে উঠিলেন, আমি আমার সঙ্গের শয্যা বিস্তৃত করিয়া ব্যাগে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিলাম। হৃদয় সন্দেহে পরিপূর্ণ হইল, চক্ষে নিদ্রা আসিলনা, এক এক বার তমাল পত্রের অভ্যন্তর দিয়া জ্যোৎস্নালোক চক্ষের উপর পড়িতে লাগিল। বায়ুবেগে বৃক্ষপত্রের সর্ সর্ শব্দে বোধ হইল যেন কে আসিতেছে। এই প্রকারে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কেবল একটু তন্দ্রা আসিতেছে এমন সময় বোধ হইল, কে যেন সিঁড়ী দিয়া উপর হইতে

নামিয়া আসিতেছে। আমি সত্বর উঠিয়া বসিলাম এবং ভয়ে প্রাণ কাঁপিতে লাগিল, তখন ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলাম, ২।১ মিনিট কোন শব্দ নাই। তাহার পর উপর হইতে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! ঘুমাইতেছ?" আমি বলিলাম "সাধু মহারাজ! চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না, তাই বসিয়া আছি।" সাধু বলিলেন "অনেক রাত্রি হইয়াছে মজা-করিয়া ঘুম এস, কোন ভয় নাই।" সাধুর কথায় আমার আরও আতঙ্কের বৃদ্ধি হইল, ভাবিলাম সাধু অত করিয়া ঘুম আসিতে অনুরোধ করেন কেন? তখন রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়াছে, এই ঘোরনিশীথে একাকী অজ্ঞাত পথে কোথায় যাই, অথবা চেষ্টা করিয়া ৫ দণ্ড মনুষ্য এরূপ সংশয়াকুলচিত্তে কতক্ষণ অবস্থান করা যায়। নানারূপ চিন্তা করিতেছি আবার সিঁড়ীতে মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়া উঠিয়া বসিলাম, দেখিতে দেখিতে দুই সাধুমূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেও" সাধুরা বলিলেন "বড় গ্রীষ্ম একবার নীচে বেড়াইতে আসিলাম," আমি উত্তর করিলাম "সাধু মহারাজ! উপরে ছাদেই ত হাওয়া বেশী।" সাধুরা কিছু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন "হাঁ উপরেই স্থান ভাল, আমরা উপরে যাইতেছি, তোমার যদি ভয় হইয়া থাকে বল এখানেও আমরা শুইতে পারি, আমরা পরিব্রাজক, আমাদের সবই সহ্য হয়"। আমি নিষেধ করিয়া বলিলাম "সাধু মহারাজ! আমি একাকী থাকিতেই ভালবাসি, বিশেষ কেহ নিকটে থাকিলে সেদিন আমার নিদ্রা হয় না। সাধুরা তখন বলিলেন "তবে আমরা উপরে যাই, তুমি ঘুম এস" এই বলিয়া সাধুরা উপরে গেলেন, আমি তখন গোপনে সেস্থান হইতে প্রস্থান করি-

বার চেষ্টা করিলাম। বলা বাহুল্য ইঁহাদের সহিত এতক্ষণ হিন্দীতে কথোপকথন হইতেছিল। সাধুরা গেলে ভাবিলাম প্রস্থানের এই প্রকৃষ্ট অবসর, আর কোন প্রকারেই অপেক্ষা করা উচিত নহে। বারান্দাটী লোহার গড়াদে দিয়া ঘেরা, দরজার কপাট ও লোহার গরাদে দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে; শব্দ হইবে ভয়ে আস্তে আস্তে দরজাটী টানিয়া ধরিয়া ব্যাগ্‌টী নামাইয়া দিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে নিজে ও নামিলাম। আঙ্গিনায় আসিলে সাধুরা দেখেন এই ভয়ে বারান্দা ঘেঁসিয়া এক এক পায় প্রস্থান করিয়া রাজপথে আসিয়া পড়িলাম। তাহার পর পূর্ব্বদৃষ্ট সেই সমুদ্রের সোড়ার ধারে ইঁদারার নিকটে আসিয়া ভাবিলাম "রাজবাড়ীর দরজার গিয়া বসিব কি পান্থ-শালায় যাইব? পান্থশালা কোথায় তাহাও জানি না, যাহা হউক কিঞ্চিদ্দূর গিয়াই বোধ হয় পূর্ব্বাভিমুখ একটী রাস্তা পাওয়া গেল, কয়েক রসী অতিক্রম করিলেই অদূরে আলো জ্বলিতেছে দেখা গেল। সেখানে গিয়া দেখিলাম উহাই মহারাজের পান্থশালা। এই পান্থশালার বাহিরের বারান্দায় বহু-সংখ্য তীর্থযাত্রী ও পথিক লোক শুইয়া আছে। ভিতরেও লোক থাকে কিন্তু নাম ধাম না লিখিয়া লইলে ভিতরে যাইতে দিবার অনুমতি নাই। দ্বারবান্ বলিল বারান্দায় অনেক স্থান আছে থাকুন। দীপ নাই, অগত্যা স্বধু একটী দেশলায়ের বাক্সের অনেকগুলি কাঠী জ্বালিয়া সেই আলোর সাহায্যে শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে দ্বারবানেরা, আমি বড়োদা হইতে আসিতেছি শুনিয়া বিশেষ খাতির করিল এবং বলিল

সেনাপতি এখানে আসিয়াছেন, সমুদ্র তীরাভিমুখে যাইতে যে আর একটী রাজপ্রাসাদ আছে সেখানে তিনি আছেন। আর তাহারা লোক ঠিক করিয়া দিল, আমি ঐ লোকসহ পারসী-পল্লীর ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। নৌসরীই পারসীক-জাতির ভারতবর্ষীয় আদিম বাসস্থান. ইহাদের বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে। যে অংশ দিয়া আমি যাইতেছি এদিক্‌টা দরিদ্র পারসীদের বাস, অতি ঘন ঘন খোলার ঘর, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা জল লইয়া যাইতেছে ও অন্যান্য শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতেছে। ইহাদের চাকর চাকরাণী নাই এবং পরিচ্ছদও অতি সামান্য কিন্তু বর্ণ ও অবয়ব সকলের গঠনসৌন্দর্য্যেই ইহারা যে ভারতবর্ষীয় জাতি হইতে পৃথক্ ইহা প্রতীতি হয়। ঐ পারসীক-পল্লীর ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গায় বড় একটা ইদারা আছে। প্রায় দেড় শত পারসীক কুলবধূ ও পারসীক-দুহিতা একত্রিত হইয়া কেহ জল তুলিতেছে, কেহ জল লইয়া যাইতেছে, কেহ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ১০।১১ বৎসরের সুন্দর সুন্দর পারসীক-বালিকারা ঘরা মাথায় করিয়া জল বহন করিতেছে, ইহারা কাঁকালে ঘরা লইতে জানে না।

পারসীকজাতি।

পারসীকজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পুরাবিৎ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক *

* সার্ উইলিয়ম্ হন্টার এল্ এল্ ডি।

য়ুরোপীয় অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মত গ্রহণ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর ভাগে "আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান ছিল, কাল সহকারে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়েন, হিন্দু, পারসীক, গ্রীক-প্রভৃতি জাতি একই আর্য্যবংশ-সম্ভূত।" বৈদিককালে ঋষিরা যেমন আপন আপন গৃহে অগ্নি রক্ষা করিতেন এবং নিত্য অগ্নির উপাসনা করিতেন, সেই প্রকার পারসীকেরা অদ্যাপি প্রতি গৃহে অগ্নি রক্ষা করেন ও অগ্নির অর্চ্চনা করেন, সুতরাং অনেকে অনুমান করেন পারসীক-জাতির সহিত হিন্দু জাতির অতি নিকট সম্বন্ধ। গ্রীক্-প্রভৃতি জাতি হিন্দুজাতি হইতে যতদিন পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, পারসীকগণ তদপেক্ষা অনেক পরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

কিন্তু রামায়ণ কিংবা মহাভারতে পারসীক জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে * বঙ্গজ,

---

* রাজসূয়ে ময়া দৃষ্টা নৃপেন্দ্রৈস্তৈঃ সুদুর্লভাঃ।
যত্র সর্ব্বান্ মহীপালান্ শস্ত্রতেজোভয়ার্দ্দিতান্॥
সবঙ্গাঙ্গান্ সপৌণ্ড্রোড্রান্ সচোলদ্রাবিড়ান্ধকান্।
সাগরানূপকাংশ্চৈব যে চ পত্তন-নিবাসিনঃ॥
সিংহলান্ বর্ব্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যেচ লঙ্কানিবাসিনঃ।
পশ্চিমানি চ রাষ্ট্রাণি শতশঃ সাগরান্তিকান্॥
পহ্লবান্ দরদান্ সর্ব্বান্ কিরাতান্ যবনাংশ্শকান্।
হারহূনাংশ্চ চীনাংশ্চ তুখারান্ সৈন্ধবাংস্তথা॥
জাগুড়ান্ রামটান্ হূনান্ স্ত্রীরাজ্যানথ তঙ্গণান্।
কৈকেয়ান্ মালবাংশ্চৈব তথা কাশ্মীরকানপি॥
(মহাভারত বনপর্ব্ব)

অঙ্গজ, পৌণ্ড্রজ, ওড্রদেশজ, চোল, দ্রাবিড়, অন্ধক, সাগরতীর-বাসী, সিংহলবাসী, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ, লঙ্কাবাসী, পশ্চিমসাগরতীরবাসী, পহ্লব, দরদ, কিরাত, যবন, শক, হারহূণ, চীন, তুখার, সৈন্ধব, জাগুড়, রোমট, হূণ, তঙ্গণ, কৈকেয়, মালব, কাশ্মীরক প্রভৃতি জাতীয় লোক আগমন করিয়াছিল। বোধ হয় তখন পারস্য-বাসীরা ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত ছিল সুতরাং ইহাদের পৃথক্ নাম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ভবিষ্যপুরাণে এক অগ্নিপূজক ম্লেচ্ছজাতির উল্লেখ আছে,—সূতমুনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন * "দ্বাপর যুগের এক হাজার ষোল বৎসর অবশিষ্ট থাকিতে

---

* সূত উবাচ।

ষোড়শাব্দসহস্রে চ শেষেতদ্দ্বাপরে যুগে।
বহুকীর্ত্তিমতী ভূমি রার্য্যদেশস্থ কীর্ত্তিতা॥
কচিদ্বিপ্রাঃ স্মৃতা ভূপা কচিদ্রাজন্যবংশজাঃ।
কচিদ্বৈশ্যাঃ কচিচ্ছূদ্রাঃ কচিদ্বর্ণ সংকরাঃ॥
দ্ব্যধিকৈকসহস্রেচ শেষে তদ্দ্বাপরে যুগে।
ম্লেচ্ছদেশস্য যা ভূমি র্ভবিতা কীর্ত্তিমালিনী॥
ইন্দ্রিয়াণি দমিত্বা যো হ্যাত্মধ্যানপরায়ণঃ।
তস্মাদাদমনামাসৌ পত্নী হব্যবতী স্মৃতা॥
প্রদাননগরস্যৈব পূর্ব্বভাগে মহাবনং।
ঈশ্বরেণ কৃতং রম্যং চতুঃ ক্রোশায়তং স্মৃতম্॥
জ্ঞানবৃক্ষতলে গত্বা পত্নী দর্শনতৎপরা।
কলিস্তত্রাগত স্তূর্ণং সর্পরূপধরো হি সঃ॥
বঞ্চিতা তেন ধূর্ত্তেন বিষ্ণ্বাজ্ঞা ভঙ্গতাংগতা।
খাদিত্বা তৎফলং রম্যং লোকমার্গপ্রদং পতিঃ॥

আর্য্যাদিগের ভারতভূমি বহুবিধ কীর্ত্তিকলাপে বিখ্যাত হইয়াছিল। কোন স্থানে ব্রাহ্মণ কোথায় ও ক্ষত্রিয়, কুত্রাপি বৈশ্য, কোন কোন স্থলে শূদ্র, কচিৎ বর্ণসঙ্করেরা রাজত্ব করিয়াছিল। দ্বাপর যুগের এক হাজার দুই বৎসর অবশিষ্ট থাকিতে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য ম্লেচ্ছভূমি বিবিধ কীর্ত্তিশালিনী হইবে। ইন্দ্রিয় সকলকে দমন পূর্ব্বক আত্মধ্যানপরায়ণ হওয়ায় আদম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী হব্যবতী। পরমেশ্বর প্রদাননগরের পূর্ব্বভাগে একটী চারিক্রোশব্যাপী রমণীয় উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তিনি আদম এবং হব্যবতীকে সেই উদ্যানের একটী বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কলি সর্পরূপে সেই জ্ঞানবৃক্ষের তলে আগমন করায় আদম পত্নী ঐ বৃক্ষের দিকে মনোযোগ করিলেন ও সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন, ইহাতে বিষ্ণুর আজ্ঞা ভঙ্গ হইল, সেই পাপেই উক্ত দম্পতী সাংসারিক সর্ব্ববিধ সুখ দুঃখের অধিকারী হইলেন। এই দম্পতী হইতে যে সকল সন্ততি জন্মিল, তাহারা ম্লেচ্ছ হইল, তাহার পর আদম হব্যবতী স্বর্গে গমন করিলেন। বিষ্ণুভক্তি, অগ্নিপূজা, অহিংসা, তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযমি এই সকল ম্লেচ্ছদিগের ধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত ম্লেচ্ছগণের বংশ বিস্তার, জলপ্লাবন এবং ম্লেচ্ছরাজগণের নামানুসারে দেশের নাম প্রভৃতি অনেক কথা সূতমুনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের নিকট বলিয়াছিলেন, এখানে সে সকল উদ্ধৃত

উদুম্বরস্ত পত্রৈশ্চ তাভ্যাং বায়ুশনং কৃতং।
সুতাঃ পুত্রাস্ততো জাতাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছা বভূবিরে॥
বিষ্ণুভক্ত্যগ্নিপূজা চ হ্যহিংসাচ তপোদমঃ।
ধর্ম্মাণ্যেতানি মুনিভির্ম্লেচ্ছানাংহি শ্রুতানি বৈ॥
(ভবিষ্যপুরাণ)

করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই ম্লেচ্ছজাতির সহিত পারসীক-জাতির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের চতুর্থসর্গে রঘুর দিগ্বিজয়—প্রসঙ্গে পারসীকগণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পারসীক রমণীদিগের যবনী * বলায় বোধ হয় তিনি পারসীক জাতিকে যবন বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু এই জাতির পুরাতন আচার পদ্ধতি ও স্বভাব দেখিয়া মনে হয় ইহারা আর্য্যজাতির একটী শাখা, বহুকাল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাসনাধীন থাকায় ধর্ম্ম ও আচার বিষয়ে হিন্দুদের সহিত এতদূর পার্থক্য ঘটিয়াছে।

কেহ কেহ † পারসীক জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন ৬০০ খৃষ্টাব্দের পর মুসলমান জাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক সকলকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। সেই সময় কতকগুলি পারসীক স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াখোরাসান প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। যাহারা প্রাণরক্ষার জন্য মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান পারস্যবাসী মুসলমানগণ তাহাদেরই বংশধর। যাহারা খোরাসানে আগমন করিয়াছিল তাহারা পুনরায় মুসলমান অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া পারস্যোপ-

---

* পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূং তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী॥ ৬০॥
যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ॥ ৬১॥ (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ)

† শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সেন প্রভৃতি।

সাগরের একটী দ্বীপে আবাস নির্ম্মাণ করিল। পরে সেখানেও মুসলমানদিগকে উপস্থিত দেখিয়া প্রায় সাতশত পারসীক নিরাশ-হৃদয়ে উক্ত দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আরবসাগর অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদের অর্ণবতরী ভারতবর্ষের সন্নিহিত হইলে কুকুরের শব্দে তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে কোন স্থলভূমি সন্নিহিত *। তাহারপর তাহারা কাম্বে-সাগরের অন্তর্গত ডিউ নামক স্থানে কিছু দিন বাস করিয়াছিল, কিন্তু দ্বীপভূমি আবাসযোগ্য নয় ভাবিয়া ৭১৭ খৃষ্টাব্দে সঞ্জানা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তদানীং জয়দেব নামক কোন নৃপতি সঞ্জানার অধীশ্বর ছিলেন। তিনি পারসীকদিগকে বিবাহ-কালে বৈদিকমন্ত্র-পাঠ ও রাজার আদেশ ব্যতীত অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া নিজ রাজ্যে বসতি করিতে আজ্ঞা করেন। পরে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পলায়িত পারসীকদিগকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য উক্ত নৃপতিকে অনুরোধ করিল, কিন্তু রাজা শরণাগতকে রক্ষা করাই মহাধর্ম্ম মনে করিয়া মুসলমান-দিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। এই উপলক্ষে মুসল-মানগণের সহিত রাজার মহাসংগ্রাম হইল, সেই সময়ে রাজা নিহত হইলেন। পারসীকগণ নিরুপায় হইয়া সঞ্জানা হইতে পলা-য়নপূর্ব্বক বাহারত নামক এক দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রচ্ছন্ন-ভাবে দ্বাদশ বৎসর বাস করিল। ক্রমে বংশ বিস্তৃত হওয়ায় তাহারা উক্ত স্থান হইতে বান্‌সা ও সেখান হইতে নৌসরী-তে বাস করিয়া-

* কেহ কেহ বলেন এইজন্য পারসীকেরা কুকুরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি করে।

ছিল। মৌসরীতে কিছু দিন অবস্থান করিয়া পারসীকগণের কিয়দংশ বারিয়াও নামক স্থানে গিয়া বাস করে এবং তাহারা বিপন্মুক্ত ও আপনাদিগকে বলীয়ান্ ভাবিয়া বারিয়াও-অধিপতিকে রাজস্ব প্রদানে অস্বীকার করে। ইহাতে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া এক বিবাহকালে বহুসংখ্য পারসীক স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করেন। যাহারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের সন্ততিগণ ভরোচ্ (ভৃগুস্থান) সুরাট্ (সৌরাষ্ট্রনগরী) বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বাস করিল, বর্ত্তমান ধনাঢ্য পারসীকগণ তাহাদেরই বংশধর।

পারসীকজাতির সামাজিক আচার পদ্ধতি।

পারসীকগণ জোরাষ্ট্রধর্ম্মাবলম্বী। জেন্দভাষায় লিখিত আভেস্থা তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহারা অগ্নির উপাসক, ইহাদের প্রতিগৃহে এক একটী "আতস্‌খাস্" বা অগ্নিগৃহ আছে। পারসীকগণ পারস্য-ভাষায় "আতস্‌পরস্ত" অর্থাৎ অগ্নির উপাসক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জেন্দ ইহাদের প্রাচীন মাতৃভাষা, ইহার সহিত সংস্কৃতভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পারসীকেরা যেমন দেখিতে সুন্দর, ইহাদের পরিচ্ছদ আবার ততোঽধিক মনোহর। নিতান্ত দরিদ্রপারসীকমহিলাও ২৫৲ টাকার কম মূল্যের শাড়ী পরিধান করেন না। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই রীতিমত বিদ্যা-লয়ে শিক্ষা লাভ করে। এই জাতি বড়ই অনুকরণপ্রিয়, চির-কাল ইহারা রাজকীয় সভ্যতার অনুকরণ করিয়া আসিতেছে।

দ্বিজজাতির যজ্ঞোপবীত গ্রহণের ন্যায় পারসীক জাতিরও

"কস্তি" গ্রহণরূপ একটা সংস্কার আছে। পারসীক বালক বালিকারা সপ্তমবর্ষ বয়সে কস্তি গ্রহন করিয়া থাকে, এই কস্তি ইহারা কটিদেশে ধারণ করে। কস্তি গ্রহণের পূর্ব্বে কোন পারসীক-বালকবালিকাই জাতিত্ব প্রাপ্ত হয় না।

পূর্ব্বে পারসীকসমাজে পিতা মাতা ও আত্মীয়েরা পুত্র কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতেন এবং শৈশবেই পুত্র কন্যার বিবাহার্থ বাগ্‌দান করা হইত। কিন্তু এখন উচ্চশিক্ষা-প্রভাবে প্রায় পারসীক বর কন্যার যৌবন প্রাপ্ত হইলে বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহ আপন বাড়ীতে হয় না, প্রত্যেক পারসীকপল্লীর নিকটে এক একটী বিবাহমন্দির আছে। বিবাহ দিবসে অপরাহ্ণে বর ও কন্যা আপন আপন স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া প্রথমে গোমূত্র, তাহারপর বালুকা দ্বারা সর্ব্ব শরীর ধৌত করতঃ স্নানকার্য্য সম্পন্ন করেন। অনন্তর বরকন্যা যথাক্রমে নূতন জামা পিশোরী * ও শাড়ী পরিধান করিয়া কয়টী দাড়িম্বপত্র চর্ব্বণ করেন এবং নিজগৃহে আসিয়া উপবেশন করেন। তাহার পর কন্যার মাতা একখানি থালায় সাতটী নারিকেল স্থাপন পূর্ব্বক তাহা লইয়া বরের গৃহে গমন করেন এবং সেই নারিকেলপূর্ণ থালা মস্তকোপরি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া বরকে বিবাহ সভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাদরে আহ্বান করেন। বরকন্যা বিবাহমণ্ডপে আগমন করিলে পুরোহিত সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কতকটা হিন্দু প্রথানুসারে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। সেই সময় পারসীক-মহিলারা এক গৃহে উপস্থিত থাকিয়া মধ্যে একটী প্রদীপ স্থাপন

* পিশোরী চাদর, জামাপিশোরী পারসীকদিগের পবিত্র পরিচ্ছদ।

পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করতালীসহ গান করিতে থাকেন, তখন সেই স্থান অপ্সরা-শোভিত অমরাবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে।

পারসীকগণের কেহ মুমূর্ষু-অবস্থায় উপনীত হইলে তাঁহার মুখে গব্যদ্রব্য মাখাইয়া একটী কুকুর দ্বারা সেই রোগীর মুখ চাটাইয়া লওয়া হয়। পারসীকজাতির বিশ্বাস, ইহাতে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির সমুদয় পাপক্ষয় হয়। এইজন্য কুকুর রোগীর মুখ না চাটিলে লোকে তাহাকে পাপী বলিয়া সন্দেহ করে, তজ্জন্য আত্মীয়েরা যে কোন প্রকারে গৃহপালিত সারমেয়কে রোগীর মুখলেহনে বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পর পারসীকেরা মৃতদেহের অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া শবটী খর্ব্বাকৃতি করেন এবং শ্বেতবস্ত্র দ্বারা শবদেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহখাটে স্থাপন পূর্ব্বক শববাহক দ্বারা "দোখ্‌মা" অর্থাৎ শুষ্কাগারে লইয়া যান। বান্ধববর্গ প্রতি দুই দুই জন এক একখানি রুমালের দুই ধার ধরিয়া শবদেহের অনুগমন করেন। দোখ্‌মাতে শবদেহ রক্ষিত হইবা মাত্র কাক, শকুনি, গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষিগণ উহা ভক্ষণ করে। হিন্দুদের ন্যায় পারসীকগণও দশম দিবসে পুত্রকপিণ্ডদানের সদৃশ একটা ব্যাপার সম্পন্ন করেন। হিন্দুরা শ্রাদ্ধাদির সময়ে যেমন কুশ ব্যবহার করেন, ইহাদের মধ্যেও তদ্রূপ এক প্রকার তৃণ ব্যবহারের প্রথা আছে। হিন্দুরা যেমন গোজাতিকে ভক্তি করেন, পারসীকগণও সেই প্রকার পরমভক্তি সহকারে গোপালন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পারসীকগৃহস্থের অগ্নিমন্দিরে একটী করিয়া শ্বেতবৃষ পরমযত্নে পরি-পালিত হয়। পারসীকগণ গোমূত্র দ্বারা "নিরাঙ্গ" নামে একটী পদার্থ

প্রস্তুত করেন, উহা অতি পবিত্র। নিষ্ঠাবান্ পারসীকগণ প্রত্যহ নিরাঙ্গ পান করিয়া শরীরের পবিত্রতা রক্ষা করেন। পারসীকগণের একটী মহত্ত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, ইঁহাদের মধ্যে বারবনিতা কিংবা ভিক্ষাজীবী নাই।

নৌসরীস্থ রাজপ্রাসাদ।

পারসীক-পল্লী অতিক্রম করিয়া ২৯শে বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ন ৭টার সময় বড়োদার মহারাজের নৌসরীস্থ অন্যতম রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলাম। প্রথমে একটী কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি সেনাপতির নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলে আমার মধ্যাহ্ন আহারের আয়োজন করার আদেশ হইল। বলা বাহুল্য নৌসরীতে আমাদের আহারযোগ্য যাহা কিছু সংগৃহীত হইতে পারে সমুদয়ই আনা হইল। সৌরাষ্ট্র নগরীর অতিউপাদেয় কলাকন্ (সন্দেশ) ক্ষীর, উৎকৃষ্ট দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত করা হইল। সরু তণ্ডুলের অন্ন, উৎকৃষ্ট গোধূমচূর্ণের রোটিকা, ডাইল, তরকারী প্রস্তুত করিয়া ভোজন শেষ করা গেল। অপরাহ্ন ২টার সময় নানা ফল মূল ও মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ করিলাম। ইহার মধ্যে এক প্রকার খরবুজা আনীত হইয়াছিল, এরূপ উত্তম সুমিষ্ট খরবুজা ইহার পূর্ব্বে কখনও ভোজন করি নাই। অপরাহ্ন ৩ টার সময় একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলাম, সমুদ্র-তীরাভিমুখে যে রাজ পথ গিয়াছে উহা অবলম্বন করিয়া বহদূর গমন করিলাম। একটী উদ্যান ত্যাগ করিলেই প্রান্তর তাহার পর বেলাভূমি।

ঠিক জলের নিকটে মহারাজের আর একটী মনোহর প্রাসাদ আছে ততদূর যাওয়া ঘটিল না, ঐদিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণ, বাজার, বণিক্-পল্লী ধনিক পারসিকগণের অট্টালিকা প্রভৃতি সন্দর্শন করিতে করিতে কিছু দূর গিয়া পথ ভুলিয়া গেলাম। দুইটী সুন্দরী পারসীকমহিলা নানাসাজে সুসজ্জিত হইয়া সান্ধ্য-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা অতি আগ্রহসহকারে উত্তমরূপে রাজ-পথের কথা বলিয়া দিলেন। দুই চারি পা গিয়াই পুনরায় ফিরিলেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রায় ¼ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক রাজবাড়ীর দরজায় রাখিয়া গেলেন। ইঁহারা আমার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, আমি পথের বিষয় ভাল বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ ঐরূপ নানাদিগ্-গামী রাজপথ সকলের মধ্য হইতে আমার অবলম্বনীয় পথ চিনিয়া লইয়া আসা নবাগত আমার পক্ষে ক্লেশকর হইত সন্দেহ নাই কিন্তু এই ভদ্রমহিলারা আমাকে রাখিয়া যাওয়ায় বিশেষ উপকৃত হইলাম এবং তাঁহা-দের শিষ্টতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। তাহার পর রাজকীয় প্রাসাদে আগমন করিয়া সায়ংসন্ধ্যা শেষ করতঃ কিঞ্চিৎ জল-যোগ করিলাম। সেনাপতি মহাশয় ২।৪ দিন নৌসরীতে অব-স্থান করিতে বলিলেন কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত বলিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গমনকালে তিনি আমার ভ্রমণের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া রাত্রি ১০টার সময় রাজকীয় অশ্বশকটে আরো-হণ পূর্ব্বক নৌসরীষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

গাড়ী আসিলে দেখিলাম সমুদয় গাড়ীই যাত্রিপূর্ণ, শেষে আঃ ষ্টেসনমাষ্টারের সাহায্যে একটী গাড়ীতে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত নিশা কত নদ, নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, প্রান্তর, গ্রাম, নগর, অতিক্রম করিয়া ৩০শে বৈশাখ প্রত্যূষে বোম্বাই নগরীস্থ বান্দারা ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বোম্বাইনগরী।

বোম্বাইনগরী একটী দ্বীপের উপরিভাগে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে অনন্ত মহার্ণব বিরাজমান হইয়া এই মহানগরীর দৃশ্যকে পরম রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহার উত্তর দিকেও যে এক সময় সমুদ্র ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রভাতে যখন বাষ্পশকট ক্রমশঃ বোম্বাই নগরীর সন্নিহিত হইতে লাগিল, তখন আমরা দেখিতে লাগিলাম আমাদের গন্তব্য পথের উভয়পার্শ্বে সুদূরব্যাপিনী জলময়ভূমি। এই জলময় ভূখণ্ড যে এক সময় সমুদ্র ছিল এবং ক্রমশঃ জলের অল্পতা ঘটিলে মনুষ্যের গমনাগমনের নিমিত্ত উহার মধ্যভাগ দিয়া রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বম্বেদ্বীপে প্রথমে কোন সভ্যজাতির বাস ছিলনা, কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সামুদ্রিক সর্প ও অন্যান্য জলচর ও স্থলচর হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। জলদস্যুরা নৌকারোহণে ইহার নিকটে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিত, বৈদেশিক বণিকগণ বহুদূর

হইতে আসিয়া এই স্থলভূমি আশ্রয় করিলে দস্যুগণ অর্থ ও পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাহাদের প্রাণনাশ করিয়া প্রস্থান করিত। ভারতসম্রাট্ সেকেন্দরলোদীর সময়ে পর্ত্তুগীজ্‌গণ ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক দক্ষিণাপথের অশ্বারোহী দস্যুগণের অগম্য বলিয়া এই স্থানে বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার বনুবে (উৎকৃষ্ট বন্দর) নাম রাখেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগালের রাজকন্যা ইন্‌ফেন্টাকেথিরিন্‌কে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ বোম্বাইনগরী প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতে এই নগরী ইংরেজ অধিকারে আসিয়াছে; এখন লণ্ডনসহরের নিম্নেই বোম্বাই সহর পরিগণিত।

অবতরণ করিয়া একখানি গাড়ীভাড়া করিলাম, যে বাঙ্গালী-বাবুর বাসায় থাকিব স্থির ছিল, তিনি বোধহয় বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন সুতরাং তাঁহার বাসস্থলীর অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া কাল্‌কাদেবীরোডে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমারদাসের মণিমাণিক্যের দোকানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে উক্ত বাবু অতিভক্তি সহকারে গ্রহণ করিলেন, বিশেষ সেখানে শ্রীমান্ নীলমণি মুখোপাধ্যায় নামক নবপরিচিত ভ্রাতৃসদৃশ একটী বন্ধু জুটিলেন, তাঁহার বন্ধাধিক্যে আমি নিরুদ্বেগে বোম্বাইতে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষের নিখিল পুণ্যনদীর গম্যস্থল সাগর, সুতরাং সাগরের স্বাস্থ্যকর ও পবিত্র সলিলে অবগাহন করিবার ইচ্ছা ছিল; হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে যথাসময়ে সাগরের লবণাক্ত জলে অবগাহন পূর্ব্বক পুনরায় বাসায় আসিয়া কলের সুমিষ্ট জলে সর্ব্বশরীর বিধৌত করিলাম। আহারের পূর্ব্বে শিবানন্দ ব্রহ্মচারী নামক প্রবীণ বয়স্ক একটী বাঙ্গালী

সাধু আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিধেয় ও উত্তরীয় গৈরিকবসন, সর্ব্বদা কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করেন। ইঁহার সরল কথা শুনিয়া বেশ্ শ্রদ্ধা হইয়াছিল; ব্রহ্মচারী দীর্ঘকাল বম্বেসহরে অবস্থিতি করিতেছেন। আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া নগর সন্দর্শনার্থে বাহির হইতেছি, দ্বারদেশে অপর একটী সংন্যাসী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, বহু অনুরোধেও ইনি আপন নাম প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে ইনি যখন আমার সহিত বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিলেন তখন বাঙ্গালী যে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় রহিলনা। বয়স ২২।২৩ বৎসরের অধিক নহে, ইংরেজী জানেন, সংস্কৃত ও সামান্য জানা আছে, ইনি অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান্। ঐ সংন্যাসী যুবাও ঐদিন বম্বে আগমন করিয়াছেন, পুনরায় দেখা করিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলনা।

মুম্বাদেবী সন্দর্শন।

অপরাহ্ণ ৩টার সময় বোম্বাইনগরীর অধিষ্ঠাত্রী মুম্বাদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। একটী মন্দিরে ধাতুনির্ম্মিত মুম্বা-দেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত; উঁহার সম্মুখভাগে একটী জলাশয়, তাহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট পাষাণনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী ও তীরে বিবিধ দেব-মন্দির বিরাজমান। এখানে প্রত্যহ অত্যন্ত জনতা হয়। এইস্থান হইতে সমুদ্র তত অধিক দূর নয়। কেহ কেহ বলেন "পর্ত্তুগীজদিগের আগমনের পূর্ব্বেও মুম্বাদেবী এই স্থানে ছিলেন, এবং এই দেবীর নামে সহরও মুম্বই নামে প্রসিদ্ধ, লোকে অপ-ভ্রংশ উচ্চারণ করায় বোম্বাই নাম হইয়াছে। অতএব সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা "মুম্বানগরী" লিখিয়া থাকেন, বণিক্‌দিগের খাতা

পত্রে "শ্রীমুম্বই" লিখিতে দেখা যায়। অন্যান্য মন্দিরে গণেশ ও অপর দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। তাহারপর মুম্বাদেবীর প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি করিয়া ভোলেশ্বর মহাদেবের নিকট গমন করিলাম। ইহার অনতিদূরে একটী বৃহৎ মন্দিরে ভোলেশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। সিদ্ধি ও ধুস্তুরপ্রিয় অবধৌত ও সন্ন্যাসিগণ চতুর্দ্দিকে দূরে দূরে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়া আছেন। গুজরাটী বণিকমহিলাদের ভিড়ে মন্দিরে প্রবেশ করা দুরূহ, বহুকষ্টে মহাদেবের সন্দর্শন ও প্রণাম করিয়া সেখান হইতে নির্গত হইলাম।

বম্বের সমুদ্রতীর।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পর ধীরে ধীরে সমুদ্রতীরে গমন করিলাম, বম্বের সাগরতটের শোভা অনির্ব্বচনীয়। পশ্চিমভাগে সুনীল জলধি স্তরে স্তরে তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া পুরোভাগস্থ মহানগরীর অসীম সৌভাগ্য সূচিত করিতেছে। উত্তর পশ্চিমে বালকেশ্বর শৈলবর সুরম্য হর্ম্ম্য ও উদ্যানরাজি মস্তকে করিয়া দণ্ডায়মান। পূর্ব্বদক্ষিণে রাজাবাইস্তম্ভ, আলোকগৃহ প্রভৃতি বহুবিধ দর্শনীয় বিষয় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিকে ত্রিতল পঞ্চতল সপ্ততল সৌধমালা শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত হইয়া বাণিজ্যপ্রধান অক্ষিনগরীর অধিবাসী ধনিকগণের ঐশ্বর্য্যগরিমা প্রকাশ করিতেছে। বম্বে নগরীর সন্নিহিত সমুদ্রতীর দিয়া রেলপথ। উহার পশ্চিম পার্শ্ব হইতে সমুদ্রসলিল পর্য্যন্ত উত্তরদক্ষিণে আয়ত ক্ষেত্র ময়দান। ঐ

ক্রীড়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রান্তর মধ্যে বালক বালিকা ও যুবক যুবতীরা বিবিধ প্রকার ব্যায়ামে নিরত। তীরে মধ্যে মধ্যে পাষাণনির্ম্মিত ঘাটসমূহে অপূর্ব্বলাবণ্যবতী পারসীকমহিলারা স্ব স্ব কটিদেশে বিলম্বমান উপবীত হস্তে ধারণ করিয়া সমুদ্রসলিলে বহুবিধ সুন্দর কুসুম ও পুষ্পোপহার সমর্পণ করিতেছেন। কোন কোন পারসীক পুরুষ ও মহিলা তরঙ্গ-বিধৌত পাষাণখণ্ডে উপবেশন করিয়া জেন্দ ভাষায় লিখিত আভেস্তা নামক তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। আমি জলধিতটের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিলাম। বম্বের সাগরতীরের শোভার সীমা নাই, পারসীক মহিলার পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য্যের উপমা নাই। বম্বে-সহরে পারসীক, গুজরাটী মরাঠী জাতিই অধিক। তন্মধ্যে পারসীক জাতির মধ্যেই স্ত্রীস্বাধীনতা সমধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইংরেজকামিনী ও পারসীকমহিলারাই সাগরতটে ভ্রমণ করিতে আসেন। যখন ৫।৬ টী রূপবতী পারসীকতরুণী উজ্জ্বল পার্সী শাড়ী এবং ২।১ খানি হীরার গহনা পরিয়া চস্‌মা চোখে ঈষৎ হাস্যবদনে হংসপংক্তির ন্যায় হরিদ্বর্ণদূর্ব্বাক্ষেত্রে পাদচারণা করেন, তখন পার্শ্বস্থিত শ্বেতাঙ্গী ইংরেজমহিলাদের সৌন্দর্য্য যেন সূর্য্যালোকে দীপকান্তির ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া যায়। পারসীকললনারা যথার্থই বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহাদের যেমন স্পৃহনীয় কান্তি, তেমন কমনীয় মুখ। ইংরেজকামিনীর ভ্রূযুগ পারসীক মহিলার ন্যায় আকর্ণবিশ্রান্ত ও এত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নহে। পারসীক-মহিলার ওষ্ঠাধরও অধিক লোহিতবর্ণ, দৈহিক গঠনও ইংরেজ-মহিলা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুরুচিসম্পন্ন। দক্ষিণ দিকে

কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই দেখা গেল, ভিন্ন ভিন্ন কতিপয় প্রস্তরাসনে ও কাষ্ঠাসনে ৬। ৭টী করিয়া পারসীক যুবক যুবতী এক সঙ্গে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। কোথায়ও বা কোন প্রণয়ী প্রণয়িনীর গ্রীবাদেশে বামবাহু বিন্যস্ত করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। কোন স্থানে বা প্রণয়িযুগলের প্রীতিপূর্ণ আলাপে পূর্ব্বরাগ সূচিত হইতেছে। যাঁহারা য়ুরোপীয় মহিলা-দের স্বচ্ছন্দবিহার সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটও এই স্থানের কোন কোন বিষয় নূতন বোধ হইবে। কিন্তু যাঁহারা "বল্‌নাচের" সংবাদ শুনেন নাই, নিতান্ত পল্লীগ্রামে যাঁহাদের অধিবাস, তাঁহারা এই বিস্ময়জনক উজ্জ্বল বেশভূষা, স্বাধীনতা-পূর্ণ হাবভাব সন্দর্শন করিলে প্রথমক্ষণে মনে করিতে পারেন, একি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি, না ইহাই গন্ধর্ব্বলোক, অথবা নন্দনকাননের একদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি!

কিছুক্ষণ পরে আমরা বিশ্রামের নিমিত্ত পাদুকা ত্যাগ করিয়া সমুদ্রজলের সন্নিহিত একখানি উপলখণ্ডে উপবেশন করিলাম। এক একটী তরঙ্গে আমাদের গাত্রবস্ত্র জলসিক্ত ও পাদদেশ বিধৌত হইতে লাগিল। নিকটে একটী প্রবীন বয়স্ক পারসীক বসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে জেন্দাভেস্তা-পাঠশ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি দুইটী রমণীর নিকট যাইয়া বসিতে বলিলেন; কিন্তু আমরা অপরিচিত, বড় সঙ্কোচ বোধ হইল। শেষে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে লইয়া সেই রমণীদ্বয়ের নিকটে বসাইয়া দিলেন। তাঁহারা উৎসাহ সহকারে অতি স্পষ্টরূপে ঐ গ্রন্থের গাথা সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জেন্দ-ভাষায় অনভিজ্ঞ আমরা উহার অর্থগ্রহ করিতে পারিলামনা,

তবে মধ্যে মধ্যে ২। ৪টী শব্দ সংস্কৃতশব্দের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের পাঠনৈপুণ্য বশতঃ উহা শুনিতে বেশ মিষ্ট বোধ হইল। দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল উপস্থিত। সূর্য্য-কিরণ ক্ষীণ অপেক্ষাও ক্ষীণতর হইল, দিবাকর ক্রমে ক্রমে একটী লোহিতবর্ণ বৃহৎ গোলকের ন্যায় আকার ধারণ করিলেন, সাগরসলিলে সূর্য্যের অস্তগমন দেখিতে বড় রমণীয়। যাঁহারা প্রত্যহ জলধিতটে ভ্রমণ করিতে আসেন, তাঁহারাও এই সময় একবার উদ্‌গ্রীব হইয়া সূর্য্যের প্রতি নয়ন-পাত করিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ একখানি তাম্রথালা যেমন সরসীসলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ দেখিতে দেখিতে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য্যদেব সুনীল জলরাশিতে অদৃশ্য হইলেন। অমনি তিমিরে সাগরতীর আবৃত হইয়া গেল, গগনমণ্ডলস্থ তারকারাজির ন্যায় অসংখ্য গ্যাসের আলোক জলধি-তটকে সুশোভিত করিল।

আমরা সুশীতল সমীরণ-পরিষেবিত সমুদ্রতীরে কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর নগরে প্রবেশ করিলাম। যে রাজপথ দিয়া যাইতে-ছিলাম উহার উভয়পার্শ্বে ধনিক পারসীকদিগের উচ্চ উচ্চ প্রাসাদ। রাজপথের সন্নিহিত উদ্যানের মধ্যে সুন্দর একটী অট্টা-লিকা, বিবিধ আলোকমালা ও পত্রপুষ্প দ্বারা ঐ হর্ম্যটী এতদূর সজ্জিত করা হইয়াছে যে দেখিলে নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। রাজপথে অসংখ্য ফেটিন্, বগী ও অন্যান্য গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, বহুবিধ উজ্জ্বল বসন ও হীরকের গহনায় সুসজ্জিত পার্সীরমণীরা বিমানচারিণী অপ্সরাদিগের ন্যায় অশ্বশকট হইতে অবতরণ করিয়া ঐ অট্টালিকা অভিমুখে গমন করিতেছেন। শুনিলাম, ইহা পার্সীদিগের একটী বিবাহ মন্দির, অদ্য একটী বিবাহ, তজ্জন্য

এখানে এত সমারোহ। অনন্তর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বাসায় উপস্থিত হইলাম, পরীক্ষার দিন সন্নিহিত অতএব বোম্বাই-সহরের অন্যান্য দৃশ্যগুলি প্রত্যাগমন কালে সন্দর্শন করিব স্থির করিয়া রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভ্রাতৃসদৃশ শ্রীমান্ নীলমণি মুখোপাধ্যায় "ভিক্টোরিয়াটার্মিনাস্" নামক ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। সমস্ত নিশা প্রায় নিদ্রিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া পর দিন ৩১শে বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ণে সাতটার সময় পুণাষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

মহারাষ্ট্র-রাজধানী পুণানগরী।

দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে বিখ্যাত। ইহার কোন অংশ পর্ব্বতময়, কোথায়ও দুর্গম অরণ্যানী, কুত্রাপি শস্যক্ষেত্র পরিশোভিত প্রান্তর। পুরাকালে * যাদববংশীয় নৃপতিগণ দেবগিরিতে † রাজধানী স্থাপন করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্র প্রদেশ শাসন করিতেন। যাদববংশীয় যে নরপতি প্রথমে দেবগিরির সিংহাসন অধিকার করেন, তাঁহার নাম সিঙ্ঘন। তাহার পর তদীয় পুত্র মল্লুগী রাজা হন, মল্লুগীর পুত্র ভিল্লম, ১১১৩ শকে ইনি দেবগিরির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১১২১ শকাব্দে ভিল্লমের পুত্র জৈত্রসিংহ রাজা হন। জৈত্রসিংহের পুত্র দ্বিতীয় সিঙ্ঘন ১১৩৯ শকাব্দে মহারাষ্ট্রের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে দেবগিরি-রাজধানীতে এক মহতী পণ্ডিতসভা ছিল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত

* বিশ্বকোষ দেখ। † দেবগিরির বর্ত্তমান নাম দৌলতাবাদ।

গ্রন্থকার হেমাদ্রি এই পণ্ডিতসভা অলঙ্কৃত করিতেন। অনন্তর দ্বিতীয় সিঙ্ঘনের পুত্র জৈতুগী রাজা প্রাপ্ত হন। তাঁহার দুই পুত্র, প্রথম কৃষ্ণ ১১৮২ শকে ও দ্বিতীয় মহাদেব ১১৯৩ শকে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তাহার পর ১২৩১ শকে রামদেব রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র শঙ্কর ও ভীম ১২৩৪ শকে দেবগিরির সিংহাসনে বিরাজিত ছিলেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর অল্লাবদীন দেবগিরি রাজধানী আক্রমণ করেন। তদানীন্তন দেবগিরির অধিপতি রাজা রামচন্দ্র উক্ত মুসলমান সম্রাটের বিরুদ্ধে বহুযুদ্ধ করিয়া অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবাজী।

কিছুদিন পরে এক মহাপুরুষ মহারাষ্ট্র দেশের বর্ত্তমান রাজধানী পুণানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহার নাম শিবাজী। শিবাজীর পিতা সাহজী বিজয়পুরের রাজার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, পুণা ও তৎসন্নিহিত জনপদ সকল তাঁহার জায়গীরের অন্তর্গত ছিল। শিবাজী শৈশবে এই জায়গীরের তত্ত্বাবধায়ক দাদাজীর যত্নে পরিপালিত হন। শিবাজী লেখাপড়া জানিতেন না বটে কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতে রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত বীরপুরুষগণের বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সূত্রে তাঁহার হৃদয়ে বীরত্ববীজ রোপিত হয়, তাহার ফলে তিনি যৌবনে একটী বিপুল স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পুণানগরীর অনতি দূরস্থ রায়গড় নামক

রাজধানীতে তাঁহার অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। শিবাজীর ন্যায় সাহসী চতুর ও কার্য্যকুশল বীরপুরুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যেমন যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ তেমনি শাসনকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। শিবাজীর প্রতাপে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগলসিংহাসন সর্ব্বদা কম্পান্বিত ছিল। তিনি মহারাষ্ট্রীয়জাতির হৃদয়ে যে আত্মগৌরব ও বীরত্ববীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে মুসমানরাজত্বের অবসানকালে ভারতসাম্রাজ্যের সমুদয় প্রভুত্ব মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হইয়াছিল।

পেশোয়ারাজগণ।

শিবাজীর স্বর্গারোহণের পর তদীয় বংশধরগণ কিছুদিন রাজ্যশাসন করেন, তাহারপর মহারাষ্ট্রের রাজলক্ষ্মী পেশোয়াবংশের করগত হইয়াছিলেন। শিবাজীর পৌত্র সাহুজীর পেশোয়া (মন্ত্রী) বালজী বিশ্বনাথ পেশোয়া নরপতিগণের আদি পুরুষ। আমরা এখন যে ইংরেজজাতির সুশাসনে কালযাপন করিতেছি, এবং পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান্য রাজ্ঞী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রজা বলিয়া আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেছি, এই পেশোয়াবংশের রাজত্বকালেই সেই ইংরেজরাজত্বের আরম্ভ হয়। তখন দিল্লীর অধীশ্বরগণ এতদূর নিস্তেজ ও ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর (চৌথ) প্রদান পূর্ব্বক নাম মাত্র সম্রাট্-পদে অধিষ্ঠিতছিলেন। বালজীর পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র বাজীরাও পেশোয়া-পদ প্রাপ্ত হন। তিনি অসাধারণ সাহসী

বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ছিলেন, তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্রীয়জাতির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র বালজীর অধিকারকালে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধৃগণের একতাভঙ্গ ও নানাবিধ গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের ভারতবর্ষের একাধিপত্য-লাভের আশা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখন পুণানগরী বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী জেলার হেড্ কোয়ার্টার্। এখানে মাজিষ্ট্রেটকোর্ট, জজ-আদালত প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ কার্য্যালয় ও সেনানিবাস আছে।

পুণায় অবস্থিতি।

বাষ্পশকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি এক্কা ভাড়া করিয়া প্রায় ৮ টার সময় পুণা-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রদের বাসায় উপস্থিত হইলাম। পুণাসহরের মহল্লা বা পল্লী-সকলকে পেট্ বলে যেমন "রবিবার পেট্" অর্থাৎ রবিবার নামক মহল্লা কি পাড়া, এইরূপ শুক্রবার পেট্, শনৈশ্চরপেট, নানাচাপেট্ ইত্যাদি বহুসংখ্য পেট্ আছে। বাঙ্গালী ছাত্রগণ যে পেটে অবস্থান করেন ইহার নাম নানাচাপেট্। আমাকে উপস্থিত দেখিয়া ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ অত্যন্ত আনন্দসহকারে আমাকে গ্রহণ করিলেন এবং স্নানাদির উদ্যোগ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সে সময় কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ হইয়াছিল সুতরাং শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র-নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী দাস, এই তিনটী ছাত্র মাত্র উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা সুশীল ও বিনয়ী, তন্মধ্যে

পূর্ব্বোক্ত * চন্দ্র বাবুর কথা আমি বিশেষরূপে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। তিনি যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি অমায়িক ও পরোপকারী। আমি যতদিন পুণায় ছিলাম তাঁহার অকৃত্রিম ব্যবহারে ও যত্নে পরম সুখী হইয়াছিলাম, তাঁহার কৃত উপকার চিরকাল স্মরণ থাকিবে। ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী গড়বোলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত পত্র তাঁহাকে দিলাম। তিনি ঐ পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন "প্রতিবৎসর আমি বেদশাস্ত্রোত্তেজক সভার অন্যতম তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত থাকিতাম, এ বার আমাকে তত্ত্বাবধায়ক করা হয় নাই, আমার অপরাধ, সকলে হূণগৃহে ভোজন করায় আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। রবিবারপেটে যে সংস্কৃত-পাঠশালা আছে আপনি সেখানে গেলে পুস্তকের তালিকা ও নিয়মাবলী পাইবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী আমার পিতার ছাত্র এবং ভ্রাতৃকল্প অতএব তাঁহার কথানুসারে আপনার সমুদয় বিষয় ঠিক করিয়া দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। আপনি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে প্রত্যাগমনকালে অবশ্য সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন"।

ঐ দিন অধিক বেলা হইল আর সংস্কৃতপাঠশালায় না গিয়া বাসায় ফিরিলাম। পরদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ ৭টার সময় সংস্কৃতপাঠ-

---

* শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার সরকার, কলিকাতা বাগ্‌-বাজার নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের পুত্র। ইনি পুণা-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে এল, সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন বেনারস মিউনিসিপালিটীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন।

শালায় উপস্থিত হইলাম। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন বারাণসী ও বঙ্গদেশে যেমন নবদ্বীপ সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ও গৌরবান্বিত; দাক্ষিণাত্যে পুণানগরীও তদ্রূপ বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুশীলনের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। এই নগরে অনেক পণ্ডিত, ছাত্র ও পাঠশালা আছে। আমি পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত পাঠশালায় উপস্থিত হইলে ছাত্রগণ সাদরে অভ্যর্থনা ও আলাপ করিলেন, পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের তালিকা এবং নিয়মাবলীও পাইলাম কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার পথে একটী বিঘ্ন উপস্থিত হইল। আমি পরীক্ষার নির্দ্দিষ্টদিনের এক মাস পূর্ব্বে আবেদন করি নাই, বিশেষ যাঁহারা অন্যত্র পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা এখানে পরীক্ষা দিতে পারেন না। আমি কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের গবর্ণমেণ্ট—প্রবর্ত্তিত উপাধি-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য জানিয়া ইঁহারা বলিলেন "আপনি এখান-কার পরীক্ষাদানে অধিকারী নহেন।" অনন্তর ভগ্নমনে বাসায় ফিরিলাম এবং পরদিন প্রাতঃকালে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত নারায়ণ-শাস্ত্রীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া সমুদয় জানাইলাম, তিনি বলিলেন, "হাঁ নিয়ম ঐরূপই বটে, কিন্তু আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের তালিকা হইতে ২। ৪ খানি করিয়া গ্রন্থেরও ত পরীক্ষা-প্রদানে অনুমতি করা যাইতে পারে। বিশেষ একমাস পূর্ব্বে যে আবেদন করিতে হইবে এ নিয়ম দূরদেশস্থ পরীক্ষার্থীর পক্ষে নহে, যাহা হউক আপনি একবার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রসহস্রবুদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ করুন।

তাহারপর আমি অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রসহস্রবুদ্ধির সহিত দেখা করিয়া সমুদয় জানাইলাম। আমি সুদূর বঙ্গদেশের অধিবাসী শুনিয়া তিনি বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন এবং

একখানি আবেদন করিতে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ সংস্কৃতভাষায় দেবনাগরাক্ষরে একখানি আবেদন লিখিয়া দিলে উহা অনুমোদন করিয়া আমাকে আনন্দাশ্রমে গিয়া পড়িতে উপদেশ দিলেন।

আনন্দাশ্রম।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃস্নান করিয়া আনন্দাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আমার ঠিক স্মরণ নাই, সম্ভবতঃ শুক্রবারপেটে আনন্দাশ্রম অবস্থিত। পুণানিবাসী বোম্বাই-হাইকোর্টের একটী প্রসিদ্ধ উকীলের অর্থব্যয়ে এই আশ্রম বা পাঠাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত ত্রিতল একটী বাড়ীতে এই আশ্রম। বাড়ীনির্ম্মাণ ও পুস্তকক্রয়ে প্রায় দুইলক্ষ টাকার অধিক ব্যয়িত হইয়াছে। এখানে নানাশাস্ত্রের অসংখ্য হস্তলিখিত ও মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ রহিয়াছে। ইহার অধ্যক্ষেরা প্রতি বৎসর অনেক সংস্কৃত পুস্তকসংগ্রহ ও মুদ্রিত করিয়া থাকেন। ঐ দিন বিশেষ কারণে প্রার্থিত পুস্তক পাইলাম না, ৫ই জ্যৈষ্ঠ স্নানান্তে পুনরায় আনন্দাশ্রমে গমন করিলাম। তত্রত্য পুস্তকালয়াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহাদেব শাস্ত্রীর সহিত বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ সংক্রান্ত অনেক কথোপকথন হইল, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের ২য় সূত্রের * ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দ্বারা অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি সমুদয় মতই যে সমর্থন করা যাইতে পারে, তাহা তিনিও স্বীকার করি-

---

* "জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥ (২) ব্রহ্মসূত্র।"

লেন। বেদশাস্ত্রোত্তেজকসভার পরীক্ষার পাঠ্য তালিকায় এমন কতকগুলি পুস্তক আছে, যাহা আমাদের দেশে তত অধিক প্রচলিত নাই। ভারতচম্পু, বালরামায়ণনাটক, কুবলয়ানন্দ অলঙ্কার কিংবা বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড, ধর্ম্মশাস্ত্রের ধর্ম্মসিন্ধু, প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর, নির্ণয়সিন্ধু, স্মৃতিকৌস্তুভ, শুদ্ধিময়ূখ, কালমাধব, পুরুষার্থচিন্তামণি, ভগবদ্গীতার শঙ্করানন্দী টীকা প্রভৃতি প্রায়ই বঙ্গদেশে অধীত ও অধ্যাপিত হয় না। আমার পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ কয়খানির পঠিত গুলি এক বার দেখিতেও সময় পাইলাম না, অপঠিত পুস্তকগুলিতে দুই এক বার চক্ষু বুলাইয়া লইলাম। সকল পুস্তক মুদ্রিত নাই, মহারাষ্ট্রদেশের হস্তলিখিত দেবনাগরাক্ষর ও সত্বর পড়িবার পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ আহারান্তে ১০টার সময় বেদশাস্ত্রোত্তেজক সভায় গমন করিলাম। কতিপয় দ্রাবিড়ী পণ্ডিত ও অবশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক পরীক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সেদিন মৌখিক পরীক্ষা, প্রত্যেক অধ্যাপকের নিকট দুইখানির অধিক গ্রন্থের পরীক্ষা দিতে হইল না। একজন অধ্যাপক মালতীমাধব নাটক ও বালরামায়ণের পরীক্ষা শেষ করিয়া বলিলেন "মালতীমাধব" তোমার পড়া পুস্তক কিন্তু বালরামায়ণ ইহার পূর্ব্বে তোমার পড়া ছিল না" আমি উহা স্বীকার করিলাম। তাহারপর তিনি বলিলেন "দেখ তুমি মালতীমাধবে যত সংখ্যা পাইয়াছ, বালরামায়ণে তদপেক্ষা অধিক পাইলে, বোধ হয় তুমি কাব্য অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া থাক। আমি বলিলাম "ষট্‌কাব্য পড়া থাকিলে সকলেই অন্যান্য কাব্য পড়াইতে পারে, অপরাপর বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তবে এই চেষ্টা ফলবতী মনে করিতে

পারিব”। অন্যান্য অধ্যাপকের নিকট মৌখিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে প্রায় সায়ংকালে বাসায় উপস্থিত হইলাম। রাত্রিতে আর পুস্তকপাঠ করিতে ইচ্ছা হইল না, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার সরকারের সহিত তাঁহার সঙ্গীতগুরু প্রসিদ্ধ কলাবৎ শ্রীপুরুষোত্তমগণেশঘরপুড়ীর গৃহে গমন করিলাম। ঘরপুড়ী মহাশয় সঙ্গীত ও বাদ্যে অতিশয় নিপুণ, শিশুপালবধ মহাকাব্যের প্রথমসর্গের ১০ম শ্লোকে মাঘকবি দেবর্ষি নারদের বীণাযন্ত্রের যে সামান্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই মাত্র পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ স্বর্গীয়যন্ত্রের সুমধুর রব কখন ও শ্রবণ করি নাই। ঐ দিন রাত্রিতে কলাবৎ ঘরপুড়ী মহাশয়ের কৃপায় বীণাযন্ত্রের সেই মধুময় ঝঙ্কার কর্ণগোচর করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। আসার সময় পেশওয়ানৃপতিগণের প্রাসাদসমূহের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসিলাম। ঐ সুবিস্তৃত রাজবাড়ীর প্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রাচীর এখন ইহার একমাত্র দ্রষ্টব্যবিষয়। এক সময় যে প্রাসাদে উপবেশনকরিয়া সংগ্রামনিপুণ মন্ত্রণাকুশল মহারাষ্ট্রীয়বীরেন্দ্রগণ ভারত অধিকারের পরামর্শ করিতেন, এখন উহা নষ্টাবশেষ কতকগুলি পাষাণস্তূপমাত্র।

বাঙ্গালী জজ্ মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসা।

৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে চন্দ্রবাবুর সহিত সেতারার ডিষ্ট্রিক্ট-জজ্ মিঃ সত্যেন্দ্রনাথঠাকুর C. S. মহোদয়ের বাসায় গমন করিলাম। জজ্ বাহাদুর কিছু দিন হইল পুনাসহরের উত্তরভাগে একটী বাঙ্গলোতে সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছেন।

তদীয় অগ্রজ মহাত্মা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, অনুজ শ্রীযুক্তবাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই সেখানে ছিলেন। বাঙ্গালাদেশে কলিকাতার ঠাকুরবংশ বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্যে ও সম্মানে চিরপ্রসিদ্ধ। কখনও ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল না, ঐ দিন সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছিলাম। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধরগণ যেমন আদর্শচরিত্র, তেমন নানাশাস্ত্রে সুশিক্ষিত, ইহাদের সহিত আলাপ ও গল্পে বিমল আনন্দ অনুভব করা গেল *। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছু অসুস্থ ছিলেন সুতরাং তাঁহার সহিত অধিক কথা হইল না। মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সহিত প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কাব্য, দর্শন, বাঙ্গালাভাষা ও মহারাষ্ট্রীয়ভাষা সম্বন্ধে কথোপকথন হইল। ইহাদের অমায়িক ভাব ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহার শিক্ষার বিষয়। শ্রীযুক্তবাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথঠাকুর মহাশয় চিত্রবিদ্যায়ও বিশেষ-নিপুণ। তিনি আমাকে একটী ভিন্ন স্থানে বসাইয়া পেন্সিল দ্বারা আমার অবয়ব অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন। দেখিলাম, তিনি তাঁহার সেই খাতায় সমাগত বহুসংখ্য ব্যক্তির চেহারা আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

---

* প্রিয়প্রায়া বৃত্তি বিনয়মধুরো বাচি নিয়মঃ
প্রকৃত্যা কল্যাণী মতিরনবগীতঃ পরিচয়ঃ।
পুরোবা পশ্চাদ্বা তদিদমবিপর্য্যাসিতরসং
রহস্যং সাধূনামনুপধি বিশুদ্ধং বিজয়তে॥
(ভবভূতি)

প্রায় ১১টার সময় বাসায় আসিয়া আহারান্তে পুনরায় বেদ-শাস্ত্রোত্তেজকসভায় গমন করিলাম। সেদিন লিখিত প্রশ্নসকল প্রদত্ত হইল, ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পরীক্ষাগৃহে বসিয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া দিয়া বাসায় গমন করিলাম। পূর্ব্বে পরীক্ষকগণ বলিয়াছিলেন "সংস্কৃতভাষায় প্রশ্নের উত্তর লেখা চাই বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিলে ক্ষতি হইবে না" কিন্তু শেষে বাঙ্গালা বর্ণমালার আকার দেখিয়া বলিলেন "উহা আমরা বুঝিতে পারিব না, দেবাক্ষরে লিখিতে হইবে" সুতরাং দেবনাগরেই লিখিয়া দিতে হইল, অতএব লিখিতে নিয়মিত সময় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সময় আবশ্যক হইল। আমার দৃষ্টান্তে দক্ষিণাপথ-বাসী পরীক্ষার্থিগণও আমার তুল্য সময় গ্রহণ করিলেন।

পার্ব্বতীশৈল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণে পার্ব্বতীশৈল সন্দর্শন করিতে গমন করিলাম। পুণাসহরের দক্ষিণে প্রায় একক্রোশ দূরে সহ্য-পর্ব্বতের শিখরদেশে সুন্দর প্রস্তরময় মন্দিরে বাজীরাওপেশোয়া-কর্ত্তৃক সুবর্ণময়ী পার্ব্বতী ও পাষাণময় শিব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শৈলমালার এই অংশকে পার্ব্বতীশৈল বলে। এই মন্দির বহুউচ্চে অবস্থিত, যাতায়াতের জন্য অসংখ্য সিঁড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। সৈঠাসকল অতিক্রম করিতে করিতে শ্রান্তদেহে গলদ্ঘর্ম্ম-অবস্থায় পার্ব্বতীর মন্দিরে উপনীত হইলাম। এই-স্থানটী বাসা হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে অবস্থিত। শিবপার্ব্বতী সন্দর্শন, প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি করিয়া এই মন্দিরের দক্ষিণস্থ

পাষাণ-নির্ম্মিত অট্টালিকায় শ্রান্তিদূর করিবার জন্য গিয়া বসিলাম, বজ্রপাতে ইহার ছাদ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকস্থ জানালার নিকটে বসিলে বিমল বায়ুতে দেহ শীতল হইয়া গেল এবং অত্যুচ্চ শৈলশৃঙ্গ হইতে অনতিদূরস্থ প্রান্তরবাহিণী বিমল-সলিলা মূলা ও মুথা নদী রজতরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিকে গ্রীষ্মকালজাত বিবিধবর্ণের পুষ্পোদ্যান ও হর্ম্ম্যমালাপরিশোভিত পুণানগরী যেন সৌন্দর্য্যগর্ব্বে অমরপুরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে। দূরে দূরে শৈলমালা, মধ্যে মধ্যে শস্যক্ষেত্র, বস্তুতঃ দক্ষিণাপথের প্রকৃতি এক নূতন বৈচিত্রময়। নিম্নভূমি হইতে পার্ব্বতীমন্দির পর্য্যন্ত অন্যূন এক মাইল উর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় আমি ক্লান্তি বোধ করিলাম, কিন্তু এদেশের লোক এরূপ পর্ব্বত-আরোহণ শ্রমসাধ্য বলিয়াই গণনা করেনা, কারণ আমাদের ন্যায় ইহারা অতিসরু তণ্ডুলের কোমল অন্ন ভোজন করে না, প্রচুর ঘৃতের সহিত এক সের গোধূমচূর্ণ ও অন্যান্য সামগ্রী ভোজন করিলে তবে ইহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। ঐরূপ বলকর খাদ্য পানীয় এবং কঠোর-তাসাধ্য-জীবিকাই এদেশীয় লোককে এতদূর সহিষ্ণু করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই কঠোরস্বভাব জাতি হইতে যে শিবাজী ও বাজী-রাও-পেশোয়ার ন্যায় বীরপুরুষদিগের জন্ম হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইতঃপূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী পার্ব্বতীমন্দির সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এই ভগ্ন-প্রাসাদগাত্রে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় আপন আপন নাম লিখিয়া রাখিয়াছেন। মন্দিরে অনেকগুলি পূজক ও পরিচারক আছে, এই দেবসেবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক এক সহস্র টাকা প্রদান করিয়া থাকেন।

পার্ব্বতী মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়া শেষ করতঃ পুনরায় বেদশাস্ত্রোত্তেজক সভায় গমন করিলাম। সে দিন সংস্কৃতবিদ্যার ইতিহাসবিষয়ে প্রশ্ন ছিল, যথাশক্তি ঐ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া সায়ংকালে বাসায় উপস্থিত হইলাম। ৯ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ বসুর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। সহরের পূর্ব্বভাগে একটী প্রান্তরে ইংরেজ ও পার্সী বালক বালিকারা ক্রীড়া ও ব্যায়াম করিতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইলে দেখা গেল সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ বাটিকা-বিরাজিত ইংরেজ ও পার্সীদিগের বাড়ী ও বাঙ্গলো শোভা পাইতেছে। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দূরে পর্ব্বতমালা ও মধ্যে মধ্যে উদ্যান দেখা যাইতে লাগিল। যতীন্দ্র বাবু বলিলেন "যখন আষাঢ় মাসে মন্দ মন্দ বৃষ্টি হইতে থাকে তখন এই সকল উদ্যানের বৃক্ষলতা নূতন পত্র পুষ্প পল্লবে বিভূষিত হইয়া বড় সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন পুণানগরের স্বাস্থ্য ও ভাল হয়, স্থানান্তর হইতে বড় লোকেরা আসিয়া এখানে বাস করেন। বোম্বের গবর্ণরও তখন পুণানগরে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

পণ্ডিতা রমাবাইসরস্বতী ও সারদাসদন।

১০ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে পণ্ডিতা রমাবাইসরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সারদাসদনে গমন করিলাম। দ্বারদেশ হইতে নাম লিখিয়া পাঠাইলেই তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতাবাই যাইতে আদেশ করিলেন এবং বারান্দা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আগ্রহপূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া একটী উৎকৃষ্ট গৃহে বসাই-

লেন। পণ্ডিতাবাইর সংপ্রতি শ্রবণশক্তির কথঞ্চিৎ ক্ষীণতা ঘটিয়াছে সুতরাং তাঁহার চেয়ার খানি অতি নিকটে স্থাপন করিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। প্রথম পরিচয়ের পর তাঁহার কন্যা ও মাতৃষসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ইয়ং মে দুহিতা" "অসৌ মম মাতৃষসা"। রমাবাইসরস্বতীর জন্মভূমি পুণানগরীর প্রান্তস্থ একটী পল্লীতে, ইনি কোকনস্থ ব্রাহ্মণের কন্যা। যখন বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন তখন ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল না। এখন ইঁহার বয়স বোধ হয় ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে কিন্তু সেই কুমারী অবস্থায় যেমন কৃশাঙ্গী ছিলেন, অধুনা সেরূপ কৃশতা নাই এবং পূর্ব্বে যেমন মহারাষ্ট্রীয় পদ্ধতি-অনুসারে কাছা দিয়া বস্ত্র পরিধান করিতেন, এখন আর তাহা করেন না। এখন বাঙ্গালী রমণীদের ন্যায় গ্রীষ্মকালের উপযোগী জামার উপরে সাদাপেড়ে অতি সূক্ষ্ম শুক্ল বসন পরিয়া থাকেন, ভূষণাদি কিছু ধারণ করেন না। অধ্যাপনাব্রত গ্রহণাবধি কেবল নানাভাষার গ্রন্থ, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাঠ এবং ধর্ম্মচর্চ্চা-দ্বারা কাল অতিবাহিত করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "বাঙ্গালাদেশ হইতে আসার পর আর আমার নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন ঘটে নাই, ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বোধ হয় দুই দিবস ভট্টমোক্ষমূলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। প্রথম দিন কথোপকথনকালে সংস্কৃতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজীতে শেষ হইল, দ্বিতীয় দিন আলাপের সময় দুই চারিটী সংস্কৃতকথা ব্যতীত অধিকাংশ ইংরেজীতেই সম্পন্ন করিতে হইল। স্বদেশীয় যে সকল পণ্ডিত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহারা মরাঠী ভাষায়ই কথা

বলেন, যেহেতু মরাঠীই আমাদের মাতৃভাষা। আজ আপনার সহিত দেবভাষায় কথা বলায় আমার বড় আনন্দ বোধ হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "য়ুরোপে সংস্কৃতচর্চ্চা কিরূপ হইতেছে"? রমাবাই বলিলেন সমস্ত "য়ুরোপে যত গুলি সংস্কৃতবিদ্ লোক আছেন তাঁহাদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করা যায়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। "আপনি য়ুরোপে অবস্থানকালে কিরূপ পরিচ্ছদ ও খাদ্য পানীয় ব্যবহার করিতেন? উহার উত্তরে তিনি বলিলেন "এখন যেরূপ পরিচ্ছদ দেখিতেছেন, য়ুরোপ আমেরিকায় অবস্থান কালেও এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতাম, তবে এত সূক্ষ্ম নহে, সে উর্ণা-নির্ম্মিত বসন সুতরাং ইহা অপেক্ষা স্থূল এবং শীতাতপ বারণে সমর্থ। আমি মাংস স্পর্শ করিতাম না, অন্ন রোটিকা ডাইল ও যথেষ্ট ঘৃতই আমার দেহ রক্ষার উপাদান ছিল। উহাতে আমার কিছু মাত্র কষ্ট হয় নাই, আমি বেশ সবল দেহে ও সুস্থ মনে দেশে ফিরিয়া ছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন এদেশে বেদানুশীলন কিরূপ হইতেছে? উহার উত্তরে তিনি বলিলেন "হাঁ মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেই সমধিক বেদ-চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ২।১ জন পণ্ডিত ব্যতীত বড় কাহারও বেদার্থ পরিজ্ঞান নাই, অনেক পণ্ডিতের বেদ মুখস্থ আছে কিন্তু অর্থ বোধ নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ইংরেজী শিক্ষার প্রচার বাঙ্গালা দেশে অধিক কি মহারাষ্ট্রে অধিক? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—"ইংরেজী শিক্ষায় মহারাষ্ট্র দেশ বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে অবস্থিত। স্ত্রীশিক্ষা ও বাঙ্গালা দেশের তুলনায় মহারাষ্ট্রে নিতান্ত অল্প হইতেছে"।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার বিদ্যালয়টী কিরূপ চলিতেছে"। তিনি বলিলেন—"আমার এই বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিনীর সংখ্যা ৬৬, প্রায় অর্দ্ধাংশ ছাত্রী এখানে (ছাত্রীনিবাসে) অধিষ্ঠান করিয়া লেখা পড়া করেন, অপরার্দ্ধ নগরী হইতে আসিয়া পড়িয়া যান। ছাত্রীদের অধিকাংশ হিন্দু, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিনী আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিনীও আছেন। তাহারপর রমাবাই সরস্বতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি জানেন আমি কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী? আমি উত্তর করিলাম "হাঁ আমি শুনিয়াছি আপনি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন"। রমাবাই প্রশ্ন করিলেন "এখানে কাহারও সহিত আপনার ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন আলাপ হইয়াছিল"। আমি "বলিলাম আনন্দাশ্রমে শ্রীযুক্তমহাদেব শাস্ত্রীর সহিত দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সামান্য ২।৪টী কথা হইয়াছিল"। রমাবাই বলিলেন "দ্বৈতবাদী ই হউন আর অদ্বৈত বাদীই হউন, যিশুর কৃপা ব্যতীত জীবের মুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ইতিহাসাদিতে মহাত্মা যিশুর জন্ম সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব উক্ত মহানুভবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল জীব ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের তবে কি গতি হইয়াছে?" তিনি উত্তর করিলেন "যাহারা যিশুর নাম শুনে নাই অথচ সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে কিন্তু যাহারা তাঁহার নাম শুনিয়াছে অথচ ভজনা করে না, তাহারা যিশুর দয়া ভিন্ন পরিত্রাণ পাইবে না"। আমি বলিলাম "এই কথাটী আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না, কারণ ইহার মূলে কোন যুক্তি নাই' অনন্তর পণ্ডিতাবাই মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া একখানি সংস্কৃত

"বাইবেল" বাহির করিলেন এবং উহার একটী পাতা পড়িতে বলিলেন। আমি ২।৪টী শ্লোক পড়িয়া বলিলাম এই গ্রন্থের অল্প অংশ পাঠ করিয়াই আমার এত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে ২।৩ দিন বিতর্কেও ঐসকল সন্দেহ দূর হইতে পারে কিনা বলিতে পারি না। তাহার পর অনেক কথা হইয়াছিল সমুদয় স্মরণ নাই। রমাবাই জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আর কয়দিন এখানে অবস্থান করিবেন?" আমি বলিলাম "২ দিনের অধিক নহে।" তিনি বলিলেন "আপনি এই নগরীর অন্যতম পণ্ডিত ডাক্তার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি বলিলাম "ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তাঁহার দ্বারবানেরা বলিল তিনি এখন লোনাবলীতে আছেন।" অনন্তর আমি বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিলাম "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় যে ঐরূপ বিতর্ক করিতে হইবে তাহা আমি মনে করি নাই, যদি আমি আপনার মতের বিরুদ্ধে কোন তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।" রমাবাই বলিলেন "এ আপনার অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করা হইতেছে, চিরকাল জগতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তর্ক ব্যতীত সত্য-নির্ণয় হয় না। আপনি কলিকাতা বাইবেল-সোসাইটী হইতে একখানা বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ লইয়া পাঠ করিবেন এবং যে সকল স্থলে সন্দেহ হইবে কোন জ্ঞানী খ্রীষ্টানের নিকট উহা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহা হইলে সংশয় দূর হইবে।" আমি বলিলাম আমরা সংসারী লোক, সর্ব্বদা নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে

হয়, অতএব যদি অবসর পাই অবশ্য "বাইবেল" পাঠ করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের রাজার ধর্ম্মশাস্ত্রে কি আছে উহা জানায় দোষ কি? অনন্তর পণ্ডিতাবাইর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রায় ১০টার সময় বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী একটী প্রভাববতী মহিলা, তিনি শৈশব হইতে কেবল আত্মনির্ভর করিয়া অসংখ্য বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক বিদ্যা বুদ্ধির এতদূর উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায়ের বিষয় ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়, শুধু ভারতবর্ষ কেন, তিনি স্বীয়গুণে বর্ত্তমান সময়ে সভ্যজগতের সমুদয় শিক্ষিত নরনারীর নিকট পরিচিত হইয়াছেন। য়ুরোপ আমেরিকায় তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পূজা হইয়াছে। আমেরিকার একটী খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায় ইঁহাকে সারদাসদনের জন্য বহু অর্থ প্রদান করিয়াছেন। পণ্ডিতাবাই যে কেবল পুস্তক পাঠেই নিপুণ তাহা নহে, তাঁহার সাংসারিক জ্ঞানও যথেষ্ট, তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "সারদাসদন নির্ম্মাণে প্রায় ৭০,০০০ সত্তর হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। আমি নিজে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা লোক খাটাইয়াছি বলিয়া এই টাকায় নির্ব্বাহ হইয়াছে, তাহা না হইলে বোধ হয় ৮০০০ আশী হাজার টাকার ন্যূন সম্পন্ন হইত না। এই কার্য্যের টাকা কড়ির হিসাব প্রভৃতি আমি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছি। সারদাসদনের মাসিক ব্যয় প্রায় ১৫০০ দেড় হাজার টাকা, ইহাও আমেরিকার সেই খ্রীষ্ট-সমাজ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গুণের আদর বড়ই অল্প হয়। রমাবাই দেশের লোকের নিকট সহানুভূতি পাইলে বোধ হয় খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন না। অবশ্য যাঁহারা স্ত্রীশি-

ক্ষার বিরোধী, তাঁহারা পণ্ডিতাবাইর সাহায্য করিবেন কেন? কিন্তু যাঁহারা বালকগণের ন্যায় বালিকাদিগেরও শিক্ষাদানে প্রয়াসী, তাঁহারা এই বিদুষী মহিলার সদনুষ্ঠানের সহায়তা করিতে পারিতেন। একটী ছাত্র বলিলেন ইন্দোরের মহারাজ হলকার নাকি পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কি এরূপ সাহায্য দেশীয় লোকের নিকট পাইতে পারিতেন না?" তাহার উত্তরে রমাবাই বলিয়াছিলেন "মানুষের কোন শক্তি নাই, ঈশ্বর যখন যাহাকে যে পথে প্রেরণ করেন, সে সেই পথে যাইতে বাধ্য হয়"। ইহাদ্বারা বোধ হইতেছে তিনি হিন্দুর ন্যায় অদৃষ্টবাদ এবং কর্ম্মফল স্বীকার করেন।

রমাবাই এখন লোকহিত-ব্রতে ব্যাপৃত থাকিয়া বিমল আনন্দে সময় কাটাইতেছেন। তাঁহার একটী কন্যা দেখিলাম ইহার নাম কুমারী মনোরমা বাই, বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে। মনোরমাকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ইংরেজী পড়ান হইতেছে। এই বালিকাও জননীর ন্যায় প্রফুল্লমুখী এবং সরলহৃদয়া।

পুণার অন্যান্য দ্রষ্টব্য।

ঐদিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ বসুর সহিত পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। সহরের উত্তরপশ্চিমভাগে একটী নদীর সেতু পার হইয়া প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে উপস্থিত হইলাম। কলেজগৃহ প্রস্তর দ্বারা সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত। এখানে

অনেকপ্রকার যন্ত্রাদি ও ইহার সংলগ্ন একটী উদ্যানে বহুবিধ বৃক্ষ, লতা, পুষ্প বিলোকন করিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রের দিন দিন কতই উন্নতি হইতেছে, কতপ্রকার যে নূতন বৃক্ষলতার আবিষ্কার হইতেছে, তাহার অন্ত নাই। অমরকোষের বনৌষধি-বর্গের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, এরূপ অসংখ্য বৃক্ষ লতা সন্দর্শন করিলাম। বৃহৎসংহিতার বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-প্রকরণে বৃক্ষলতা রোপণের যে সকল প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বোধ হয় তদপেক্ষা অসংখ্য অসংখ্য নূতনতর বিধান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বমান একটী রাজপথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম। এই রাজপথের উভয় পার্শ্বে য়ুরোপীয় ও দেশীয় বড় বড় লোকদের বাড়ী ও বাঙ্গলো। ডাঃ ভাণ্ডারকরের বাড়ী ও এই রাজপথের উত্তর ভাগে অবস্থিত।

অনেক দূর গিয়া একটী প্রান্তর-মধ্যে উপস্থিত হইলাম, ইহারই একাংশে একটী পর্ব্বতের উপত্যকা-প্রদেশে ফার্গুসন্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত; এই বিদ্যালয় দেশীয়লোকদের প্রযত্নে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সংলগ্ন একটী ছাত্রাবাস আছে, এখানে বহুসংখ্য ছাত্র অবস্থান করে। স্থানটী বড়ই মনোরম, এবং বিদ্যার্থিগণের পাঠ্যাবস্থায় অবস্থানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যেমন বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত, তেমন সহরের বিলাস বিভ্রম হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে যে শৈলমালা দেখিতে পাওয়া যায় উহাতে পুরাকালের কতিপয় গুহা আছে, উহাকে সাধারণ লোকে পাণ্ডবগুহা বলে। কথিত আছে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ বনবাসকালে এই গুহায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ

যা এই গুহা বৌদ্ধদের খোদিত বলিয়া থাকেন। ডাপ্তর্সন্-কলেজ পুণা সহর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য অস্তগত হইলেন, ক্রমে অন্ধকারে জগৎ আবৃত করিতে লাগিল, আমরা ধীরে-ধীরে পুণা সহরের পশ্চিমভাগস্থ নদীর সেতু পার হইয়া সহরে প্রবেশ করিলাম।

বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভা।

১১ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্ন-আহারের পর পুণার বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভায় গমন করিলাম। সেইদিন উক্ত সভার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের প্রশংসাপত্র ও পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রী ও দ্রাবিড়ী অধ্যাপকবর্গ ও স্থানীয় বড়লোকেরা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ আধুনিক-প্রণালী অনুসারে শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশন ও যথাক্রমে কথোপকথন করিয়া সুচারুরূপে সভার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। প্রথমে সভাপতির অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমানবর্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম করিলেন, বেদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের পুরস্কার প্রদানের পর আমার নামগ্রহণপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন এবং সন্নিহিত হইলে সভাপতি মহাশয় একখানি প্রশংসাপত্র ও চন্দন-চুয়া-পুষ্প-মাল্যের সহিত পুরস্কারের টাকাগুলি একখানি কাগজে করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। এইরূপে বহুসংখ্যক ছাত্র পারিতোষিকলাভ করিলেন। অনেকে কেবল প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইলেন। সভাপতির বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হইল।

পুণাসহরের শিক্ষিত লোকমাত্রেই অল্লাধিক সংস্কৃত বলিতে সমর্থ, পণ্ডিতদিগের ২।৪ জন পরিষ্কার রীতিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। পুণায় আসার পর বাঙ্গালী ছাত্রগণ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সংস্কৃতভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা বলিবার আবশ্যক হয় নাই। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বানা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

মহারাষ্ট্রীয়-বিবাহ।

পুণানগরে আগমনের দিন হইতে প্রত্যহ ২।৪টী বিবাহের সমারোহ দেখিতেছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ঐদিন রাজপথে উপস্থিত হইয়াই দেখি একটী বিবাহের সমারোহ যাইতেছে। সেই মহতী জনতা অতিক্রম করিতে না পারিয়া শুক্রবার-পেটের প্রান্ত পর্য্যন্ত ইহার অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের রীতি এই, প্রথমে কন্যার বাগ্‌দান হইয়া গেলে বিবাহের দিন স্থির হয় এবং কন্যাকর্ত্তার যদি বড় বাড়ী থাকে, তবে নিজ বাড়ীতে নতুবা একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহ নিমন্ত্রিতগণকে ভোজন করান হয়। ইহার মধ্যে স্ত্রী-জাতির আধিক্যই অধিক। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত বহু সংখ্যা পুরমহিলা কেহ কেহ অর্থশকটে কিয়দংশ বা দল বাঁধিয়া পদব্রজে আগমন পূর্ব্বক ভোজনকরিয়া যান। বিবাহের দিন আহারের কোন সংস্রব থাকে না, যথাসময়ে পুরসুন্দরীগণ নানাবিধ সুন্দর সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত

হইয়া বরের বাড়ীতে আগমন করেন। অনন্তর বর সময়োচিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া বিবাহার্থ যাত্রা করেন। অশ্বের উপরিভাগে বরের একটী বালিকা ভগিনী বরের পশ্চাদ্দিকে উপবেশন করিয়া বরের কর্ণের নিকটে অনবরত ঝুমঝুমী বাদ্য করিতে থাকে। এই বালিকার কার্য্য বড়ই কঠোর, বর বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তবে ইহার বিশ্রাম লাভ। আমি ঐ প্রথার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে একটী মহারাষ্ট্রীয় বলিলেন "নব-বধূর কোমলকণ্ঠ-নিঃসৃত মন্ত্রণা বাক্য বরের কর্ণে প্রবেশ করিলে পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি অনাস্থা জন্মে এই আশঙ্কায় পুরাকালে ঐ রূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই পদ্ধতি প্রচলিত আছে"। আমি বলিলাম "মহাশয়! বজ্রনিনাদকে অতিক্রম করিয়া যে মধুরস্বর বরের হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা নিবারণের জন্য এই সামান্য উপায় অবলম্বন করা বর্ব্বরতা মাত্র"। তিনি উহা অঙ্গীকার করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর অগ্রগামী বরের পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বোক্ত সুসজ্জিতা পুর-মহিলারা দলে দলে পদব্রজে গমন করেন, সর্ব্বশেষে বরপক্ষীয় পুরুষগণ থাকেন। বিবাহ অধিক সমারোহবিশিষ্ট হইলে অগ্রে ও পশ্চাতে শান্তিরক্ষক প্রহরী থাকে।

বরসঙ্গিনী মহারাষ্ট্রীয় মহিলাদের বিবিধ প্রকার সুন্দর পরিচ্ছদ থাকিলে ও মস্তকের কবরীতে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার একটী সুবর্ণের ফুল কিংবা চাঁদ, আর কি শীত কি গ্রীষ্ম সর্ব্বকালেই জমকাল ঝাঁসিয়াবিশিষ্ট শাল এবং জড়ীর পাদুকা এই কয়টী বস্ত্র কেবলেই ব্যবহার করেন। প্রথমে যখন মরাঠী স্ত্রী-

লোকদের কাছা দিয়া কাপড় পরিতে দেখিয়াছিলাম, তখন যেন কেমন কেমন বোধ হইত, কিন্তু এখানে আসিয়া চক্ষের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ আর্য্যাবর্ত্তবাসিনী রমণীরা কাছা না দেওয়ায় একটী শোভায় বঞ্চিত আছেন, কিন্তু এইরূপ বস্ত্র পরিধানে একটু কৌশল আবশ্যক, কাছাটী এরূপ ঢিলে করিতে হইবে যাহাতে হাঁটুর নীচে পায়ের ডিমটী ঢাকে, ইহার উপর চারিগাছা কিংবা মোটা দুইগাছা মল পরিলে বেশ সুন্দর দেখায়।

মহারাষ্ট্রীয়দের বিবাহ দিবাতেও হয় আমি শ্রীযুক্ত নারায়ণ শাস্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম "জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে দিবা-বিবাহের স্পষ্টনিষেধ রহিয়াছে *। তিনি বলিলেন "হাঁ ঐরূপ শাস্ত্রীয় বচন আছে সত্য, কিন্তু এ দেশে বহুকাল হইতে দিবা-বিবাহের প্রথা চলিয়া আসিতেছে।" বিবাহ হইয়া গেলে বরযাত্রী স্ত্রীপুরুষেরা তৎক্ষণাৎ বাড়ী চলিয়া যান, তবে কন্যাকর্ত্তার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এমন ২।৪ জন সে রাত্রি থাকিয়া পরদিন বরের সহিত প্রত্যাগমন করেন।

---

* দিবাহেতু দিবাভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা।
বিবাহেঽনলবধা সা নিয়তং স্বামিঘাতিনী ॥
(মুহূর্ত্তচিন্তামণিঃ)

পুণার অধিবাসী।

পুণানগরে দেশস্থ কোকণস্থ, করহাট, নাগর প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্রাদি কতিপয় বর্ণের হিন্দু, পার্সী ও মুসলমানের বাস আছে। পুণার অধিবাসিগণ যেমন সাহসী বলিষ্ঠ ও উৎসাহসম্পন্ন তেমন কার্য্যকুশল। এখানে সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী, কতিপয় কলেজ্, স্কুল্ থাকায় সংস্কৃত ইংরেজী উভয়বিধ শিক্ষাই বেশ চলিতেছে, ইংরাজী শিক্ষারই দিন দিন অধিক উন্নতি হইতেছে। এখানে মরাঠীভাষা প্রচলিত, এই ভাষায় অনেক পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে কিন্তু এখনও ইহা বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। মরাঠীভাষা সম্বন্ধে ভিন্ন পুস্তকে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে তজ্জন্য এখানে উক্ত ভাষাসংক্রান্ত বিশেষ কিছু উল্লিখিত হইল না। এখানে হিন্দুদের মধ্যে অবরোধ প্রথা অপেক্ষাকৃত শিথিল, স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠনদ্বারা মুখ আবৃত করেন না, বগী ও ফেটিনে চড়িয়া অনায়াসে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া যাতায়াত করেন। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কেহ সাক্ষাৎ করিতে গেলে যদি গৃহস্বামী উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে যুবতী বধূ ও কন্যারা অনায়াসে আগন্তুক ব্যক্তির সম্মুখে অনাবৃত-মুখে বাহির হইয়া থাকেন। এদেশে একগৃহে ভিন্ন পংক্তিতে উচ্চ ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পর্য্যন্ত ভোজন করেন, উহাতে কোন দোষ নাই। এখানে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী শৈব ও মধ্বাচার্য্য ও রামানুজের মতাবলম্বী বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক। এই নগরে আর্য্যসমাজ ও প্রার্থনা-

সমাজ নামে দুইটী সভা আছে। ইহার মধ্যে আর্য্যসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ও প্রার্থনাসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। পুণার অধিবাসিগণ অতিশয় রাজনীতি-বিশারদ, একজন বাঙ্গালী বলিয়াছিলেন "মহারাষ্ট্রীয়জাতি রাজনৈতিক বুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়।"

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

দক্ষিণাপথে পুণা ও নাসিক এই দুইটী স্থানই ব্রাহ্মণের বসতির জন্য প্রসিদ্ধ। পুণা নগরে দেশস্থ, কোকণস্থ, করহাটনাগর প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ থাকিলেও বোধ হয় কোকণস্থ ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। কোকণস্থ ব্রাহ্মণের অন্য নাম চিৎপাবন বা চিত্তপাবন। চিৎপাবনেরা কি সংস্কৃত কি ইংরেজী সকল বিষয়েই বেশ পারদর্শী। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ও দেশীয় রাজাদের রাজ্যের বড় বড় কার্য্যগুলি প্রায় ইহাদেরই অধিকৃত। কোকণস্থ ব্রাহ্মণগণের স্ত্রী পুরুষ সকলেই গৌরবর্ণ এবং সুশ্রী। শাস্ত্রীরা প্রত্যহ বেদচর্চ্চা ও হোম করেন। ইঁহারা রজকদ্বারা বস্ত্র ধৌত করেন না, স্নানকালে বস্ত্রগুলি এরূপে কাচিয়া আনেন যে, উহাতে অণুমাত্র ময়লা হইতে পারে না।

কোকণস্থ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে কথিত আছে মাতৃহন্তা পরশুরাম তীর্থ পর্য্যটনের নিমিত্ত দক্ষিণাপথে গমন করেন।* তিনি শ্রাদ্ধে ও যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া-

---

* শ্রাদ্ধার্থং চৈব যজ্ঞার্থং মন্ত্রিতাঃ সর্ব্বব্রাহ্মণাঃ।
নাগতা শ্বয়ঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধোঽভূদ্ভার্গবোমুনিঃ।।

ছিলেন কিন্তু তাঁহার অভ্যর্থনায় ঋষিরা আগমন করিলেন না, উহাতে ভার্গবমুনি কুপিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন আমি নূতন কর্ত্তা নূতনক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, অতএব কেন ব্রাহ্মণেরা আগমন করিলেন না। আমি নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিব এই রূপ মনে ধারণা করিয়া সূর্য্যোদয়-কালে স্নানের নিমিত্ত সাগরে গমন করিলেন। তিনি সহসা চিতাস্থানে কতকগুলি লোককে আগমন করিতে দেখিলেন, তাহাদের ষাটটী কুলের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করতঃ সর্ব্ব-বিদ্যায় সুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ্য প্রদান করিলেন। চিতা স্থানে পবিত্র হওয়ায় এই সকল ব্রাহ্মণেরা চিৎপাবন বা চিত্তপাবন সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। পরশুরাম বলিলেন "তোমরা কোন কার্য্যের জন্য যখনই স্মরণ করিবে তখনই আমি আগমন করিব।" অনন্তর

ময়া নূতনকর্ত্তা বৈ ক্ষেত্রং নূতননির্ম্মিতঃ।
নাগতাঃ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে কারণং কিং প্রয়োজনম্॥
ব্রাহ্মণা নূতনাঃ কার্য্যাঃ এবং চিন্তানিশুগ্রহং।
সূর্য্যোদয়েতু স্নানার্থং গতঃ সাগরদর্শনে॥
চিতা স্থানে তু সহসা হ্যাগতাংশ্চ দদর্শ সঃ।

* * * * *

ষষ্টিকুলাংস্তেষাং শ্রুত্বা পবিত্রমকরোত্তদা।
ব্রাহ্মণ্যঞ্চ ততো দত্বা সর্ব্ববিদ্যা-সুলক্ষণম্॥
চিতা-স্থানে পবিত্রত্বাচ্চিত্তপাবনসংজ্ঞকাঃ।
সর্ব্বকালে স্মরধ্বেবং কার্য্যার্থে চাগতোহস্ম্যহং॥
এবং হি চাশিষন্তেষাং দত্বা তু ভার্গবো মুনিঃ।
আগত আলয়ে শ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ প্রভুঃ॥

রাম সেই সকল ব্রাহ্মণকে নিজগৃহে আনয়ন করতঃ নামানুসারে গোত্র প্রদান করিলেন, গোত্র নামানুসারে চতুর্দ্দশটী কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল ব্রাহ্মণেরা গৌরবর্ণ সুনয়ন এবং সুশ্রী, পরশুরামের প্রসাদে ঐ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। বহুদিন গত হইল ব্রাহ্মণেরা নিজকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন, একদা কুবুদ্ধি-বশতঃ প্রভুর চিত্ত পরীক্ষার অভিপ্রায়ে ভার্গবমুনিকে স্মরণ করিলেন। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত, কোন কার্য্য না দেখিয়া জগদ্গুরু পরশুরাম ক্রোধে অতিসম্পাত প্রদান করিলেন, তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা

এবং চ নূতনান্ বিপ্রান্ দদ্যাদ্ গোত্রাণি নামতঃ।
চতুর্দ্দশগোত্রকুলাঃ স্থাপিতাশ্চতুরঙ্গকে॥
সর্ব্বে চ গৌরবর্ণাশ্চ সুনেত্রাশ্চ সুদর্শনাঃ।
সর্ব্ববিদ্যানুকূলাশ্চ ভার্গবস্য প্রসাদতঃ।
গতং বহুদিনং দেবি! স্বকার্য্যং কৃতবান্ স্থিতঃ।
কুচোদ্যংচৈবয়াদায় স্বামিবুদ্ধিপরীক্ষণাৎ॥
অকার্য্যং কুরুতে কার্য্যং স্মরতে ভার্গবংমুনিং।
আগতস্তৎক্ষণাদেব পূর্ব্বোক্তস্য চ কারণাৎ॥
তত্রৈব দৃশ্যতে কৃত্যং ক্রোধিতশ্চ জগদ্গুরুঃ।
শাপিতাস্তেন যে বিপ্রা নিন্দ্যাশ্চৈব কুচিত্তকাঃ॥
শাপং চ প্রাপ্য তে তস্য কুটিলাশ্চ দরিদ্রিণঃ।
যেবাং সর্ব্বত্র কর্ত্তার ইদং নিশ্চয়ভাষণম্॥
ইতিহাসকথা দেবি তবাগ্রে কথিতা ময়া।
চিৎপাবনস্য চোৎপত্তিরিদং চৈব তু কারণম্॥
সহ্যাদ্রেশ্চতলে প্রায়শ্চিত্তপোলন-নামতঃ। *

(স্কন্দপুরাণ-সহ্যাদ্রিখণ্ড উঃ ১মঃ অঃ) * বিশ্বকোষ দেখ।

কুৎসিত-চিত্ত ও দরিদ্র হইল, সর্ব্বত্র চাকুরী করিয়া জীবন-ধারণ করিতে লাগিল, ইহাই চিত্তপাবনদিগের উৎপত্তির ইতিহাস। সহ্যপর্ব্বতের উপত্যকায় চিত্তপোলনামক গ্রাম ইহাদের আদিম বসতিস্থান।

প্রত্যেক দেশেই কোন না কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ২।৪টা বিরুদ্ধ বচন দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যার ফল ভিন্ন কিছুই নহে। পরাধীনতার ফলে পুরুষকারবিহীন হইলেই মানুষের কাপুরুষতা ও বিদ্বেষবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই এই সকল বচন উৎপত্তি লাভ করে। যদি এই ঘটনাটির সরলভাব গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে বোধ হয় পুরাকালে দক্ষিণাপথে ব্রাহ্মণের বসতি ছিল না, পরশুরাম তীর্থপর্য্যটনে গিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পর্ব্বতমালা ও অরণ্যসঙ্কুল দূরদেশে কোন ঋষিই যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতরাং তিনি সমুদ্রতীরে যাহাদিগকে * দেখিয়াছিলেন তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ্য প্রদান করিয়া এই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহারা যদি যথার্থই পরশুরামের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও সে এত পুরাকালের কথা যে, এখন তাহা বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে না। আর স্কন্দপুরাণের বচনগুলি প্রক্ষিপ্ত কি না তাহাই বা কে বলিবে?

---

* চিত্তপাবন ব্রাহ্মণদের বিরোধীরা বলেন, "যে পারসীক সম্প্রদায় প্রথমে ধর্ম্মনাশভয়ে অর্ণবতরীতে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাপথের সাগরতীরে অবতরণ করিয়াছিল, তাহারা বেদচর্চ্চা, যাগ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া কোকণস্থ বা চিত্তপাবন ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হয়। তজ্জন্য এই সম্প্রদায়ের সকলেই গৌরবর্ণ বিশিষ্ট।" কিন্তু প্রমাণাভাবে এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

যাহা হউক, ঐ বচনগুলি কৃত্রিমই হউক অথবা সত্যই হউক, কোকণস্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে এখন এত পণ্ডিত, কৃতবিদ্য ও ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকে স্কন্দপুরাণের ন্যায় এক একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন। মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী ও বালশাস্ত্রীর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ কোকণস্থ ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয় ১৭৪৩ শকে পুণানগরে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায় বারাণসীধামে অবস্থানকালে অল্প কয়েক দিন মাত্র উক্ত পূজ্যপাদ পণ্ডিতবয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু ঐরূপ প্রতিভা, বিবেক, দূরদর্শিতা ও সংস্কৃতভাষায় গভীর বুৎপত্তি, জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার আর অন্য একজন অধ্যাপকে ও দেখিতে পাই নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

বম্বে প্রত্যাগমন।

ঐ দিন সায়ংকালে বাসায় আসিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজের ছাত্রবন্ধুদের সহিত নানা গল্পে রাত্রির প্রথমাংশ অতিবাহিত করতঃ শয়ন করিলাম। পরদিন স্নান ও আহারান্তে যাঁহাদের যত্নাতিশয়ে পুণানগরীতে সুখে অবস্থান করিয়াছিলাম, তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় ষ্টেশনে গমন করিলাম। এখানে কতিপয় পরিচিত মহারাষ্ট্রীয় ছাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদের সহিত এক গাড়ীতে আরোহণ

করিয়া বম্বে অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বম্বে হইতে পুণা গমনকালে নিদ্রাবেশে পথিপার্শ্বস্থ দৃশ্যগুলির কিছুই দেখিতে পাই নাই, সুতরাং চন্দ্রবাবু প্রভৃতি বলিয়াদিয়াছিলেন "যাইবার কালে উন্নতানত সহ্যপর্ব্বতমালা দিয়া কিরূপ কৌশলে রেলপথ চালান হইয়াছে উহা দেখিয়া যাইবেন।" তজ্জন্য গন্তব্য পথের নির্ম্মাণকৌশল ও উভয়দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য উৎসুকচিত্তে বসিয়া রহিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই উভয় পার্শ্বে কর্ষিত ক্ষেত্র সকল দেখা যাইতে লাগিল, এ প্রদেশের মৃত্তিকার বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডুর এবং বালুকা ও পাষাণকণাময়; অনতিদূরে বম্বের গবর্ণরের মনোরম প্রাসাদ শোভা পাইতেছে। কিয়দ্দূর গমন করিলে কোন পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী প্রাচীনকালের মন্দির দেখিলাম, ছাত্রগণ বলিলেন "ঐ মন্দিরে শিবাজী-প্রতিষ্ঠিত চতুঃশৃঙ্গীদেবী বিরাজ করিতেছেন। তাহার পর আমরা লোণাবলী-ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম, এই স্থানটী বড় স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, ষ্টেসনের উভয়পার্শ্বে শৈলমালার অধিত্যকায় বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর বাঙ্গলো ও পুষ্পোদ্যান বিরাজিত হইয়া এই স্থানের দৃশ্যকে নয়নপ্রীতিকর করিয়া রাখিয়াছে।

অনুমান দিবা ২টার সময় খাণ্ডাবাড়া-ষ্টেসনে উপনীত হইলাম, এখান হইতে পলাশদড়ী-ষ্টেসন পর্য্যন্ত সহ্যপর্ব্বতমালা দিয়া অতিঅদ্ভুত প্রণালীতে রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সর্পের গতি যেমন বক্র, এখানকার রেলপথের গতিও তদ্রূপ। এই শকটমালা পর্ব্বতগাত্র দিয়া যাইতেছিল, দেখিতে দেখিতে সহ্যপর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে উপস্থিত হইল, আবার অগ্রে ও পশ্চাতে দুইটী ইঞ্জিন্ জুড়িয়া দেওয়ায় ক্ষণকাল মধ্যে পর্ব্বতের

চূড়ায় আরোহণ করিল। তখন পর্ব্বতবাহিনী স্রোতস্বতীকে যেন একগাছি সূক্ষ্মসূত্রের মত এবং উপত্যকাবাহী পথিকদিগকে এক একটী পিপীলিকাসদৃশ অনুমিত হইতে লাগিল। পুনরায় শকটমালার গতি ফিরিল, এবার নামিতে নামিতে যেন রসাতল অভিমুখে ধাবিত হইল, এইরূপ চড়াই উতরাই করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে ২৪টী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্ব্বত ভেদ করিয়া রন্ধ্রপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোথায় অভ্যন্তরস্থ রেলপথ অর্দ্ধ মাইল, কোন স্থানে এক মাইল, সিকি মাইলের ন্যূন কুত্রাপি নাই। এই সকল স্থলেই ডবললাইন্, গমনকালে আমাদিগকে লইয়া শকটমালা যখন অন্ধকারময় একটী (Tunnel) পর্ব্বততল-খোদিত-পথের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, তখন বিপরীত দিক্ হইতে একখানি ধাবমান শকট ভীষণ শব্দ করিতে করিতে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল, অন্ধকারে কিছুই নেত্রগোচর হয় না, কেবল গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ ভীমরব আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর পর্ব্বত-সন্নিহিত বহুদূরব্যাপী একটী হ্রদের তটে শুভ্র শুভ্র অট্টালিকা ও উদ্যানপরিশোভিত প্রসিদ্ধ কল্যাণনগর আমাদের নয়নপথে উপস্থিত হইল। এই স্থানটী অত্যন্ত প্রাচীন, পূর্ব্বে ইহা চৌলুক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের রাজধানী ছিল, অধুনা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত। কল্যাণজংসন অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গমন করিলেই টানাসহর। এই সহরটীও দেখিতে বেশ রমণীয়। অনন্তর বম্বের সন্নিহিত একটী স্থানে লবণক্ষেত্র বিদ্যমান দেখিলাম, প্রান্তর-মধ্যে শ্রেণী-

বক্ষভাবে অবস্থিত লবণের চৌবাচ্চাসকল বড় মনোহর বোধ হইল। তাহার পর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বোম্বাইনগরে উপস্থিত হইলাম। ভারবাহীর নিকট হইতে ব্যাগটী বাসায় রাখিয়াই ভ্রমণে বহির্গত হইলাম, বিবিধ রাজপথ ও বাজার সন্দর্শন করিয়া সায়ংকালে সাগর তীরে উপস্থিত হইলাম, বম্বের সাগর তীরে গমন করিলে সত্বর গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। অনেকক্ষণ সাগরশোভা নিরীক্ষণ করিয়া সায়ংসন্ধ্যা শেষ করতঃ রাত্রি ৮টার সময় বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

মহালক্ষ্মী।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও স্নান সন্ধ্যা শেষ করিয়া মহালক্ষ্মী নামক স্থানে যাত্রা করিলাম। বাসার নিকটবর্ত্তী ষ্টেসন হইতে মহালক্ষ্মীর ভাড়া তিন পয়সা মাত্র। বোম্বাই সমুদ্রতীর দিয়া যে রেলপথ গিয়াছে, উহাতে দৈনিক ৭৫ বারেরও অধিক বাষ্পশকট গমনাগমন করে, সুতরাং ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া টিকিট লইতে যে বিলম্ব, পর মুহূর্ত্তেই গাড়ী পাওয়া যায়। পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময় মহালক্ষ্মী ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দেবীর অধিষ্ঠিত মন্দিরে চলিলাম। ষ্টেসন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে মহাসমুদ্রতীরে মহালক্ষ্মীর মন্দির। আমরা যে গাড়ী হইতে নামিলাম উহার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে অনেকগুলি গুজরাটী বণিক্‌মহিলা অবতরণ করিলেন। রাজপথে বাহির হইয়া দেখি অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ নানাবর্ণের বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হইয়া প্রান্তর-মধ্যস্থ রাজপথ দিয়া দেবীর

মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছে। যথাসময়ে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম, সাগরতরঙ্গবিচুম্বিত মহালক্ষ্মীর মন্দিরের পৈঠা ও মেঝে অপূর্ব্ব মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের মধ্যভাগে মহালক্ষ্মীদেবী ও অন্যান্য কতিপয় দেব দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। গুজরাটী ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, কতিপয় ধর্ম্মানুরাগিণী রমণী দেবীর সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় বসিয়া ভক্তিভাবে মধুরস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। আগমন কালে পরিচিত দুই তিনটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও আমি দেবীর পূজোপকরণ ক্রয় করিয়া যথাশক্তি পূজা, স্তবপাঠ, প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি শেষ করতঃ একটী পূজক ব্রাহ্মণের নিকট এই দেবীর ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "এই দেবী কত দিন হইতে এখানে অধিষ্ঠিত আছেন তাহা কেহ বলিতে পারে না, তাঁহার বিশ্বাস চিরকালই দেবী এখানে আছেন। কিন্তু ষ্টেসন হইতে সমুদ্রসলিল পর্য্যন্ত এই ভূভাগ যে অল্পদিন হইল সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া স্থলরূপে পরিণত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই দেবী যে অতি প্রাচীন কালের তাহা অনেকে বলিল, বোধ হয় ইনি পূর্ব্বে অন্য কোথায়ও ছিলেন, পরে এখানে আনিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে। দেবীর মন্দির বোম্বাই-নিবাসী এক ধনী বণিকের অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত। অনন্তর আমরা আরবসাগরের দৃশ্য অবলোকন করিবার জন্য দেবীর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলাম।

আরবসাগরের দৃশ্য।

যদি কেহ মহার্ণবের প্রকৃত দৃশ্য বিলোকন করিতে বাঞ্ছা করেন তাহাহইলে তিনি মহালক্ষ্মীর পাদপদ্ম-বিচুম্বী উর্ম্মিমালা-পরিশোভিত আরবসাগরের তীরে আসিয়া উপবেশন করুন। এইরূপ মহান্ দৃশ্য সন্দর্শন করিলে হৃদয়ে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। সম্মুখে অনন্তসমুদ্রের সুনীল জলরাশির উপর দিয়া গগনস্পর্শিনী তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জন করিয়া যেন বম্বে-দ্বীপকে প্লাবিত করিতে উদ্যত, মধ্যে মধ্যে অর্ণবযানসকল শাদা শাদা পা'ল উড়াইয়া যেন এক একটী ক্ষুদ্র কপোতের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। তীরের অনতিদূরে বৃহৎ বৃহৎ জলজন্তু সকল নাসিকা দ্বারা জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া পুনরায় সলিলে বিলীন হইতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় তীরে জলসন্নিহিত নীলবর্ণ প্রস্তরখণ্ডগুলি একটী কৃষ্ণবর্ণ রেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে, বামভাগে তালবন-পরিবৃত পর্ব্বতমালা, দক্ষিণদিকে সমসূত্রপাতে রোপিত নারি-কেল তরু-পরিবৃত বেলাভূমি সন্দর্শন করিলে মহাকবি কালি-দাসের বর্ণনাগুলি একে একে স্মৃতিপথে উদিত হয়।* বস্তুতঃ এই স্থানের জলধির অসীমতা ও ভীষণত্ব অনুভব করিয়া বিধা-তার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিলাম। যিনি

---

* দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
ধারা-নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥ ১৫॥
(রঘুবংশ ১৩শ সর্গ)

শৈলমালার অধিত্যকায় প্রস্রবিণী-বক্ষে পরিমিত সলিল প্রদান করিয়াছেন, এই অনন্ত মহার্ণবের অপরিমেয় গভীর জলরাশি ও তাঁহারই সৃষ্টি। তিনি জগতের কত স্থানে কত প্রকার ভীষণতা, কোমলতা, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন "দেশ ভ্রমণে চাতুর্য্যশিক্ষা হয়"* কিন্তু চতুরতাশিক্ষা যত হউক বা না হউক, ইহা দ্বারা প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া হৃদয়ে যে প্রীতিরস উদ্বেলিত হয়, উহা সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক। আমরা যেস্থানে বসিয়াছিলাম সেখান হইতে সমুদ্রজল হাতে পাওয়া যায়, এক এক বার বায়ুবেগে এরূপ সকল তরঙ্গমালার উদ্ভব হইতে লাগিল যে, আমরা উর্দ্ধমুখে উহার উচ্চতা দেখিয়া মনে করিতে লাগিলাম, এইবার আমাদিগকে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইবে কিন্তু সমুদ্রের কার্য্য কি আশ্চর্য্য সীমাবদ্ধ! আমাদের পদতলস্থ পাষাণরাশিতে প্রহৃত হইয়াই ঐ সকল উর্ম্মিমালা বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একটী পরমহংস সমুদ্রে স্নান করিয়া উত্থিত হইলেন। ইঁহার পরিধেয় কৌপীন, হস্তে কমণ্ডলু, বয়স ৭০ বৎসরের ন্যূন নহে, বেশ স্থূলকায়, লোল চর্ম্ম, গৌরবর্ণ দেহ, মুণ্ডিত মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্রকেশগুলি কদম্বকুসুমের ন্যায়

* দেশাটনং পণ্ডিতমিত্রতা চ
বারাঙ্গনারাজসভাপ্রবেশো।
অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি
চাতুর্য্য-মূলানি ভবন্তি পঞ্চ॥

শোভা পাইতেছে। এই সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষকে দেখিয়াই হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইল, "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণিপাত করিলে সেই মহাত্মা নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক প্রসন্নবদনে আলাপ আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃতভাষায় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রশ্ন করিলে উহা বিষদভাবে বুঝাইয়া দিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভগবদ্গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগের ১৭শ * শ্লোকটীর অতিসরল ব্যাখ্যা করিলেন। ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিয়াছি, কতজনের মুখে উহার ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, কত সময় উহার ভাষ্য ও টীকা লইয়া আলোচনা করা গিয়াছে কিন্তু ঐ মহাপুরুষের মুখে উহার ব্যাখ্যাটী শুনিয়া এমন বিমল শান্তি অনুভব করিলাম যে উহা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায়না। বস্তুতঃ ধার্ম্মিকের মুখেই ধর্ম্মের কথা শোভা পায় অন্যের মুখে উহা শুনিলেও তদ্দারা কোন কার্য্য হয়না। এই পরমহংসের জন্মভূমি ও নাম জানিবার জন্ত বহু চেষ্টা করিলাম কিন্তু ইনি কোন প্রকারেই উহা প্রকাশ করিলেন না, কেবল বলিলেন "যে ব্যক্তি নাম রূপ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার আর নাম জিজ্ঞাসা কেন? আমাকে একটী বিশেষণবিহীন পদার্থ বলিয়া মনে কর"। যোগিবর ক্ষণকাল মধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন, অনন্তর একটী পঞ্জাবী প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা ৩।৪টী শ্রীফল হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার উজ্জলবর্ণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া প্রথমে কোন সমৃদ্ধিশালী ধনীর

---

* জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥
(ভগবদ্গীতা ১৩শ অধ্যায় ১৭শ শ্লোক)

গৃহিণী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, পরে মাথায় ঝুঁটী, খড়ম পায়, লম্বমান দাড়ী মুখে, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক, যজ্ঞসূত্র গলে, এক শ্যামতনু দীর্ঘকায় বৃদ্ধপুরুষ সেখানে আগমন করিলেন। এই বৃদ্ধই ঐ ভদ্রমহিলার স্বামী, ইঁহাদের সন্তান হয় নাই, প্রায় ৩ মাস অতীত হইল তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছেন। সংপ্রতি দ্বারকাতীর্থ সন্দর্শন করিয়া পঞ্চবটী, অবন্তী ও ওঙ্কারেশ্বরে যাইবেন। ঐ ভদ্রমহিলা আমাদিগকে "ভাইয়া" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং আমাদের সমীপবর্ত্তী এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া নানাবিধ ধর্ম্মালাপ আরম্ভ করিলেন। আমাদের সঙ্গী এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ঐ পঞ্জাবী মহিলার সহিত হিন্দী-ভাষায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ঐ মহিলাটী শিলাখণ্ডে নারিকেল ভাঙ্গিয়া আমাদের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক উহা ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং আমরা উহা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে তিনি নিজেও আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ঐ শ্রীফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে তদীয়সঙ্গিনী অন্য একটী মহিলা মন্দির হইতে পানীয় জল আনিয়া আমাদিগকে দিলেন। আমরা এই ভদ্রমহিলাটীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অকৃত্রিম ব্যবহার দর্শনে অতিশয় প্রীত হইলাম। এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকা রমণীরাই নারীকুলের গৌরবস্থল, ইঁহারা স্বকীয় পবিত্র ব্যবহার দ্বারা পৃথিবীতেই যেন স্বর্গের ছবি প্রদর্শন করেন। এই ভদ্রমহিলার মৃদুমধুর বাক্য, বিমল প্রকৃতি, প্রসন্ন বদন, বিশুদ্ধপ্রীতিদায়ক।

ভিক্টোরিয়া-উদ্যান।

অনন্তর প্রায় দিবা ১১টার সময় সেই সমুদ্রতীর হইতে বাসায় আগমন করিয়া আহারান্তে পুনরায় অপরাহ্ণ ২টার সময় বঙ্গের অন্যতম দৃশ্য ভিক্টোরিয়া-উদ্যানে উপস্থিত হইলাম। এখানে অনেকগুলি দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। প্রথমে আমরা এই উদ্যানের মধ্যস্থ চিত্রশালিকায় * প্রবেশ করিলাম। ঐ গৃহের মধ্যভাগ মর্ম্মর-প্রস্তরে গ্রথিত এবং উহাতে সুন্দর সুন্দর লতা পুষ্প চিত্রিত থাকায় বড়ই মনোরম দেখায়। এখানে নানাবর্ণের প্রস্তর, ধাতু, বহুবিধ মৃত সামুদ্রিক প্রাণী ও স্থলচর এবং জলচর জীব জন্তুর দেহ কঙ্কাল প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। এই গৃহে যেরূপ তিমি ও তিমিঙ্গিল প্রভৃতি সুবৃহৎ সামুদ্রিক মৎস্যের কঙ্কাল আছে, এরূপ কঙ্কাল আর কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। ইহার এক পার্শ্বে দেশীয় শিল্পি-গণের নির্ম্মিত অনেক প্রকার ছবি দেখিলাম, তন্মধ্যে বালক বালিকার ছবিগুলি অবিকল নির্ম্মিত হইয়াছে। শিশুগুলি যেন জীবিত অবস্থায় হাস্য করিতেছে। এতভিন্ন হস্তী, বৃষ, মুষিক প্রভৃতির মূর্ত্তি-গুলিও বেশ সুন্দর। ইহার মধ্যভাগে মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গীয় প্রতিমূর্ত্তি আছে।

যাদুঘর দেখা শেষ হইলেই আমরা এই উদ্যানের পূর্ব্বভাগস্থ পশুশালা সন্দর্শন করিলাম। এখানে বহুবিধ পক্ষী, সর্প, বানর, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য প্রাণী আবদ্ধ অবস্থায় প্রতিপালিত

---

* চিত্রশালিকা—যাদুঘর বা মিউজিয়ম্।

হইয়া থাকে। আমরা ঐ সকল প্রাণী পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক উদ্যানের ফলকুসুমে পরিপূর্ণ অন্যান্য বৃক্ষরাজির নিকটে ভ্রমণ করিয়া শ্রান্তদেহে এক উৎসের * নিকট আসিয়া উপনীত হইলাম। উদ্যানদর্শনেচ্ছু অনেক স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা ইহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা ঐ উদ্যান হইতে নির্গত হইলাম। এই উদ্যানের পশ্চিম ভাগস্থ রাজপথের অপর পার্শ্বে প্রসিদ্ধ "এলফিন্‌ষ্টোন-কলেজ্" অবস্থিত। এই কলেজ বাড়ীটী দেখিতে বেশ সুন্দর, এই সময় গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে কলেজ বন্ধ ছিল। ভিক্টোরিয়া উদ্যানের উত্তরভাগে বম্বের দেশীয় ধনীদিগের বহুসংখ্যক কল-কারখানা দেখিলাম। এখানে কাপড়ের কল, ময়দার কল ও অন্যান্য অনেক প্রকার কল আছে। বম্বের এই অংশে মলয় বায়ুর গমনাগমন নাই কিংবা বিলাসবিভ্রমের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। উর্দ্ধভাগ ধূম রাশিতে সমাচ্ছন্ন, নিম্নে কেবল ধনসঞ্চয়ের জন্য ন্যস্তজীবন ধনিকদিগের কর্ম্মচারিগণ ও কর্ম্মঠ অসংখ্য শ্রম-জীবীর কোলাহল শ্রুত হওয়া যায়। এই সকল ধনিকগণের অনুষ্ঠান বড়ই প্রশংসনীয়। ইঁহাদের প্রযত্নে বম্বে প্রেসিডেন্সীর অতি অল্পলোকেই বিলাতী কাপড় ক্রয় করে। ইঁহারা যদি শাড়ী ও ধুতিগুলি ওরূপ চওড়া না করিয়া বাঙ্গালা-দেশের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মধ্যশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর অনেক বাঙ্গালী গৃহস্থের অর্থগুলি সমুদ্র পারে নীত হয় না। কারণ বিলাতী কাপড়ের তুলনায় বম্বের কাপড় অপেক্ষা কৃত অধিক দিন স্থায়ী। আমি আমার কালে বম্বের কলের যে

* উৎস—অর্থ ফোয়ারা।

দুই তিনখানি চাদর আনিয়াছিলাম, উহা দেখিতে বেশ সুন্দর এবং অনেক দিন ব্যবহার করিলাম।

বালকিশোর পর্ব্বত।

ভিক্টোরিয়া উদ্যান হইতে প্রত্যাগমনকালে আমরা বম্বে-নগরীর নিরুপায় প্রাণিগণের পরিত্রাণশালা অথবা পিঞ্জরাপোল সন্দর্শন করিলাম। ইহা মুম্বাদেবীর মন্দিরের সন্নিহিত। যাঁহারা এই মহৎকার্য্যে অর্থদান করেন তাঁহাদের জীবন সফল ও ধন-সঞ্চয় সার্থক। বিলাসিতার জন্য অর্থরাশি ব্যয় করা সহজ, কারণ উহা তমোগুণের প্রেরণায় ঘটিয়া থাকে, কিন্তু মানবের হৃদয়ে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব ব্যতীত জীবের প্রতি দয়া উপস্থিত হয় না। এখানে সহস্র সহস্র দুঃস্থ জরাতুর প্রাণী স্বচ্ছন্দে অব-স্থান করিয়া ইহার অনুষ্ঠাতা জৈন ও হিন্দু ধনিকগণের উন্মুক্ত-স্বর্গদ্বারের শুভ সংবাদ ঘোষণা করিতেছে।

তাহার পর আমি সঙ্গীসহ বম্বের সমুদ্রতীরস্থ বালকিশোর পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম। ঐই পর্ব্বতে উঠিবার জন্য বেশ সুন্দর সিঁড়ী আছে। ইহার উপরিভাগে প্রশস্ত রাজপথ, গবর্ণ-রের প্রাসাদ, অন্যান্য ধনিকদিগের অট্টালিকা, পারসীকদিগের শুষ্কাগার (দোখমা), ও উৎস-বিরাজিত সুন্দর সুন্দর উদ্যান শোভা পাইতেছে। এই পর্ব্বতে আরোহণকালে প্রফুল্ল গোলাপের ন্যায় নানাসাজে সজ্জিত সুন্দর সুন্দর পার্সী বালক বালিকারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহারা যখন উৎসাহ সহকারে পর্ব্বত বাহিয়া উঠিতে লাগিল তখন শৈলগাত্রে এক অপূর্ব্ব

শোভা হইল, তাহাদের অভিভাবক ও অভিভাবিকারা কৌতুক দেখিতে দেখিতে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আমরা উপরে গিয়া কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর শ্রান্তি দূর করিবার জন্য দক্ষিণধারী-প্রশস্ত রাজপথের বামপার্শ্বস্থ কোন বনের মধ্যস্থ এক প্রস্রবণের সুশীতল জলপান করিয়া বৃক্ষতলে এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলাম। এই স্থানটী বেশ শীতল, অপরাহ্নে মৃদু বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমার সঙ্গী কোকিলের রব শুনিয়া বলিলেন "পিককুল এই বনের নিত্যসহচর, যে কালেই আসা যায় কোকিলের রব শুনিতে পাওয়া যায়।" প্রস্রবণটী কিরূপে পর্ব্বতগাত্র দিয়া পড়িতেছে উহা দেখিয়া আমরা চতুর্দ্দিকে রাজপথ-বেষ্টিত এক কৃত্রিম উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। এই উদ্যানে নানা-জাতীয় ফুল ফুটিয়া আছে। কিছুক্ষণ সেখানে বেড়াইয়া গবর্ণরের মনোরম প্রাসাদ সন্দর্শন করিলাম। এই প্রাসাদটী মনোহর হইলেও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা এখানে অধিক দিন অবস্থান করেন না।

তাহার পর একটী রাজপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে নিম্নাভিমুখে গিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে সমুদ্রের নীলজলে তরঙ্গমালার মোহন নৃত্য দেখিতে বড়ই সুন্দর, অধিকন্তু অপরাহ্নে সাগরজলে বালকিশোর পর্ব্বতস্থ বনাবলীর প্রতিবিম্ব পতিত দেখিয়া শিশুপালবধ মহাকাব্যের ৩য় সর্গের বর্ণনা স্মৃতিপথে উদিত হইল *। শিশুপালবধমহাকাব্যের

* পাৱে জলং নীরনিধেরপশ্যন্
মুরারি রানীলপলাশরাশীঃ।

রচয়িতা মাঘভট্ট দক্ষিণাপথের অধিবাসী ছিলেন, সুতরাং দ্বারকাপুরী, রৈবতক পর্ব্বত, সমুদ্রজলে প্রতিবিম্বিত কাননের শোভা প্রভৃতি দক্ষিণাপথ-সুলভ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যাহা যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন উহার অবিকল ঐরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রীষ্মকালের দিন সুদীর্ঘ, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, আমরা ধীরে ধীরে প্রত্যাগমন করিয়া যখন বালকিশোর পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম, তখন লোহিত-পিণ্ডের ন্যায় দিবাকর সমুদ্রসলিলে গাত্রমজ্জন করিতেছেন দেখিতে পাওয়া গেল। পশ্চিমাকাশ রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল, আমরা সমুদ্রতীরে অধিকক্ষণ প্রতীক্ষা না করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

এপোলো বন্দর।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইলাম, প্রথমে বম্বের হাইকোর্ট (উচ্চতম-ধর্ম্মাধিকরণ) মিউনিসিপাল্‌মার্কেট্ (স্বাস্থ্য সমিতির পণ্যবীথিকা) প্রভৃতি সাধারণ দর্শনীয় পদার্থগুলি সন্দর্শন করিয়া বুড়ী-বন্দর ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। এই ষ্টেসনের অপর নাম ভিক্টোরিয়াটার্মিনাস্ (Victoria Terminus) ইতঃপূর্ব্বে দুইবার বুড়ীবন্দর ষ্টেসনে আসিয়াছি কিন্তু ইহার বিষয় কিছু বলা হয় নাই, এইরূপ সুন্দর দর্শনীয় ষ্টেসন ভারতবর্ষের কুত্রাপি নাই। উন্নত চূড়াবিশিষ্ট হর্ম্ম্যগুলি

বনাবলীরুৎকলিকাসহস্র-
প্রতিক্ষণোৎকুলিতশৈবলাভাঃ ॥
(মাঘভট্ট)

সমুদ্রাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্থানটী অতিশয় সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ গৃহগুলিতে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আসন, পরিচ্ছদ, নানাদেশীয় বস্ত্র, খেল্না প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। এই ষ্টেসনের সন্নিহিত পশ্চিম দিকে অত্যুচ্চ মিউনিসিপাল্-অফিস্, উহার পশ্চিম পার্শ্বে একটী কলেজ্ বিদ্যমান।

তাহার পর আমরা সমুদ্রের অনতিদূরস্থ প্রশস্ত রাজপথ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। এইটী বম্বে-সহরের প্রসিদ্ধ ও প্রশস্ত স্থান। ইহার বামপার্শ্বে ইঞ্জিনিয়ারিং-অফিস্, কিয়দ্দূরে বম্বে-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্যালয় ও অন্যান্য কতিপয় সুন্দর অট্টালিকা অবস্থিত। বহু দূরে গিয়া এপেলোবন্দর দেখিতে পাইলাম। এইস্থানে সমুদ্র যেন বক্রভাবে কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়াছে, তটোপরি বন্দর ও ঘাট। সমুদ্রের মধ্য হইতে এমন কৌশলে ও পরিপাটীরূপে সিঁড়ীগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে যে দেখিলে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ঘাটের উপরিভাগে সাধারণের উপবেশনের নিমিত্ত সুন্দর সুন্দর প্রস্তরাসন রহিয়াছে। আমি কিয়ৎক্ষণ চতুর্দ্দিক ভ্রমণের পর একখানি আসনে উপবেশন করিয়া সমুদ্র শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সম্মুখে মহাসমুদ্র-মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও পর্ব্বতমালা বিরাজ করিতেছে। কোন কোন দ্বীপ অসংখ্য তাল খর্জ্জুর নারিকেল ও গুবাকবৃক্ষে বেশ শোভাযুক্ত বোধ হইতেছে। উহারই একটী দ্বীপের নাম হস্তিদ্বীপ। উক্ত দ্বীপে অতিপুরাকালের বহুসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর পাষাণমূর্ত্তি আছে। সাগর যে কেবল মৈনাকপর্ব্বতকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, অদ্যাপি প্রকাশ্যে অপ্র-

কাছে অনেক ভূধর ইঁহার অঙ্কদেশ আশ্রয় করিয়া আছেন। য়ুরোপযাত্রীরা এইস্থান হইতে অর্ণবযানে আরোহণ করেন। অর্ণবযান-পরিচালকদিগের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত এপেলোবন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া যতদূর দৃষ্টি গেল, সমুদ্রবক্ষে ঘন ঘন Light-house বা আলোকগৃহ হীরকমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঘাটের উপরেই টিকিট বিক্রয়ের অনেকগুলি গৃহ ও পান্থশালা, ইংলণ্ড গমনের নিমিত্ত লোকে এইস্থানে টিকিট কিনিয়া থাকে। পূর্ব্বদিকে সাংযাত্রিক*গণের কোলাহলধ্বনি। এইস্থানে দণ্ডায়মান হইলে দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের কত শস্য য়ুরোপে নীত হইয়া থাকে তাহার বিনিময়ে কত অসার বিলাস দ্রব্য আনীত হয়। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাগে উক্ত এই ডকে অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ ভারতবর্ষের শস্যাদি গ্রহণের নিমিত্ত যেন মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এখানে আসিলে বাণিজ্য ব্যাপারের সজীবতা দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। এদেশে জমিদার শ্রেণী প্রায় নাই, কেবল লোকে বাণিজ্য-কার্য্য দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইতেছে। অনন্তর বম্বের এই অংশ সন্দর্শন শেষ হইলে প্রায় ১০ টার সময় বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

রাজাবাইস্তম্ভ।

রাজাবাইস্তম্ভ বম্বের অন্যতম প্রধান দৃশ্য। এক্ষন অনুমতি-পত্র ব্যতীত এই স্তম্ভে আরোহণ করা যায় না। আমি একটি বাঙ্গালীবাবুর চিঠী লইয়া বম্বে ইউনিভার্সিটীর সেক্রেটরির

---

* সাংযাত্রিক অর্থ পোতবণিক্।

নিকট হইতে একখানি অনুমতিপত্র বা পাস্ লইলাম। আর কয়েকটী বাঙ্গালীবাবু বম্বে অবস্থান করেন, কিন্তু ইঁহারা এ পর্য্যন্ত রাজাবাইস্তম্ভে আরোহণ করেন নাই, সুতরাং অপরাহ্ণ ২ টার সময় ৪।৫ জন একত্র মিলিত হইয়া সেই জলধিতটে বিরাজমান মহাস্তম্ভে আরোহণ করিলাম। এই স্তম্ভ সমুদ্রমধ্য-বর্ত্তী অর্ণবযান কিংবা বালকিশোর পর্ব্বত হইতে যেন স্বর্গীয় কোন অপূর্ব্ব মঞ্চের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই স্তম্ভ চতুস্তল, ইহার অভ্যন্তর দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সিঁড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে তিনটী তলা অতি ক্রম করিয়া সর্ব্বোপরি উপস্থিত হইলাম। এখানে একটী অতি বৃহৎ ঘড়ী টাঙ্গান আছে। এই ঘড়ীটী প্রতি কোয়াটারে মনোহর শব্দ দ্বারা বম্বেবাসীদিগের সময় জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এথান হইতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলে প্রকৃতির মনোহর শোভায় অন্তঃ-করণ ডুবিয়া যায়। এক দিকে বিশাল জলধি, বনাবলী-পরি-শোভিত দ্বীপপুঞ্জ, শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত আলোকস্তম্ভ, ও অসংখ্য অর্ণবযান বক্ষে করিয়া অবস্থিত। অপরদিকে স্বভাব-সুন্দরী বম্বে-মহানগরী ত্রিতল পঞ্চতল হর্ম্ম্যমালা, বিবিধ প্রফুল্ল-কুসুমশোভিত উদ্যানসমূহ, আলোকস্তম্ভ-শোভিত ব্যায়াম-ক্ষেত্র, জনতাপূর্ণ রাজপথ ও পণ্যশালায় অলঙ্কৃত হইয়া যেন ত্রিদশা-লয়কে উপহাস করিতেছে। এইস্থান হইতে এই মহানগরীর যে শোভা দেখা যায় উহার প্রত্যক্ষ ব্যতীত বর্ণনা পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

এই স্তম্ভ হইতে অবতরণকালে পূর্ব্বভাগের শাসীর মধ্যভাগ ভাঙ্গা দেখিয়া একটী বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন

"দুইটী অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী পারসীক-যুবতী এখান হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। উহার একটীর বয়স মবে মাত্র ১৪ বৎসর, এই পার্শীকুমারী ভুবনমোহিনী সুন্দরী ছিল, অপরা রমণীর বয়স ২০ বৎসরের অধিক হইবে না।" তখন আমার সেই সংবাদপত্রের সংবাদটী স্মরণ হইল। আহা এই পাপরাজ্যে কেন সেই স্বর্গীয় সুন্দরীদের উৎপত্তি হইয়াছিল। বোধ হয় বম্বেবাসী পার্শীদিগের হৃদয়ে সেই শোকাবহ স্মৃতিটী জাগরুক রাখিবার জন্য এই অংশের কাচখণ্ড পরিবর্ত্তিত করা হয় নাই। এই স্তম্ভের নাম রাজাবাইস্তম্ভ হইল কেন এবং কাহার অর্থব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা জানিবার জন্য অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। বোম্বাইবাসী যে গুজরাটী বণিকপ্রবর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ষ্টুডেণ্টসিপ্-বৃত্তি" প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারই অর্থব্যয়ে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইঁহার নাম রায়চাঁদ, প্রেমচাঁদ ইঁহার পিতা। বম্বেবাসীরা আপন নামের শেষে পিতৃনাম যোগ করেন সুতরাং সাধারণতঃ ইনি রায়চাঁদপ্রেমচাঁদ নামে উক্ত হইয়া থাকেন। রাজাবাই প্রেমচাঁদের স্ত্রী এবং রায়চাঁদের মাতা। এক সময় সৎকার্য্যের জন্য রায়চাঁদ অনেক টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করেন, উহার অর্দ্ধাংশের সুদের দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেণ্টসিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে বার্ষিক দশ সহস্র (এখন ৮০০০) টাকা বৃত্তি-প্রদান করা হয়, অপরার্দ্ধ দ্বারা রাজাবাইর স্মরণার্থ এই মনোহর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। এক সময় রায়চাঁদ বিপুল ঐশ্বর্য্যের জন্য অতি বিখ্যাত ছিলেন, এখন এই বদান্য ধনিকবংশ নিঃস্ব অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন।

আলোকগৃহ।

আমরা প্রায় দুই ঘণ্টার পর রাজাবাইস্তম্ভ হইতে অবতরণ করিয়া বাসায় উপস্থিত হইলাম। বিশ্রামান্তে বসিয়া আছি এমন সময় রাজপথ দিয়া গুজরাটীবণিকৃদিগের একটী বিবাহের সমারোহ যাইতেছিল। অগ্রে ও পশ্চাতে শান্তিরক্ষার জন্য অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিস্‌প্রহরিগণ যাইতেছে, মধ্যভাগে সর্ব্বাগ্রে শকটারোহণে বর, পশ্চাতে বহুসংখ্যক গুজ্‌রাটী বণিক্‌মহিলা হীরা, পান্না, চুনির গহনা এবং বহু মূল্য শাল গায় দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, তাহার পর বরপক্ষীয় পুরুষেরা যাইতেছেন। বম্বেবাসী গুজরাটী বণিকেরা সম্পদে অলকাপুরীর যক্ষগণের উপমাস্থল। একজন বাঙ্গালী মণিকার বলিলেন "গুজরাটী বণিকসম্প্রদায়ে কোন বণিকগৃহিণীই ৩৫ লক্ষ টাকার ন্যূন মূল্যের অলঙ্কার ধারণ করেন না। উক্ত মণিকারের দোকানে কয়েক ছড়া হার প্রস্তুত হইতেছে, উহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হারগাছীর মূল্য আশী হাজার টাকা। বড় বড় মণিবণিকেরা বহুমূল্যের হীরক পান্না চুনি-প্রভৃতি যোগাইয়া থাকেন। বাঙ্গালী মণিকারদিগের দ্বারা উক্ত হীরকাদি বিবিধ কারুকার্য্যে শোভিত হইয়া উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে পরিণত হয়। এই সকল বহুমূল্য অলঙ্কারের কতকাংশ বম্বেবাসিনী গুজরাটী-বণিকবধূরা ব্যবহার করেন, আর অধিকাংশ করদ ও মিত্ররাজগণের অন্তঃপুরে নীত হইয়া থাকে। বিশ্রামান্তে আমরা আলোকগৃহ দেখিতে চলিলাম। প্রধান আলোকগৃহ (Lighthouse) সমুদ্রের

জলের মধ্যে দণ্ডায়মান আছে, অনাবশ্যক বোধে ঐ আলোক-গৃহের উপরিভাগে উঠিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। সায়ংকাল উপস্থিত, দেখিতে দেখিতে আপনা আপনি সমুদ্র বক্ষঃস্থ শ্রেণীবদ্ধ আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। মহাসমুদ্র যেন উজ্জ্বল রত্নমালার ন্যায় আলোকশ্রেণী বক্ষে পরিধান করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। আমরা কিছুক্ষণ সমুদ্রতীরে কতকগুলি পার্শী-ভদ্র-লোকের সহিত গল্প করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

বম্বের অধিবাসী।

হিন্দু, পার্শী ও মুসলমান এই তিনজাতিই বম্বের প্রধান অধিবাসী। হিন্দুরা মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মহারাষ্ট্রীজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ও প্রভুর (কায়স্থ) সংখ্যাই অধিক, গুজরাটীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বেণের সংখ্যাই বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উভয় সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেরাই বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। গুজরাটী বণিকেরা সাধারণতঃ ভেটিয়া বেণে বলিয়া খ্যাত। ভেটিয়ারা অত্যন্ত ধনশালী এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মাব-লম্বী। ইহারা গোঁসাইদিগের শিষ্য। ধর্ম্মের নামে যে পৃথিবীতে কত অধর্ম্ম অবিচার চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, শুনা গেল ভেটিয়াবেণেদের মধ্য হইতে অদ্যাপি সেই কুৎসিত গুরুপ্রসাদী প্রথা তিরোহিত হয় নাই। বম্বেসহরে "রয়াল্ এসিয়াটিক্-সোসাইটীর বম্বে শাখার পুস্তকালয়" ও অন্যান্য বহুসংখ্য-সভা, পাঠাগার, স্কুল, কলেজ্, সংবাদপত্র এবং ধর্ম্মমন্দির আছে।

দশম-পরিচ্ছেদ।

নাসিক অভিমুখে যাত্রা।

ঐ দিন আহারান্তে রাত্রি ১২টার ট্রেণে বম্বে ত্যাগ করিয়া নাসিক অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভ্রাতৃকল্প শ্রীমান্ নীলমণি মুখোপাধ্যায় বুড়ীবন্দর ষ্টেসনে আসিয়া টিকিট ক্রয় ও ভাল স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। আমি বিদেশের সেই পরম উপকারী বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা-করিলাম। এখানে ষ্টেসনের কার্য্য কেমন সুপ্রণালী বদ্ধ, প্রতি-দিন অসংখ্য লোক সমাগম হয় কিন্তু বন্দোবস্তের গুণে কাহারই কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। বম্বে হইতে নাসিক গমনের রেলপথ ও নিতান্ত সুগম নহে। কোন কোন স্থানে পর্ব্বতের চূড়া, অধিত্যকা ও উপত্যকা দিয়া কোথায় বা পর্ব্বত-তলখোদিত পথদিয়া সেই শকটমালা গমন করিতে লাগিল। অনন্তর পরদিন ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণে নাসিক-রোড ষ্টেসনে পৌছিলাম। এখান হইতে নাসিকতীর্থ ও নাসিকনগরী অন্যূন আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত, আরোহীদিগের গমনা-গমনের জন্ত সুন্দর ট্রামগাড়ীর বন্দোবস্ত আছে। আমরা বহু-সংখ্য লোক একসঙ্গে ট্রামগাড়ীতে আরোহণ করিয়া প্রায় ১১ টারসময় নাসিকনগরের দক্ষিণপ্রান্তে অবতরণ করিলাম। ষ্টেসন হইতেই পাণ্ডারা আমাদিগকে ঘেরিয়া ধরিয়াছিল, এখানে আসিয়া তাহারা পরস্পর মহাবিতণ্ডা আরম্ভ করিল। প্রথমে

যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল আমি তাহারই গৃহে গিয়া বাসা লইলাম।

পঞ্চবটীও নাসিকতীর্থ।

বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায় সূর্য্য-বংশাবতংস রঘুকুলতিলক রাম * পিতৃসত্য পালনার্থে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে আগমন করিয়া কিয়ৎকাল এখানে অবস্থান

---

* ইতি সা লক্ষ্মণেনোক্তা করালা নির্ণতোদরী।
মন্যতে তদ্বচঃ সত্যং পরিহাসাবিচক্ষণা॥
সা রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং পরন্তপং।
সীতয়া সহ দুর্দ্ধর্ষমব্রবীৎ কামমোহিতা॥

* * * *

অদ্যেমাং ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তব মানুষীং।
ত্বয়া সহ চরিষ্যামি নিঃসপত্না যথাসুখং॥
ইত্যুক্ত্বা মৃগশাবাক্ষীমলাতসদৃশেক্ষণা।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধা মহোল্কা রোহিণীমিব॥
তাং মৃত্যুপাশপ্রতিমামাপতন্তীং মহাবলঃ।
নিগৃহ্য রামঃ কুপিতস্ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥
ক্রূরৈরনার্য্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন।
ন কার্য্যঃ পশ্য বৈদেহীং কথঞ্চিৎ সৌম্য জীবতীম্॥
ইমাং বিরূপামসতীমতিমত্তাং মহোদরীং।
রাক্ষসীং পুরুষব্যাঘ্র বিরূপয়িতুমর্হসি॥
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তস্যাঃ ক্রুদ্ধো রামস্য পশ্যতঃ।
উদ্ধৃত্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণনাসে মহাবলঃ॥
নিকৃত্তকর্ণনাসা তু বিস্বরং সা বিনদ্য চ।
যথাগতং প্রদুদ্রাব ঘোরা শূর্পণখা বনম্॥
(বাল্মীকিরামায়ণ আরণ্যকাণ্ড)

করিয়াছিলেন। রাবণভগিনী শূর্পণখা রামকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করায় রাম অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উক্ত রাক্ষসী কুপিত হইয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অনন্তর রামের ইঙ্গিতে মহাবীর সৌমিত্রি শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করেন, তদবধি এই স্থান নাসিকতীর্থ নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে।

আমি পাণ্ডার গৃহে সঙ্গের দ্রব্যাদি রাখিয়া তাহার সহিত গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলাম। পবিত্রসলিলা গোদাবরীর তীরে পাষাণনির্ম্মিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকাবিরাজিত নাসিকনগরী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া আছে। গোদাবরীর পশ্চিম ও পূর্ব্বতীরে প্রস্তরসোপানবিশিষ্ট বহুসংখ্য ঘাটে অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ স্নান পূজা করিতেছেন। পাণ্ডা পুরোহিতের সহিত আমাকে গোদবরীতীরে বসাইয়া রাখিয়া তীর্থশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলেন। এখানেও প্রথমে শ্রীফল সহ গোদাবরীর ভেট করিতে হয়। অনন্তর সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগাহনান্তে সন্ধ্যা শেষ করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম। পুরোহিতটী নিরীহ এবং ইঁহার দশকর্ম্মে বেশ জ্ঞান আছে, যথাসাধ্য বিশুদ্ধ করিয়া মন্ত্র পড়াইলেন। শ্রাদ্ধের নিয়মিতমন্ত্র ব্যতীত যে কতকগুলি অতিরিক্ত মন্ত্র বা বচন পাঠ করাইলেন উহা ভক্তিভাবপরিপূর্ণ। যদিও রুচিস্তোত্র পাঠ করিবার সময় হইল না কিন্তু ইনি পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে আর একটী স্তোত্রপাঠ করাইলেন উহা সংক্ষিপ্ত হইলেও যারপর নাই শ্রুতি-মধুর। এখানকার পাণ্ডার সহিত বোধহয় তীর্থযাত্রীদের বিশেষ অনৈক্য হয় না, পুরোহিতের দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন, পাণ্ডার

সঙ্কল্পীকরণের দক্ষিণা প্রভৃতি ধরিয়া একরূপ স্বল্পব্যয়েই সমুদয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। উপরে উঠিয়া কতিপয় মন্দিরে গণেশ শিব প্রভৃতির পূজা শেষ করিয়া বাসায় আসিলাম। ভোজনান্তে বিশ্রাম করিয়া পাণ্ডার সহিত নাসিক তীর্থসংক্রান্ত অনেক কথোপকথন হইল। নাসিকনগরীতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস আছে, তন্মধ্যে কোকণস্থ বা চিত্তপাবন* ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। এইস্থান বহুকাল হইতে সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে অনেক বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করে। ইহার অনতিদূরে দেওয়ানী ও ফৌজদারীকোর্ট এবং পুলিসষ্টেসন আছে। নাসিকনগর অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান। এই নগরের কয়েক মাইল দূরে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের একটী সেনানিবাস আছে। রুগ্ন সৈন্যগণ স্বাস্থ্যলাভের জন্য তথায় আগমন করিয়া থাকে। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম এই নগর হইতে ৬।৭ মাইল দূরে গঙ্গাপুর নামক একটী স্থান আছে, সেখানে অনেক গুলি দেব মন্দির ও মনোহর একটী জলপ্রপাত আছে।

বিশ্রামান্তে পাণ্ডার সহিত দেবালয় সন্দর্শনকরিতে বহির্গত হইলাম। গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলে নাসিকনগরীর প্রীতিকর দৃশ্যটী নয়নে প্রতিভাত হইল। বস্তুতঃ কাশীর গঙ্গাতীর ব্যতীত এরূপ মনোহর দৃশ্য বড়ই বিরল। আমরা গোদাবরীর অপর পারে গমনপূর্ব্বক প্রথমে রামমন্দিরে রাম সীতার মূর্ত্তি, তাহার পর লক্ষ্মণ মন্দিরে লক্ষ্মণমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সীতাগুহায় উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা আমাকে মন্দিরের স্বামীর নিকট লইয়া গেলে তিনি প্রদর্শককে সীতামূর্ত্তি দর্শন

* চিত্ত পবিত্র করেন যিনি।

করাইতে আদেশ করিলেন। প্রদর্শক একটী দ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ পার্ব্বত্য কোন স্বাভাবিক গুহার মধ্যে সীতামূর্ত্তির নিকট উপস্থিত করিল। এই গুহার অভ্যন্তর অন্ধকারময়, একটী দীপ জ্বলিতেছে, তাহার সাহায্যে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া গেল। একটী ক্ষুদ্র দ্বার ব্যতীত কোন দিক্ হইতে বায়ু সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। একে দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে বায়ুর অভাবে বড়ই কষ্ট হইতেছিল। আমরা গুহার মধ্য হইতে বাহির হইব, এই অবসরে স্ত্রীপুরুষে প্রায় ৩০ জন যাত্রী উহার মধ্যে উপস্থিত। আমার তখন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, বাহির হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সূচাগ্র স্থান নাই, কোন্ পথে নির্গত হইব? প্রদর্শককে বারংবার বলিলাম, কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যাত্রীদের নিকট এই সীতামূর্ত্তির ইতিহাস ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। শেষে সেই যাত্রিদল গৃহ হইতে নির্গত হইলে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মন্দিরস্বামীকে বলিলে তিনি উত্তর করিলেন "একে একে দেখাইলে সকলের দর্শন হইতে পারে না অতএব সীতামাইর সেবা চলিবে কি করিয়া?" আমি বলিলাম "যদি কেহ শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়?" তিনি উত্তর করিলেন "সীতামাইর কৃপায় এরূপ ঘটনা কখনও হয় নাই।" তাহারপর বহুসংখ্য দেবালয় সন্দর্শন করিলাম, বাহুল্য-নিবন্ধন প্রত্যেকের সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না।

পঞ্চবটীস্থ-রামের পর্ণশালা।

এই সকল দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে প্রায় সাড়ে চারি ঘটিকা হইল। পঞ্চবটীর যে অংশে রাম আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কালযাপন করিয়াছিলেন পাণ্ডার সহিত সেই দিকে চলিলাম। এই অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্য যিনি একবার দেখিবেন, বোধহয় জীবন থাকিতে তিনি উহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। আমরা নাসিকনগরী ও গোদাবরীতীর পরিত্যাগ করিয়া সরলপথ অবলম্বন পূর্ব্বক এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। অনতিদূরে পর্ব্বতমালা, ময়ূরগুলি আমাদের দেখিয়া বিশস্তচিত্তে রাস্তার এক পার্শে দাঁড়াইয়া রহিল। পীত ও শুভ্রবর্ণে চিত্রিত শৃঙ্গহীন সুন্দর-সুন্দর হরিণেরদল আমাদিগকে দেখিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। এই স্থানের স্বভাবের শোভা নয়ন-গোচর করিলে ভবভূতির উত্তর-চরিতের বর্ণনাগুলি স্মৃতিপথে উদিত হয় *। যদিও ঐ বর্ণনার প্রতিকথার সহিত মিল না হউক, তথাপি এখানে আসিলে ঐ বর্ণিত বিষয়গুলির অধিকাংশ প্রত্যক্ষ করিয়া সুখানুভব করা যায়। প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পুনরায় আমরা

---

* এতে তএব গিরয়ো বিরুবন্ময়ূরা
স্তান্যেব মত্তহরিণানি বনস্থলানি।
আমঞ্জুবঞ্জুললতানি চ তান্যমুনি
নীরন্ধ্রনীলনিচুলানি সরিত্তটানি॥
(ভবভূতি-উত্তরচরিত)

গোদাবরী-সন্নিহিত পথ ধরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। এই পথের উভয়পার্শ্বে বহুসংখ্য সাধুর আশ্রম। রামায়ণের আরণ্যকাণ্ড পাঠে জানাযায়, রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেই প্রথমে মহর্ষি-গণের * সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহার পর বিরাধ নামক, রাক্ষসকে

---

* প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
রামো দদর্শ দুর্দ্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্॥

*   *   *   *

দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে রামং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ।
অভ্যগচ্ছংস্তদা প্রীতা বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্॥

*   *   *   *

হত্বা তু তং ভীমবলং বিরাধং রাক্ষসং বনে।
ততঃ সীতাং পরিষ্বজ্য সমাশ্বাস্য চ বীর্য্যবান্।
অব্রবীৎ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসং।
কষ্টং বনমিদং দুর্গং নচাস্মো বনগোচরাঃ॥
অভিগচ্ছামহে শীঘ্রং শরভঙ্গং তপোধনম্॥

*   *   *   *

শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে মুনিসংঘাঃ সমাগতাঃ।
অভ্যগচ্ছন্ত কাকুৎস্থং রামং জ্বলিততেজসম্॥
সুতীক্ষ্ণেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রস্থিতো রঘুনন্দনঃ।
হৃদাত্মা স্নিগ্ধয়া বাচা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ॥
অগস্ত্যেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সৎকৃত্যামন্ত্রয়ামাস তমৃষিং সত্যবাদিনম্॥

*   *   *   *

তৌ তু তেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ।
তমাশ্রমং পঞ্চবটীং জগ্মতুঃ সহ সীতয়া॥

*   *   *   *

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা নানাব্যালমৃগাকুলাম্।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্॥
অয়ং পঞ্চবটীদেশঃ সৌম্য পুষ্পিতকাননঃ।

বধ করিয়া শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। শরভঙ্গ মুনি যথাবিধি রামের অভ্যর্থনা ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক হুতাশনে জীবনাহুতি প্রদান করিলে রাম তদীয় উপদেশ অনুসারে সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকেতনে গমন করেন। সেখানে রাত্রিযাপন করিয়া পর দিন মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই উপদেশে গোদাবরীতীরে মনোরম পঞ্চবটীকাননে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। কোন স্থানে শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম ছিল, কোন আশ্রমে উপবেশন করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য অন্তেবাসীদিগকে বেদ অধ্যাপনা করিতেন, এখন উহা জানিবার কোন উপায় নাই। অগস্ত্যের আশ্রম যে পঞ্চবটীস্থ রামের পর্ণশালার সন্নিহিত ছিল, উহা রামায়ণপাঠে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। ঋষিকন্যা আত্রেয়ী অলৌকিক প্রতিভাশালী কুশ লবের সহিত অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া কোথায় বাল্মীকির আশ্রম * হইতে এই অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন †।

সর্ব্বতশ্চার্য্যতাং দৃষ্টিঃ কাননে নিপুণোহসি।
আশ্রমঃ কতরস্মিন্নো দেশে ভবতি সম্মতঃ॥
রমতে যত্র বৈদেহী ত্বমহঞ্চৈব লক্ষ্মণ।
তাদৃশো দৃশ্যতাং দেশঃ সন্নিকৃষ্টজলাশয়ঃ॥
(বাল্মীকি রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড)

* কাণপুর জেলার অন্তর্গত বিঠুর নামক স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল।

† আত্রেয়ী।

অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥
(উত্তরচরিত)

সাধুদিগের আশ্রমসমূহ অতিক্রম করিলেই গোদাবরীতীরে বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজি-বিরাজিত দীর্ঘ কানন দৃষ্ট হইল। ঐ কাননের মধ্যদিয়া ক্ষুদ্র পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অরুণা ও গোদাবরীর সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম। অরুণানাম্নী ক্ষুদ্রস্রোতস্বিনী পার্ব্বত্যপথে অবতরণ করিয়া পুণ্যসলিলা গোদাবরীর সহিত মিলিয়াছেন। অদূরে পর্ব্বতমালা সুতরাং উপত্যকাপ্রবাহিত নদীদ্বয় যেন হৃদ্গত পবিত্র ভাবরাশির ন্যায় কাচবৎ স্বচ্ছ সলিলপ্রবাহ পরস্পর বিনিময় করিতেছেন। সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ, ধীরে ধীরে সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই বিজন গোদাবরী তীর তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, কেবল উচ্চ বৃক্ষের চূড়ায় পক্ষীগুলি কলরব করিতেছে। তখন সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কত কথা মনে উদিত হইল। বনদেবতা বাসন্তী যেন রামকে বলিতেছেন * "মহারাজ! যাঁহাকে তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমিই আমার নয়নের আনন্দদায়িনী জ্যোৎস্না, এবং তুমিই আমার অঙ্গে অমৃত স্বরূপ ইত্যাদি শত শত চাটু বাক্য দ্বারা প্রীত ও প্রসন্ন করিতে এখন সেই সরলাকে অথবা এই পর্য্যন্তই ভাল আর কথায় প্রয়োজন নাই"। আবার যেন তমসা সীতাকে বলিতেছেন "রামকে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এই বিশ্বসংসার যথাবিধি পরিপালন করিতে হয় তাহাতে

---

* বাসন্তী।

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ॥

আবার এই নিদারুণ প্রিয়াশোক নিদাঘ কাল যেমন পুষ্পকে ম্লান করে সেইরূপ জীবন কুসুমকে অত্যন্ত ম্লান করিয়া তুলি- তেছে, আবার আপনিই সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং বিলাপ দ্বারা যে মনের ক্লেশ নিবারণ করিবেন তাহারও উপায় নাই। আর যদিও রোদনের দ্বারা কিছুমাত্রও চিত্তের বিনোদন হয় না তথাপি যখন উহা দ্বারাই আজপর্য্যন্ত জীবিত আছেন তখন রোদনই পরমলাভ মনে করিতে হইবে।" *

কিয়ৎকাল পরে গোদাবরীতীর্থে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা শেষ করতঃ সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগাহনের পরিবর্ত্তে সলিলস্পর্শ ও অন্যান্য তীর্থোচিত কার্য্য শেষ করিলাম। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি ও মহাকবি ভবভূতি এত দূর সফলকাম হইয়াছেন যে, দর্শক এখানে আসিলে যেন সেই লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রামের পঞ্চবটীবাস ও বনদেবতা বাসন্তী সীতা ও তমসা মুরলার কথোপকথনগুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করেন। আমার সঙ্গী পাণ্ডা গৃহগমনের জন্য ব্যগ্র, আমাকে বলিল "মহারাজ! চলুন এখানে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, হিংস্রজন্তুর ভয় আছে, আমরা দুজন মাত্র"। আমি অগত্যা অনিচ্ছাসত্বেও এই প্রকৃতির পবিত্র ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া বাসা অভিমুখে চলিলাম। গোদাবরীতীর দিয়া বহুসংখ্য সাধুর আশ্রম আছে। তীর্থযাত্রীদের দানেই তাঁহাদের

* তমসা। ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা
প্রিয়াশোকো জীবং কুসুমমিব ঘর্ম্মঃ ক্লময়তি।
স্বয়ং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোহপ্যসুলভ
স্তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি ননু লাভো হি রুদিতম্॥
(ভবভূতি উত্তরচরিত ৩য় অঙ্ক)

পঞ্চবটীবাস হয়, সুতরাং পাণ্ডা সেই পথে লইয়া চলিল। গোদাবরীসঙ্গম হইতে বহুদূর পর্যন্ত কোন লোকালয় নাই, তীর-দেশ কেবল আম্র, জম্বু, কদম্ব, বিল্ব ও অন্যান্য তরুগুল্মে পরিব্যাপ্ত, দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিকে চন্দ্র উদিত হইলেন, চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হওয়ায় বনশ্রেণী যেন সোণার গিল্টিতে শোভিত হইয়া গেল। গোদাবরীর তীরদেশে পতিত পক্ক জম্বুসকল বিদলিত হইয়া একপ্রকার গন্ধবিস্তার করিতেছে। একস্থানে দুইটী ময়ূর জ্যোৎস্নায় বিচরণ করিতেছিল, আমাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া কদম্বের শাখায় উঠিয়া বসিল। গোদাবরীর তীর হইতে জলপ্রবাহ অনেক নিম্নে, যে স্থানে নদীর গতি বক্র সেখানে তীরস্থ লতাগুলি নত হইয়া জলে পড়িয়াছে। কোন স্থানে নদীরকূলে গভীরগর্ত্ত ও নিবিড় অরণ্য উহা হইতে ঝিঁঝিঁ পোকার রব উত্থিত হইতেছে। এই নির্জ্জন কাননে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের শাখায় কোকিল ও অন্যান্য পাখীর রব বড় মধুর বোধ হইতে লাগিল*। আমাদের বঙ্গীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন বোধহয় এই স্থান প্রত্যক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলেন ;—

"ছিনু মোরা সুলোচনে। গোদাবরীতীরে
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে"।

তাহার পর আমরা ক্রমে যাইতে যাইতে সাধুদের আশ্রমের

---

* ইহ সমদ-শকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ-
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বূনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥

সন্নিহিত হইলাম। এইস্থানে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের দণ্ডী, সংন্যাসী, পরমহংস বাস করেন। কোন কোন অংশে নরাচার্য্য ও বল্লভস্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। সাধুগণের সন্দর্শন করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পাণ্ডা আমাদের বামভাগে কিয়দ্দূরে এক পর্ব্বত-মালা দেখাইয়া বলিলেন "ঐ পর্ব্বতে অনেক বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে, সমাগত যাত্রীরা ঐ সকল মঠ ও মূর্ত্তি দর্শন করিতে গিয়া থাকে", বস্তুতঃ ভারতবর্ষে এমন কোন প্রাচীন স্থান নাই, যেখানে কোন না কোন প্রকার বৌদ্ধকীর্ত্তিকলাপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অশোক যে সময় ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মই রাজকীয় ধর্ম্ম ছিল, সুতরাং প্রত্যেক হিন্দুতীর্থের নিকটে বৌদ্ধমঠ ও বৌদ্ধদেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর আমরা নাসিকের বাজার হইতে কয়েকটী পিত্তলের দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া রাত্রি ৯টার সময় বাসায় পৌঁছিলাম। আর দুই এক দিন নাসিকে থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হইয়া গেল, সুতরাং ঐ দিনই আহারান্তে রাত্রি ১১ টার সময় পুনরায় নাগপুরগামী রেলশকটে আরোহণ করিলাম। রাত্রিতে রেলপথের উভয়-পার্শ্বে কেবল নিবিড় অরণ্য ও পর্ব্বতশ্রেণী নয়নগোচর হইতে লাগিল। পরদিন দিবা দুইটার সময় অমরাবতী ষ্টেসনে পৌঁছিলাম।

বিদর্ভদেশ ও কুণ্ডিননগর।

যেখানে এই অমরাবতী ষ্টেসন বিদ্যমান ইহাই সেই পুরাতন কালের বিদর্ভ দেশ। ত্রেতাযুগে এই বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিন-নগরে ভীম নরপতি রাজত্ব করিতেন। মহাভারত ও নৈষধ চরিতে এই দেশের ও রাজধানীর কত সমৃদ্ধির বিষয় পাঠ করা যায়। এই বিদর্ভের রাজতনয়া দময়ন্তী ইন্দ্রাদি দেবগণকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহার অভীষ্ট নিষধদেশের অধীশ্বর নলকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পতিগতপ্রাণা দময়ন্তীর ধর্ম্মনিষ্ঠা, ধৈর্য্য,সহিষ্ণুতা প্রভৃতির উজ্জ্বলচিত্র ভারতবর্ষীয় রমণীগণের চিরকাল সংশিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছে। শ্রীহর্ষ এক স্থানে বিদর্ভের রাজধানীর উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "কুণ্ডিননগর: পৃথিবীমণ্ডলের অলঙ্কার স্বরূপ" *। এখন সে সমুদয়ই কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। অধুনা বিদর্ভের নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, সাধারণতঃ লোকে এই দেশকে নাগপুরপ্রদেশ বলিয়া থাকে। ষ্টেসনের কয়েক মাইল দূরে একটী প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে।

---

* অথ ভীমসুতাবলোকনৈঃ সফলং কর্ত্তুমহস্তদেব সঃ।
ক্ষিতিমণ্ডলমণ্ডনায়িতং নগরং কুণ্ডিনমণ্ডজো যযৌ॥

(নৈষধচরিত—২য় সর্গ ৬৩ শ্লোক)

পদ্মপুর ও ভবভূতি।

অমরাবতীর কতিপয় ক্রোশ দূরে চন্দ্রপুরনামক একটী স্থান আছে। এই চন্দ্রপুরের সন্নিহিত পদ্মপুরনামক এক নগর ছিল, শুনা যায় এখন সেখানে কতকগুলি মৃত্তিকাস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঐ পদ্মপুরই মহাকবি ভবভূতির জন্মভূমি। ভবভূতির জন্মসময় লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। কাশ্মীররাজতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায়, মহাকবি ভবভূতি কান্যকুব্জের অধীশ্বর মহারাজ যশোবর্ম্মার সভাপণ্ডিত ছিলেন। উক্ত যশোবর্ম্মা কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন*। ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল ৫৯৪ শকাব্দ হইতে ৬৫০ শকাব্দ পর্য্যন্ত, অতএব মহাকবি ভবভূতি বর্ত্তমান সময় হইতে ন্যূনাধিক ১২০০শত বৎসর পূর্ব্বে বিদর্ভ প্রদেশের পদ্মপুর নামক স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি কাশ্যপগোত্রসম্ভূত ভট্টগোপালের পৌত্র, তাঁহার পিতার নাম নীলকণ্ঠ ও মাতার নাম জাতূকর্ণী †। ভবভূতি মহাবীরচরিত, উত্তরচরিত ও মালতীমাধব নামক তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

---

* কবির্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্‌॥
(কাশ্মীররাজতরঙ্গিণী)

† অথ খলু ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়ামার্য্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি এবমত্রভবন্তো বিদাঙ্কুর্ব্বন্তু অস্তি তত্রভবান্ কাশ্যপঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণতত্ত্বজ্ঞো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ। (উত্তরচরিত)

তাঁহার কাব্যপাঠে জানা যায়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা প্রধান বেদজ্ঞ ছিলেন। তদীয় কাব্যের দুই এক স্থানে বেদান্তদর্শনের ভাব দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় মহাকবি ভবভূতির ন্যায় কেহই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি বীরচরিতে যেমন বীররসের অবতারণা করিয়াছেন, উত্তররামচরিতে সেইরূপ করুণরস ও প্রণয়ের পবিত্রতা এবং গভীরতা প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার মালতীমাধবে বুদ্ধোপাসিকা অবলোকিতার কার্য্যকলাপ পাঠ করিয়া বোধহয় তখনও ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল আধিপত্য লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। ভবভূতি মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় যেরূপ গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে অনুমান হয়, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতগণের স্বভাবাপন্ন ছিলেন*, শুনাযায় তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কান্যকুব্জে অতিবাহিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ভবভূতিকে অপেক্ষাকৃত অনেক প্রাচীন বলেন†।

* যেনাম কেচিদিহ নঃপ্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী॥ (মালতীমাধব)

† "বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া
স বর্ত্ততে সংপ্রতি রাজশেখরঃ॥"

উপসংহার।

অনন্তর অমরাবতী হইতে নানাদেশ ও অরণ্য সন্দর্শন করিতে করিতে অপরাহ্ন ৬টার সময় পুনরায় নাগপুর উপস্থিত হইলাম। সে দিবস নাগপুরে অবস্থান করিয়া পরদিন আহারান্তে ৮টার সময় পুনর্ব্বার বেঙ্গলনাগপুর রেলশকটে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত দিবা রাত্রির পর, পরদিন ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২টার সময় আসান্‌সোল ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এখানে অর্দ্ধঘণ্টামাত্র বাষ্পশকট অপেক্ষা করে, ঐ সময়ের মধ্যে স্নান শেষ করিয়া পুনরায় কলিকাতাগামী শকটে আরোহণ পূর্ব্বক অপরাহ্ণ ৫টার সময় হাওড়া ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া কলিকাতায় উপনীত হইলাম। অনন্তর যাঁহার কৃপায় ভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইলাম তাঁহার জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে গেলাম। *

---

* "ষড়ধিকদশনাড়ীচক্রমধ্যাস্থিতাত্মা
হৃদি বিনিহিতরূপঃ সিদ্ধিদস্তদ্বিদাংযঃ।
অবিচলিতমনোভিঃ সাধকৈর গ্যমাণঃ
স জয়তি পরিণদ্ধঃ শক্তিভিঃ শক্তিনাথঃ"।

সমাপ্ত।